بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

IOM

"স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ"

Subject: RAM 302

Submitted by:

Mst. Lutfunnahar Smrity

Roll: 20102222

(6th semester)

Submitted To:

Ustaz Abdul Wahid

Islamic Online Madrasah

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم !وبعد:

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন এবং আমাদেরকে তার অনুসারী বানিয়েছেন এবং যাঁর প্রদত্ত অসীম দয়া ও তাউফিকের মাধ্যমে আমার

"স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ" নামক এসাইনমেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে। আমি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর তাঁর নিকট তাঁর অনুগ্রহ ও করুনা বৃদ্ধির আবেদন করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি একক, যাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে তিনি হেদায়েত ও সত্য দীনসহ সুসংবাদ বাহক ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হবার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর;কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাঁর হেদায়েতের অনুসরণ করবে তার উপর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন। যিনি স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হউয়া উচিত, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য

রেখে গিয়েছেন। প্রদত্ত রচনাটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন স্বামী উনার স্ত্রীর প্রতি কোন কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ও কোন কোন অধিকারগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন না , স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং এসব ব্যপারে আমাদের সমাজে যেসকল কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে সেই সব ব্যপারগুলোও উক্ত এসাইনমেন্টটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও আমি কিছু প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এবং অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা করেছি।প্রয়োজনীয় কিছু আমল সহ প্রতিকারও তুলে ধরার চেস্টা করেছি। মূলত স্বামী স্ত্রীর সুন্দর জীবন যাপনের জন্য ইসলাম প্রেরিত জীবনধারার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর ওপর স্বামীর প্রাপ্য যে সকল অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো বা তার কিছু অংশ নিয়েই আমার আজকের এই এসাইনমেন্ট। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য সহজ করুন ।আমীন

❖ সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। একজন স্ত্রী যেমন স্বামী ছাড়া অপরিপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে একজন স্বামীও স্ত্রী ছাড়া অপরিপূর্ণ। সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ এই সম্পর্কটাকে একে অপরের সহায়ক এবং পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র বন্ধন বিবাহের মাধ্যমে দুজন মিলেই একটা সংসার গড়ে উঠে।সংসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান কম নয়।আর একটা সংসারে শান্তি ও উন্নতি উভয়ের প্রচেষ্টার

মাধ্যমেই সাধিত হয়।তাই এখানে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তার সহযোগী হতে হবে। কুরআনুল কারীমে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এর ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় এই আলোচনা এসেছে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক হাদিসে স্ত্রীকে স্বামীর অধিকার আদায় সম্পর্কে যথাযথভাবে তাগিদ দিয়েছেন।একটা সুখী সংসার দাঁড়িয়ে আছে সঠিকভাবে স্বামী স্ত্রীর একে অপরের হক্ক আদায়ের ওপরে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নারীরা পুরুষের অর্ধাংশ।"(আবু দাউদ, তিরমিজি)

একজন স্ত্রীর কাছে স্বামীর যেমন কিছু হক বা অধিকার রয়েছে, তেমনি একজন স্বামীর কাছেও স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার রয়েছে।মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ[1]

অর্থঃ "পুরুষগণ নারীদের প্রতি দায়িত্বশীল/ কর্তৃত্বশীল।যেহেতু আল্লাহ একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয়ও করে।"

কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা অন্যায় ও অবৈধ কোনো কিছুর ব্যাপারে স্বামীকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব দেন নি। স্বামী তার কর্তৃত্ব ও পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া কর্তা হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র শাসন চালানোই নয়; বরং দায়িত্বশীলতার বোঝা সুষ্ঠুভাবে বহন করাও কর্তার মহান কর্তব্য।

---

[1] সূরা আন নিসা : আয়াত ৩৪ , মদীনায় অবতীর্ণ

স্ত্রী হলেন সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, সন্তানের জননী, তাই স্ত্রী সম্মানের পাত্রী।যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা সে নারীর অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। স্ত্রী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত মনে করে স্বামীর সকল হক্ব আদায় করলে তার জন্য সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

‘‘রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।"

(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৪নং)

সুবহানআল্লহ ,অর্থাৎ একজন নারীর জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত এবং স্বামীর আনুগত্য ই যথেষ্ট। পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য থাকবে না; বরং দুটি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।তাই স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হল পুরুষ কে মনে প্রানে কর্তা মেনে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা এবং স্বামীর হক্ব ও অধিকার সঠিকভাবে পালন করা।আর স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য-কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের

উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা।উপদেশ প্রদান ও বারণ করার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেয়া । এতে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনুগত্য পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১.মুক্বাদ্দিমাহ (ভূমিকা)

দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর রয়েছে নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য। স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক। নানাবিধ কাজ ও দায়িত্বের সমন্বয়েই দাম্পত্য জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়ে থাকে।এখানে একজন খেটে যাবে আর আরেকজন নিষ্ক্রিয় থাকবে এমন সুযোগ নেই। সুতরাং উভয়েরই রয়েছে উভয়ের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও করণীয়। ইসলাম স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর প্রতি কল্যানকামী হতে।
রসুল স বলেন, " তোমরা স্ত্রীদের প্রতি কল্যানকামী হউ"

অনুরূপ ইসলাম স্ত্রীকেও আদেশ দিয়েছে স্বামীর অনুগত হতে এবং তাকে সম্মান করতে।হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রসুল (স) বলেন,

"তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো এবং বড়দের সম্মান করো।যদি আমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সিজদা করার আদেশ দিতাম।স্বামী যদি স্ত্রীকে হলুদ পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে কোনো জিনিস স্থানান্তর করার (অর্থাৎ কোনো কষ্টসাধ্য কাজেরও) নির্দেশ দেয়,স্ত্রীর জন্য উচিত তা করা

"[মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৪৪৭১,মুআসসাতুর রিসালাহ; সুনানু ইবনি মাজাহ : হাদিস নং ১৮৫২]

মোট কথা সংসারে একজন স্ত্রী নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল সদয় নয়, যার উপস্থিতিই শুধু কাম্য এবং না আছে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য, না আছে অধিকার।বরং স্ত্রী সংসারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, শরী'আতে যার দায়-দায়িত্ব ও নিশ্চিত অধিকার রয়েছে।সংসারে তার রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা কোরআনুল করিমে বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّکُمُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَۃٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا کَثِیۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلَیۡکُمۡ رَقِیۡبًا [2]

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর

---

[2] সুরা নিসা, আয়াত ০১, মদীনায় অবতীর্ণ

তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আতীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

উল্লেখিত আয়াতে কারিমা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে স্বামী- স্ত্রীর মাধ্যমেই বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। আর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের ওপর অধিকার আছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার আছে তোমাদের ওপর।'

পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে অন্য হাদিসে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের প্রতি কল্যাণকামী হও।'স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বা ভালোবাসা কেমন হবে; দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক কেমন হবে; তার বিবরণ ফুটে ওঠেছে স্বয়ং বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনে। যা মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ.স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক। সুতরাং উভয়েরই রয়েছে উভয়ের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও করণীয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এ আরো বলেন.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن[3]

---

[3] সুরা: ২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭,মদীনায় অবতীর্ণ

‘তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।’

পারিবারিক জীবন উদারতা এবং বদান্যতার উপর স্থিতিশীল।যতদিন উদার মনমানসিকতা থাকবে ,একে অন্যের হক আদায় সম্পর্কে সচেতন থাকবে ততদিন পরিবারে শান্তি থাকবে ,পবিত্র বন্ধন অটুট থাজবে ইনশা আল্লাহ্ ।

১.১ স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বলতে কি বুঝি ?

স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরী। যেমন কোন স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক, অফিসের ম্যানেজার বা ডিরেক্টর প্রভৃতির আনুগত্য অন্যান্য সকলকে করতে হয়।স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট হয়। মাতৃলয়ে মা-বাপের (বৈধ বিষয়ে) আদেশ যেমন মেনে চলতে ছেলে-মেয়ে বাধ্য, তেমনি শশুরালয়ে স্বামীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাও স্ত্রীর প্রকৃতিগত আচরণ। তাছাড়া ধর্মেও রয়েছে স্বামীর জন্য অতিরিক্ত মর্যাদা। অতএব প্রেম, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলতা বজায় রাখতে বড়কে নেতা মানতেই হয়। প্রত্যেক কোম্পানী ও উদ্যোগে পার্থিব এই নিয়মই অনুসরণীয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা নারী-পরাধীনতা হবে না। তবে অন্যায় ও অবৈধ বিষয়ে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য অবৈধ। কারণ যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অবৈধ ও অন্যায় কর্তৃত্ব দেননি। কেউই তার কর্তৃত্ব ও পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া কর্তা হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র শাসন চালানোই নয়; বরং দায়িত্বশীলতার বোঝা সুষ্ঠুভাবে বহন করাও কর্তার মহান কর্তব্য।

১.২. ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব দেয়ার কারন

স্ত্রীর জন্য স্বামী আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে পাওয়া অনেক বড় নিয়ামত।স্ত্রীর ওপর স্বামীর অনেক হক ও অধিকার রয়েছে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব বোঝাতে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ وَّ بِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِم[4]

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"

এই আয়াতে স্ত্রীর ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার দু'টি কারণ বলা হয়েছে।

প্রথমটি হল,

আল্লাহ প্রদত্তঃ যেমন, পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস এবং মেধাগত যোগ্যতায় পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই নারীর তুলনায় অনেক বেশী।

দ্বিতীয়ত,

নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাকে তার স্বামীর যা

---

[4] সুরা নিসা,আয়াত ৩৪

আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [তাবারী]

১.৩.স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার প্রসঙ্গে আল্লাহপাকের বর্ণিত কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ এবং রসুল (স) থেকে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসসমূহ

[5] اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِم

অর্থঃ "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"

[6] وَ لِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَۃ

অর্থঃ "নারীদের ওপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে।"

---

[5] [সুরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৪]

[6] [সুরা: ২ বাকারা, আয়াত : ২২৮]

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

অর্থঃ "রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।[7]"

[8]خَيْرُ النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ولا تُخالِفُهُ في نَفْسِها ولا مالِها بِما يَكْرَه

অর্থঃ "শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।"

كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا[109].

অর্থঃ "যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।"

---

7 [ত্বাবারানী, ইবনে হিববান, সহীহ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৪নং]

8 [আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৮৩৮নং)]

9 [হাকেম , ইবনে হিববান, ইবনে আবী শাইবাহ , সহীহুল জামে ৩১৪৮ নং]

10 [তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫নং]

.مِن حَقِّ الزَّوجِ عَلَى زَوجَتِهِ إن سَالَ دَماً وَقَيحاً وَصَدِيداً فَلَحَسَتهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّه

অর্থঃ "স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।"

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا ، لَمْ تَزَل...

.قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُه

অর্থঃ "মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।"[11]

سَهَا وَهِيَ عَلَى قَ...فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا

.كُلِّهِ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْه

“তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না।”[12]

[11] [ত্বাবারানী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫২৫৯নং]

[12] [ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিববান , আদাবুয যিফাফ ২৮৪পৃঃ]

لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

"দুই ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না) ; সেই ক্রীতদাস যে তার প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (নামায কবুল হয় না।)"[13]

২.নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের সূচনা – বিবাহ

যেকোনো জিনিসের ই একটা ভিত্তি থাকে যেমন একটা বিল্ডিং ভিত্তি যদি মজবুত হয়,তবে আল্লাহ চাহেন তো সেই বিল্ডিং এর ধসে পড়ার সম্ভাবনা খুব ই কম থাকে।স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক তৈরি হয় বিবাহের মাধ্যমে।**বিবাহ** ই হলো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি।এই ভিত্তি যদি ঠিক থাকে, তাহলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে একটা সুন্দর সম্পর্ক আশা করা যায়।আর যদি এই ভিত্তিটাই হয় নড়বড়ে, তাহলে সেই ভিত্তি থেকে তৈরী হউয়া সবকিছুই নড়বড়ে থাকে।তার ই ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমি বিবাহ নিয়ে খুব ই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনো তুলে ধরার চেস্টা করেছি –

---

13 [ত্বাবারানী, হাকেম , আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮]



২.১ বিবাহের সংজ্ঞা ও রুকন

বিবাহের আরবী শব্দ হলো নিকাহ। নিকাহ এর শাব্দিক অর্থ হলো, একত্রিত হওয়া, নারী পুরুষ মিলিত হওয়া। পারিভাষিক অর্থে নিকাহ বা বিবাহ বলা হয়। ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী, বিবাহ হল একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে নিষ্পন্ন বৈধ বন্ধন ও সামাজিক চুক্তি,যার মাধ্যমে দুইজন মানুষের মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় । ইসলামে বিবাহ হল একটি সুন্নাহ বা মুহাম্মাদ এর আদর্শ এবং ইসলামে বিবাহ করার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।ইসলামী শরীয়ত অনুসারে বিবাহের রুকন বা মূল স্তম্ভ হচ্ছে দু'টি।যথা-

১.ইজাব তথা প্রস্তাব,

২.কবুল, বা গ্রহণ। এর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে সাক্ষী থাকা।

২.২.বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহপাক আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ:)কে সৃষ্টি করে তাঁর (আদম আ:) জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ:) কে তাঁর জীবনসাথী হিসেবে সৃষ্টি করে বিবাহর মাধ্যমেই একে অন্যের পরিপূরক জীবন সঙ্গী হিসেবে আবদ্ধ করে দেন।

মানবতার ধর্ম ইসলাম নারী পুরুষদের মধ্যে সুন্দর ও পুতঃপবিত্র জীবন-যাপনের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বল্গাহীন, স্বেচ্ছাচারী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও নোংরামির অভিশাপ থেকে সুরক্ষা করতেই ইসলাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জোর তাগিদ প্রদান করেছে। কেননা নারী পুরুষের পবিত্রতা ও সতিত্ব রক্ষার মোক্ষম ও বাস্তব সম্মত হাতিয়ার হল এ বিবাহ ব্যবস্থা। বিয়ে হল পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে এবং ইসলামী

শরীয়ত মোতাবেক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক স্থাপন যার ফলে নারী-পুরুষ দু'জনে একত্রে বসবাস এবং পরস্পরের যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যায়। বিবাহ একটি শুভ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা পালনের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে লৌকিকতা এবং নিছক আনন্দ উল্লাসের নামে বেহায়পনার অশ্লীল অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিবর্তে ধর্মীয় রীতিনীতি বজায় রাখা অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামে বৈরাগ্য নীতির কোন স্থান নেই। ইসলামে সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইসলাম নিষিদ্ধ একটি ভর্ৎসনামূলক অপরাধ। কেননা বিবাহ কেবল ভোগ বিলাসের জন্য নয় বরং বিয়ে হল প্রত্যেক নর নারীর জীবনকে পুতঃপবিত্র, সুন্দর এবং সার্থক করে তুলতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে থাকে। পবিত্র কোরআন পাকে বিয়ে এবং স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী রাসূলের প্রতি আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করেন।এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা রায়াদ এ উল্লেখ করেন,"হে নবী তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি"। আয়াতের মর্মবাণী থেকে বুঝা যায় বিবাহ আল্লাহপাক প্রদত্ত একটি ঐশী বিধান।একই প্রসঙ্গে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনের সুরা নূরে এরশাদ করেন

"এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলে-মেয়েদের স্বামী-স্ত্রী বা স্ত্রী নেই; বিয়ে দাও তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে"।

বিয়ের মাধমে স্বামী-স্ত্রীর উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। দায়িত্ব কর্তব্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সুবিবেচনার অধিকারী হয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর, সুখকর ও পবিত্র করে রাখা হয়।এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন..

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ[14]

" স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।"

অর্থাৎ পোশাক যেমন করে মানব দেহকে সকল প্রকার নগ্নতা, অশ্লীলতা, কুশ্রীতা ইত্যাদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে ঠিক তেমনি বিবাহর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সেভাবে বাঁচিয়ে রাখে। একই প্রসঙ্গে মিসকাত শরীফে এরশাদ আছে "যে ব্যক্তি বিয়ে করল তার অর্ধেক দিন-ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল, সে যেন বাকি অর্ধেকের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে"। হাদিসে আরও উল্লেখ আছে

"স্বামী-স্ত্রী যখন একান্তে বসে আলাপ করে, হাসি-খুশী করে তার সওয়াব নফল এবাদতের মতো"।

তাছাড়া স্ত্রীরা জগতের অস্থায়ী সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে হাদিসে এরশাদ রয়েছে। বিয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক নর-নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ২৫নং আয়াতে এরশাদ করেন ,

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ

"তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর; যথাযথভাবে তাদের মোহর প্রদান কর; যেন তারা বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধে যৌনচর্চা ও গোপন বন্ধুত্বে লিপ্ত না হয়ে পড়ে"।

---

[14] সুরা: ২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭,মদীনায় অবতীর্ণ

এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহপাক বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং বিয়ে না করে অবাধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন করার প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন। বিয়ের করার যোগ্যতা (শারীরিক এবং অর্থনেতিক) ভাবে অর্জন করার পর অবিবাহিত এবং অকৃতদার হয়ে জীবনযাপন করা ইসলামে কখনই কাম্য নহে বরং তার থেকে পরিত্রাণ প্রদান করাই ইসলামের লক্ষ্য। কেননা অকৃতদার জীবন কখনই পবিত্র এবং পরিতৃপ্ত জীবন হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনের পাশাপাশি বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) সামর্থ্যবান লোকদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত করার সাথে সাথে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেন। সমাজের সামর্থ্যবান যুবক যুবতীদেরকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র হাদিসে এরশাদ করেন যা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবীজি (সা.) এরশাদ করেন, "হে যুব সমাজ তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে তাদের বিবাহ করা কর্তব্য কেননা বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী, যৌন অঙ্গের পবিত্রতাকারী আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে, কেননা রোজা তার ঢাল স্বরূপ"।

একই প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন" কুমারিত্ব এবং অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের কোন নিয়ম ইসলামে নেই"। কেননা বিয়ে হল স্বভাবের দাবী মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবণতার স্বাভাবিক প্রকাশ। মুসনাদে আহমাদে আরো বর্ণিত আছে "নবীজী (সা.) আমাদেরকে বিবাহ করতে আদেশ দিতেন আর অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন"।

তাছাড়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করার ভয়াবহ পরিণতি কথা উল্লেখ করে বিশ্ব নবী (সা.) দ্ব্যর্থকণ্ঠে এরশাদ করেন যা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

নবীজী (সা.)" এরশাদ করেন "বিয়ে করা আমার আদর্শ এবং স্থায়ী নীতি। যে লোক আমার এ সুন্নাহ অনুসারে আমল করবে না সে আমার দলভুক্ত না"।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে একটি দেওয়ানী চুক্তির ফল। অভিবাবকের মাধ্যমে নারী নিজেকে বিয়ের জন্য উপস্থাপিত করে আর পুরুষ তা গ্রহণ করে অর্থাৎ ইজাব এবং কবুলের মধ্য দিয়ে একটি বিয়ে সু সম্পূর্ণ হয়।এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পবিত্র সম্পর্ক ও সংসারের সূচনা হয়।

২.৩ বিবাহের হুকুম

ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে,পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।যেমনঃ

★যে ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হউয়ার প্রবল আশংকা থাকে এবং সে স্ত্রীর মোহর ও ভরণপোষণ প্রদানে সক্ষম,তার জন্য বিবাহ করা ফরজ।আর যদি সে মোহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানে সক্ষম না হয় তবে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক।কেননা রসুল (স) বলেছেন,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে।আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম (রোযা) রাখে। কেননা, সওম তার জন্য ঢালস্বরূপ (অর্থাৎ- অবৈধ যৌনচাহিদা থেকে বিরত রাখে)"

[সহীহ : বুখারী ৫০৬৬, মুসলিম ১৪০০, নাসায়ী ৩২১০, তিরমিযী ১০৮১, আহমাদ ৪০২৩, ইরওয়া ১৭৮১, সহীহ আল জামি‘ ৭৯৭৫।]

★যৌনপিপাসা তীব্রতর হলে তার জন্য বিবাহ ওয়াজিব।

★স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নত।রসুল (স) বলেন, বিয়ে হলো আমার সুন্নত, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা ছেড়ে চলবে সে আমার দলভুক্ত নয়।'

(বুখারি)

★যৌনক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম।

★দাম্পত্য-সম্পর্কিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সন্দিহান হলে বিবাহ করা মুবাহ অর্থাৎ বিবাহ করা তার জন্য শরীয়তে অন্তত অনুমোদন আছে।

২.৪.বিবাহের শর্তসমূহ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো বিবাহ।এই গোড়া টা যদি ঠিক থাকে অর্থাৎ বিবাহ যদি ইসলামী মতানুসারে হয়, পাত্র পাত্রী যদি দীনী মনোভাবের হয়, তবে আশা করা যায় স্বামী স্ত্রী আল্লাহ কে ভয় করে একে অন্যের হক খুব ভালোভাবে আদায় করবে।এজন্য বিবাহের জন্য কিছু বিষয় যাচাই করে নেয়া খুব ই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

مَنۡ لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنۡکُمۡ طَوۡلًا اَنۡ یَّنۡکِحَ الۡمُحۡصَنٰتِ الۡمُؤۡمِنٰتِ فَمِنۡ مَّا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ مِّنۡ فَتَیٰتِکُمُ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰہُ اَعۡلَمُ بِاِیۡمَانِکُمۡ ؕ بَعۡضُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ۚ فَانۡکِحُوۡهُنَّ بِاِذۡنِ اَهۡلِهِنَّ وَ اٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ مُحۡصَنٰتٍ غَیۡرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخۡدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحۡصِنَّ فَاِنۡ اَتَیۡنَ بِفَاحِشَۃٍ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَی الۡمُحۡصَنٰتِ مِنَ الۡعَذَابِ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ الۡعَنَتَ مِنۡکُمۡ ؕ وَ اَنۡ تَصۡبِرُوۡا خَیۡرٌ لَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ[15]

তোমাদের যে ব্যক্তির স্বাধীনা মু'মিন নারী বিবাহের ক্ষমতা না থাকে, সে যেন তোমাদের অধীনস্থ মু'মিনা দাসী বিবাহ করে এবং আল্লাহ বিশেষরূপে তোমাদের ঈমানকে জানেন। তোমাদের একজন অন্যজন থেকে উদ্ভূত, কাজেই তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মহর তাদেরকে দিয়ে দাও, তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয়, উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। বিবাহের দূর্গে সুরক্ষিত হওয়ার পর তারা যদি ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি আজাদ নারীদের অর্ধেক; এ ব্যবস্থা তার জন্য তোমাদের যে ব্যক্তি (অবিবাহিত

[15] সুরা: ৪ নিসা, আয়াত: ২৫

থাকার কারণে) ব্যভিচারের ভয় করে। ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এছাড়াও আরেকটি হাদীসে এসেছে যে, মুহাম্মাদ স বলেছেন,আবু হুরাইরা সূত্রে বর্ণিত, "যদি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার (চরিত্র) তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যায় হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে।”—

(আল-তিরমিযি, মুসলিম পণ্ডিত নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন।)

★ইসলামী বিবাহে বর, কনে এবং কনের অভিভাবকের(ওয়ালী) সম্মতির(কবুল) প্রয়োজন হয়।বৈবাহিক চুক্তিটি অবশ্যই কনের অভিভাবক(ওয়ালী) এবং বরের দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে, বর এবং কনের দ্বারা নয়।কনের নিকটস্থ পুরুষ অভিভাবক কনের ওয়ালী হবেন, প্রাথমিকভাবে কনের বাবাকেই ওয়ালী হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলিম বিয়েতে ওয়ালীকেও অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে।বৈবাহিক চুক্তির সময় চাইলে কনেও সে স্থানে উপস্থিত থাকতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।বিবাহের পর ঘোষণা করে বা অন্য যে কোন পন্থায় সামাজিকভাবে তা জানিয়ে দিতে হবে, যাকে "এলান করা" বলা হয়।

★আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আওতাসের যুদ্ধে কতকগুলো সধবা স্ত্রীলোক বন্দি হয়ে আসে। আমরা তাদের সাথে সহবাস করতে অপছন্দ করলাম কারণ তাদের স্বামী রয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(সহীহ মুসলিম হা: ১৪৫৬)

وَّ الۡمُحۡصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ۚ کِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیۡکُمۡ ۚ وَ اُحِلَّ لَکُمۡ مَّا وَرَآءَ ذٰلِکُمۡ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا بِاَمۡوَالِکُمۡ
مُّحۡصِنِیۡنَ غَیۡرَ مُسٰفِحِیۡنَ ؕ فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِهٖ مِنۡهُنَّ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ فَرِیۡضَۃً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیۡمَا تَرٰضَیۡتُمۡ بِهٖ مِنۡۢ
بَعۡدِ الۡفَرِیۡضَۃِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا ﴿۲۴﴾

"আর (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে। তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (দাসীগণ) তারা ছাড়া। এটি তোমাদের উপর আল্লাহর বিধান এবং এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

অর্থাৎ যে সকল নারীদের স্বামী রয়েছে তাদের বিবাহ করা হারাম যতক্ষণ সে স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে থাকবে। তবে যদি মুসলিমরা কাফির জাতির ওপর বিজয় লাভ করে, তাদের নারীদের হস্তগত করে নেয় তাহলে তাদের কাফির স্বামী থাকতেও তাদের বিবাহ করা দূষণীয় নয়।

★ কোন মুসলিম নারীর শরীয়তসম্মত বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হলে তার সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম। সুতরাং যে সকল নারী স্বামীদের ছেড়ে দিয়ে অন্য পুরুষের সাথে অভিভাবক ছাড়া নিজে নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাদের সে বিবাহ অবৈধ। বিবাহ শরীয়তসম্মত হবে না, যতদিন তারা এ অবস্থায় থাকবে ততদিন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকবে। এ ছাড়া বাকিদেরকে বিবাহ করা বৈধ।

উল্লেখ্য: محصنات শব্দটি কুরআনে চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

১. সধবা স্ত্রী। যেমন সূরা নিসা র ২৪ নং আয়াত:

(وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۗءِ)

২. স্বাধীন মহিলা। যেমন:

(وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ)

৩. ব্যভিচার থেকে পবিত্র। যেমন:

(مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ)

৪. মুসলিম নারী। যেমন: فإن أحصن (ফাতহুল কাদীর, ১/৫৯৯)

(مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ)

'বিয়ে করার জন্য তোমরা তাদের কামনা করবে, ব্যভিচারের জন্য নয়' অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের হালাল করে দেয়া হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরা মাহর দিয়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে। অর্থের বিনিময়ে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নয়। এ আয়াত দ্বারাও মুতাহ বিবাহর (নিকাহ মুত'আহ) অবৈধতা বুঝা যাচ্ছে এবং অর্থ দিয়ে বিনা বিবাহে উপভোগ করাও হারাম।

(فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ)

'মাহর ধার্য করার পর কোন বিষয়ে উভয়ে একমত হও' অর্থাৎ মাহর ধার্য করার পর স্বামীর পক্ষ থেকে মাহর এর অতিরিক্ত কিছু দেয়া অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দেয়ার ব্যাপারে উভয়ে একমত হলে তাতে কোন গুনাহ হবে না।

২.৫.পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সমতা (কুফু)

কাফাহ বা কুফু (আরবি: الكفاءة; আল-কাফ'আ) হল ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যার আরবি ভাষায় আক্ষরিক অর্থ, সমতা বা সমতা। এইভাবে এটি একটি সম্ভাব্য স্বামী এবং তার সম্ভাব্য স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা মেনে চলতে হবে।এই সামঞ্জস্য ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, সম্পদ, বংশ বা রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত একাধিক কারণের উপর নির্ভরশীল। বিবাহ সম্পন্ন করার আগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পারস্পরিক সমতা তথা কুফু যাচাই বাছাই করে নিতে হবে।কুফু যদি ঠিক থাকে তবে একটি সুন্দর বিবাহের আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ্।

২.৬. যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ

ইসলাম ধর্মে বিয়ের আইনগত, সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা রয়েছে। ছেলে ও মেয়ের একসঙ্গে জীবন-যাপন ও সংসারধর্ম পালনকে ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনগত সুরক্ষা দিতেই বিবাহপ্রথার জন্ম।ইসলামে বিয়ের জন্য খুব বেশি

আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। অন্যান্য চুক্তির মতই এতে দুইটি পক্ষ থাকে।সাক্ষীদের উপস্থিতিতে একপক্ষ বিয়ের প্রস্তাব করলে এবং অন্যপক্ষ তা গ্রহণ করলে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

সব নারী-পুরুষ একে অন্যের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।কাকে বিয়ে করা যায় আর কাকে বিয়ে করা যায় না, এ ক্ষেত্রে ইসলামে একটি মৌলিক নীতি আছে। এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পুরুষ যেসব নারী বিয়ে করতে পারবে না: পুরুষদের জন্য ১৪ শ্রেণির নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ এবং তাদের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু এসব নারী ছাড়া অন্য নারীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। তবে ইসলামী শরিয়তের শর্ত মোতাবেক তাদের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ।

ওই ১৪ শ্রেণির নারী যথাক্রমে—

(১) মা।

(২) আপন দাদি, নানি ও তাদের ঊর্ধ্বতন নারীরা।

(৩) সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৪) আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে ও তাদের গর্ভজাত যেকোনো কন্যাসন্তান ও আপন ছেলেসন্তানদের স্ত্রী।

(৫) যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যাসন্তান এবং স্ত্রীর মা—অর্থাৎ শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি ও দাদি শাশুড়ি।

(৬) ফুফু—অর্থাৎ পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৭) খালা—অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৮) ভাতিজি—অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধস্তন কন্যাসন্তান।

(৯) ভাগ্নি—অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধস্তন কন্যাসন্তান।

(১০) দুধসম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধস্তন কোনো কন্যাসন্তান এবং দুধসম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

(১১) দুধসম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানি, দাদি ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলারা।

(১২) দুধসম্পর্কীয় বোন, দুধবোনের মেয়ে, দুধভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যেকোনো কন্যাসন্তান।

(১৩) যৌনশক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোনো প্রকার আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নম্বরে বর্ণিত মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ আছে। উপরোক্ত নারীরা ছাড়া পুরুষের জন্য অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েজ নয়।এই ১৪ শ্রেনীর নারীর কথা আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে ...

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ اُمَّهٰتُكُمۡ وَ بَنٰتُكُمۡ وَ اَخَوٰتُكُمۡ وَ عَمّٰتُكُمۡ وَ خٰلٰتُكُمۡ وَ بَنٰتُ الۡاَخِ وَ بَنٰتُ الۡاُخۡتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ
الّٰتِیۡۤ اَرۡضَعۡنَكُمۡ وَ اَخَوٰتُكُمۡ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیۡ فِیۡ حُجُوۡرِكُمۡ مِّنۡ نِّسَآئِكُمُ

الّٰتِیۡ دَخَلۡتُمۡ بِهِنَّ ۫ فَاِنۡ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا دَخَلۡتُمۡ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبۡنَآئِكُمُ الَّذِیۡنَ مِنۡ اَصۡلَابِكُمۡ ۙ وَ اَنۡ تَجۡمَعُوۡا بَیۡنَ الۡاُخۡتَیۡنِ اِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا[16]

"তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগিনেয়ীগণ, দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শাশুড়িগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগণ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের (বিবাহে) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"

নারীরা কোন কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ও আলোচনা।

যেসব পুরুষের সঙ্গে নারীদের বিয়ে বৈধ নয়: নারী এমন ১৪ শ্রেণির পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে, যাদের সঙ্গে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। যথা :

[16] সুরা নিসা, আয়াত : ২৩;তাফসিরে মাজহারি : ২/২৫৪

(১) পিতা, দাদা, নানা ও তাঁদের ঊর্ধ্বতন পুরুষরা।

(২) সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(৩) শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাঁদের ঊর্ধ্বতন পুরুষরা।

(৪) ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত পুত্রসন্তান।

(৫) স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

(৬) ভাতিজা—অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধস্তন কোনো ছেলে।

(৭) ভাগিনা—অর্থাৎ সহোদর,বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধস্তন কোনো ছেলে।

(৮) চাচা—অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(৯) মামা—অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(১০) দুধসম্পর্কীয় ছেলে, ছেলের ছেলে, দুধসম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যেকোনো পুত্রসন্তান এবং দুধসম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

(১১) দুধসম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

(১২) দুধসম্পর্কীয় ভাই, দুধভাইয়ের ছেলে, দুধবোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যেকোনো পুত্রসন্তান।

(১৩) যৌনশক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোনো আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন বালক, যার এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নম্বরে বর্ণিত পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ আছে।

নারীর জন্য উপরোক্ত পুরুষরা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েজ নয়। সুতরাং চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, দেবর, ভাশুর, খালু, ফুফা, চাচাতো শ্বশুর, উকিলবাপ, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, দুলাভাই, বেয়াই, ননদের জামাই প্রমুখের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম এবং তাদের সঙ্গে বিয়েশাদি জায়েজ। স্ত্রীর বর্তমানে বা তার ইদ্দতের সময় তার বোনকে বিয়ে করা হারাম।এইগুলি আল্লাহ্ পাক কুরআনে এভাবে বলেছেন,

وَ قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِهِنَّ وَ یَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَهُنَّ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ لۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُیُوۡبِهِنَّ ۪ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اٰبَآئِهِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوۡ نِسَآئِهِنَّ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡهَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ

لَا يَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِيۡنَ مِنۡ زِيۡنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيۡعًا اَيُّهَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ[17]

"আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে(১) এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে(২); আর তারা তাদের সৌন্দর্য(৩) প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে।(৪) আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।(৫) আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা(৬), তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ(৭) এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক(৮) ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।(৯) হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস(১০), যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

২.৭.ইসলামে বিবাহ পড়ানোর নিয়ম

ইসলামের প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বিবাহ তার ব্যতিক্রম নয়। বিবাহের সংক্ষিপ্ত নিয়ম হলো- উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েকে তাদের অভিভাবক বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। সম্ভব হলে ছেলে-মেয়ে একে অপরকে

---

[17] সুরা নুর, আয়াত: ৩১; তাফসিরে মাজহারি : ৬/৪৯৭-৫০২, মাআরেফুল কোরআন : ৬/৪০১-৪০৫, হেদায়া : ২/৩০৭, ফাতহুল কাদির : ২/১১৭

দেখে তাদের অভিমত জানাবে। উভয়ে একমত হ'লে নির্দিষ্ট দিনে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের অভিভাবক নির্দিষ্ট মহরের বিনিময়ে ছেলের সাথে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। ছেলে কবুল বলে গ্রহণ করবে। যাকে আরবীতে ঈজাব ও কবুল বলা হয়।ইসলামী বিয়ে হল বিবাহযোগ্য দু'জন নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বৈধ আইনি চুক্তি ও তার স্বীকারোক্তি। মুসলিম বিয়েতে দেনমোহর ধার্য করা হয় ছেলের আর্থিক সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী।

বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণ ঈমানদার দু'জন সাক্ষী থাকবে। সাক্ষীগণ মহরের পরিমাণ ও বরের স্বীকারোক্তি নিজ কানে শুনবেন। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُم -[18]

অর্থ- 'যখন তারা ইদ্দতে পৌঁছে যায়, তখন যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, নতুবা তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।'

বিয়ের সময় একজন উকিল থাকেন। তিনি কনে পক্ষ অথবা ছেলে পক্ষের হতে পারেন। তবে সাধারণত কনে পক্ষ থেকেই উকিল থাকে। উকিল প্রথমে কনেকে জিজ্ঞাসা করেন বিয়েতে রাজি আছে কি না? কনে রাজি থাকলে বরকে তা বলা হয়। এরপর দোয়া কালাম করে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

---

[18] সূরা তালাক্ব,আয়াত: ৬৫

ইসলামী বিবাহে বর, কনে এবং কনের অভিভাবকের (ওয়ালী) সম্মতির (কবুল) প্রয়োজন হয়। বৈবাহিক চুক্তিটি অবশ্যই কনের অভিভাবক (ওয়ালী) এবং বরের দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে। বর এবং কনের দ্বারা নয়। ওয়ালী সাধারণত কনের পুরুষ অভিভাবক হন। প্রাথমিকভাবে কনের বাবাকেই ওয়ালী হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য বাবা ছাড়াও ওয়ালী হতে পারে। মুসলিম বিয়েতে ওয়ালীকেও অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে। বৈবাহিক চুক্তির সময় চাইলে কনেও সে স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। বিয়ের পর ঘোষণা করে বা অন্য যে কোন পন্থায় সামাজিকভাবে তা জানিয়ে দিতে হবে, যাকে 'এলান করা' বলা হয়।

ইসলামী পদ্ধতিতে বিয়ের জন্য নিম্নোক্ত ৮টি কাজ আবশ্যক

১। পাত্র-পাত্রীর সম্মতি,

২। অভিভাবকের সম্মতি,

৩। পাত্র-পাত্রীর মাঝে সমতা,

৪। নিয়ত শুদ্ধ করা,

৫। পাত্র-পাত্রী দর্শন,

৬। বিবাহের প্রস্তাব,

৭। সাক্ষী এবং

৮। বিয়ে পড়ানো।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।’ (সূরা বাকারাহ-১৮৭)

আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, ‘যদি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার (চরিত্র) তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যায় হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে।’ –

(আল-তিরমিযি, মুসলিম পণ্ডিত নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন।)

ইসলাম ধর্ম মতে, কনে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিয়েতে মত বা অমত দিতে পারে। একটি আনুষ্ঠানিক এবং দৃঢ় বৈবাহিক চুক্তিকে ইসলামে বিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা বর ও কনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে। ইসলামী বিয়ে হল সুন্নাহ বা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শ। তাছাড়া ইসলামে বিয়ে করার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিয়ে ইসলামী বিবাহের মৌলিক বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হয়।

২.৮.ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে পরবর্তী করণীয় বিষয়

মানব জীবনে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে মানুষকে দায়িত্ববান বানায়। জীবনে আনে স্বস্তি ও প্রশান্তি। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সক্ষম হয় যাবতীয় পাপাচার ও চারিত্রিক স্খলন থেকে দূরে থাকতে। অব্যাহত থাকে বিয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ধারা। বৈধ ও অনুমোদিত পন্থায় মানুষ তার জৈবিক চাহিদা মেটায় কেবল এ বিয়ের মাধ্যমে। এককথায় বিয়েতে রয়েছে প্রভুত কল্যাণ ও অননুমেয় উপকারিতা। বিয়ের বিবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[19] ،

''আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।''

বিয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের বংশ ধারার সম্পর্ক নির্দেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[19] সুরা: ৩০ আর রুম, আয়াত: ২১,মক্কায় অবতীর্ণ

''তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীদের সামনে গর্ব করবো।''

সুতরাং বলাবাহুল্য যে, বিয়ে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব, কেউ যখন বিয়ে করবেন তার উচিত বিয়ের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে দুই রাকা' [illegible]

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্ত্রী যখন স্বামীর কাছে যাবে, স্বামী তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর স্ত্রীও দাঁড়িয়ে যাবে তার পেছনে। অতপর তারা একসঙ্গে দুই রাকা'ত সালাত আদায় করবে এবং বলবে :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْر

অর্থঃ 'হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দিন আর আমার ভেতরেও বরকত দিন পরিবারের জন্য। আয় আল্লাহ, আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযক দিন আর আমার থেকে তাদেরও রিযক দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্র রাখুন আর আমাদের মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন তখন কল্যাণের পথেই বিচ্ছেদ ঘটাবেন।'

স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের দু'আ পড়া

স্ত্রী সহবাসকালে নিচের দু'আ পড়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

'তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী সঙ্গমকালে বলে :

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

(আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তানের কাছ থেকে দূরে রাখুন আর আমাদের যা দান করেন তা থেকে দূরে রাখুন শয়তানকে।)

তবে সে মিলনে কোনো সন্তান দান করা হলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।'

নিষিদ্ধ সময় ও জায়গা থেকে বিরত থাকা

আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থঃ ‘যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে কিংবা স্ত্রীর পেছনপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করলো।’

ঘুমানোর আগে অযূ বা গোসল করা

স্ত্রী সহবাসের পর সুন্নত হলো অযূ বা গোসল করে তবেই ঘুমানো। অবশ্য গোসল করাই উত্তম। আম্মার বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

.ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ

অর্থঃ ‘তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না : কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র শরীরবিশিষ্ট ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে অযূ করে।’

ঋতুবতীর স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছুর অনুমতি রয়েছে

হ্যা, স্বামীর জন্য ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যোনি ব্যবহার ছাড়া অন্য সব আচরণের অনুমতি রয়েছে। স্ত্রী পবিত্র হবার পর গোসল করলে তার সঙ্গে সবকিছুই বৈধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

...‘ . اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاح

অর্থঃ সবই করতে পারবে কেবল সঙ্গম ছাড়া।’

বিয়ের নিয়ত শুদ্ধ করা

নারী-পুরুষের উভয়ের উচিত বিয়ের মাধ্যমে নিজকে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর নিয়ত করা। তাহলে উভয়ে এর দ্বারা ছাদাকার ছাওয়াব লাভ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْر".

অর্থঃ ‘তোমাদের সবার স্ত্রীর যোনিতেও রয়েছে ছাদাকা। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ কি তার জৈবিক চাহিদা মেটাবে আর তার জন্য সে কি নেকী লাভ করবে? তিনি বললেন, ‘তোমরা কি মনে করো যদি সে ওই চাহিদা হারাম উপায়ে মেটাতো তাহলে তার জন্য কোনো গুনাহ হত না? (অবশ্যই হতো) অতএব তেমনি সে যখন তা হালাল উপায়ে মেটায়, তার জন্য নেকী লেখা হয়।’

স্ত্রী সান্নিধ্যের গোপন তথ্য প্রকাশ না করা

বিবাহিত ব্যক্তির আরেকটি কর্তব্য হলো স্ত্রী সংসর্গের গোপন তথ্য কারো কাছে প্রকাশ না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

‘

অর্থঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে যে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হয় এবং স্ত্রী তার ঘনিষ্ঠ হয় অতপর সে এর গোপন বিষয় প্রচার করে।’

অলীমা করা

বিয়ের আরেকটি সুন্নত হলো অলীমা করা তথা মানুষকে দা‘ওয়াত করে খাওয়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি তিনি আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু -এর উদ্দেশে বলেন,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة

অর্থঃ ‘অলীমা কর, হোক না তা একটি ছাগল দিয়ে হয়।’

বিয়ের দা'ওয়াত গ্রহণ করা

কেউ যদি বিয়ের দা'ওয়াত দেয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবুল করা সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

অর্থঃ 'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়।'

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَه.

অর্থঃ 'আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।'

নব দম্পতির জন্য দু'আ করা

নব দম্পতির জন্য নিচের দু'আ করা সুন্নত। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

অর্থঃ ‘আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার ওপর বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়ের কল্যাণে মিলিত করুন।’

২.৯.বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

বিয়ে, তালাক ও দাম্পত্য জীবনের সকল বিধান ও মাসআলা শিক্ষা করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর কর্তব্য হল, তালাকের মাসআলা ও এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত না হয়ে মুখে কখনো তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা। আর যদি কোনো কারণে তালাক দেয় এবং এমনভাবে দেয় যে, এখন আর তাদের একসাথে থাকা শরীয়তে বৈধ নয় তাহলে তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। বিভিন্ন টাল-বাহানা, অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে কিংবা ভুল কথার উপর ভিত্তি করে অথবা মূল ঘটনা গোপন রেখে একসাথে বাস না করা উচিত। বিয়ে শুধু একটি সময়ের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়।

অতীব প্রয়োজন (যা শরীয়তে ওজর বলে গণ্য) ছাড়া স্বামীর জন্য যেমন তালাক দেওয়া জায়েয নয় তেমনি স্ত্রীর জন্যও তালাক চাওয়া দুরস্ত নয়। তালাকের পথ খোলা রাখা হয়েছে শুধু অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। বর্তমান সমাজে, বিশেষ করে আমাদের এতদাঞ্চলে কোনো পরিবারে তালাকের ঘটনা যে কত ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা, জুলুম-অত্যাচার এবং ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয় তা আর বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তালাক প্রদানের ক্ষমতাকে শরীয়তের নির্ধারিত নীতিমালার বাইরে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধানের সাথে বালখিল্যতার শামিল।

এজন্য কেউ দাম্পত্য জীবনে পা রাখার চেষ্টা করলে তার অপরিহার্য কর্তব্য হবে, বিয়ের আগেই দাম্পত্য জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোর সাথে তালাকের বিধানসমূহ জেনে নেওয়া।

তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা ভুল পন্থায় তা প্রয়োগ করলে সে একদিকে যেমন গুনাহগার হবে অন্যদিকে তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি বিবেচক স্বামীর দায়িত্ব হল, তালাকের শব্দ কিংবা এর সমার্থক কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করা থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

অবশ্য অতীব প্রয়োজনে তালাক প্রদানে বাধ্য হলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শুধু এক তালাক দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। এভাবে বলবে যে, 'তোমাকে তালাক দিলাম।' তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ কিংবা ৩ সংখ্যা ব্যবহার করবে না। কেউ 'বায়েন' শব্দ বলে ফেললে (চাই তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে-একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হোক- যেমন বলল, তোমাকে তিন তালাক দিলাম। অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল। সর্বমোট তিন তালাক দেওয়া হল। যেকোনো উপায়ে তিন তালাক দেওয়া হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধু মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বিবাহে ফিরিয়ে আনার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না তেমনি নতুন করে বিবাহ দোহরানোর মাধ্যমেও ফিরিয়ে নেওয়ার পথ খোলা থাকে না।

একসাথে তিন তালাক দেওয়া কিংবা বিভিন্ন সময় তালাক দিতে দিতে তিন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া একটি জঘণ্য অপরাধ ও ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাআলা এর শাস্তি হিসেবে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসাথে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হওয়া এবং সে স্বামীর সাথে তার মিলন হওয়া অপরিহার্য। এরপর কোনো কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর এরা দুজন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এজন্য শরীয়ত আগেই সাবধান করে দিয়েছে যে, প্রথমত তালাকের কথা চিন্তাও করবে না। তবে অতীব প্রয়োজনে কখনো তালাক প্রদানের প্রয়োজন হলে শুধু সাদামাটা তালাক দাও, শুধু এক তালাক। যেন উভয়ের জন্যই নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে এবং পুনরায় ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। এরপর আবারো কোনো সমস্যা দেখা দিলে এভাবেই শুধু এক তালাক দিবে। এখনও ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এরপর যদি আবার কখনো শুধু এক তালাকই দেওয়া হয় এবং সব মিলে তিন তালাক হয়ে যায় এ অবস্থায় আর তাকে ফিরিয়ে আনারও সুযোগ থাকবে না, নতুন করে বিয়ে করার বৈধতাও বাকি থাকবে না।

বাস্তবেই যদি তালাক হয়ে যায় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এরপরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসাথে বাস করে তাহলে তা হবে কবীরা গুনাহ এবং উভয়েই যেন ব্যভিচারের গুনাহয় লিপ্ত।

২.৯.১.তালাক সম্পর্কিত প্রচলিত কিছু ভুল

আজকাল স্বামী-স্ত্রী তালাকের বিধান জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার পরিবর্তে নিজেদের মনে এমনসব ভুল ও বানোয়াট মাসআলা স্থির করে রাখে যে, আল্লাহ মাফ করুন।

১. তিন তালাক ছাড়া তালাক হয় নাঃ

যেমন, কেউ মনে করে যে, শুধু এক বা দুই তালাক দেওয়ার দ্বারা তো তালাকই হয় না। তালাকের জন্য একসাথে তিন তালাক দেওয়াকে তারা অপরিহার্য মনে করে।

মনে রাখবেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল, শুধু এক তালাক দেওয়া। পরবর্তীতে আবারও প্রয়োজন হলে শুধু এক তালাকই দিবে। এরচেয়ে বেশি দিবে না। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

একই মজলিসে কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ এমনটি করলে তালাক কার্যকর হবে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে।

২. তালাকের সাথে কি বায়েন শব্দ ব্যবহার করা জরুরিঃ

অনেকে মনে করে, শুধু তালাক বললে তালাক হয় না; বরং তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দও যোগ করা অত্যাবশ্যক।এটিও ভুল ধারণা। শুধু তালাক শব্দ দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। এর সাথে 'বায়েন' শব্দ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এ শব্দের সংযোজন নাজায়েয। তবে কেউ যদি এক তালাক বায়েন বা দুই তালাক বায়েন দেয় তবে সে মৌখিকভাবে রুজু করার (পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার) পথ বন্ধ করে দিল। এখন শুধু একটি পথই খোলা আছে। আর তা হল, নতুনভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো। অথচ শুধু তালাক

বললে এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত মৌখিক রুজুর পথ খোলা থাকে। এজন্য স্বামীর উচিত, যত উত্তেজিতই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই যেন তিন তালাক না দেয়। এমনকি তা কখনো মুখেও না আনে। অথচ অনেকে তো তিন তালাক দেওয়ার পরও পৃথকভাবে 'বায়েন' শব্দ যোগ করেন। যেন সব কটি তালাক দেওয়ার পরও তার মন ভরল না। না হলে তিন তালাক দেওয়ার পর আর কী বাকি থাকে যে, 'বায়েন' শব্দ বলতে হবে?!

মনে রাখতে হবে, তিন তালাক দেওয়াই এক গুনাহ, এরপর 'বায়েন' শব্দ যোগ করে সে আরো বেশি গুনাহগার হল।

৩. একসাথে তিন তালাক দিলে কি তালাক হয় নাঃ

অনেকে এই ভুল ধারণাও প্রচার করে রেখেছে যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া হলে তালাক হয় না কিংবা শুধু এক তালাক হয়।

এটিও একটি মারাত্মক ভুল। একসাথে তিন তালাক দেওয়া জায়েয না হলেও কেউ যদি এই নাজায়েয কাজ করে তাহলে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক ঠিকই পতিত হয়। এক্ষেত্রে তার মৌখিকভাবে রুজু করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি নতুন করে বিবাহ দোহরিয়ে নেওয়ার দ্বারাও তারা একে অপরের জন্য হালাল হতে পারে না। তাই সকল স্বামীরই কর্তব্য, প্রথম থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা। মুখ দিয়ে কখনো তিন তালাক কিংবা তালাক, তালাক, তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা। আর আগেই দুই তালাক দিয়ে থাকলে এখন আর তৃতীয় তালাকের চিন্তাও না করা।

৪. গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক পতিত হয় না

অনেকে এই মাসআলা বানিয়ে রেখেছে যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলে তা কার্যকর হয় না। এটিও সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। গর্ভাবস্থায় হোক বা অন্য যেকোনো অবস্থাই হোক তালাক দেওয়া হলে তা পতিত হয়ে যায়। এজন্য সঠিক মাসআলা শেখা সকলের দায়িত্ব। অজ্ঞতার ধোকায় থাকার কারণে হারাম কখনো হালাল হতে পারে না।

৫. তালাক পতিত হওয়ার জন্য কি সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি

অনেকের ধারণা, স্বামী তালাকের সময় কোনো সাক্ষী না রাখলে তালাক পতিত হয় না। আগেরটার মতো এটাও মানুষের মনগড়া মাসআলা। কোন মূর্খ এই কথা বলেছে জানা নেই। সাক্ষীর প্রয়োজন তো হয় বিবাহের সময়। তালাক পতিত হওয়ার জন্য এক বা একাধিক কোনো সাক্ষীরই প্রয়োজন নেই। স্বামী যদি রাতের অন্ধকারে একা একা বসে তালাক দেয় তাহলেও তালাক হয়ে যায়।

৬. রাগের অবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক হয় না

তালাক তো দেওয়াই হয় রাগ হয়ে। কয়জন আছে, শান্তভাবে তালাক দেয়? আসলে তো এমনই হওয়া উচিত ছিল যে, যদি বাস্তবসম্মত ও অনিবার্য প্রয়োজনে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তাহলে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে একে অন্যের কল্যাণকামী হয়ে বুঝে-শুনে, সঠিক মাসআলা জেনে নিয়ে মাসআলা অনুযায়ী তালাক প্রদানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ মাসআলা জানার চেষ্টাও করে না, আর না তাদের মধ্যে এই সুবুদ্ধি আছে যে, বড়দের সাথে পরামর্শ করবে, চিন্তা-ভাবনা করবে। নিজের ইচ্ছাবিরোধী কোনো কিছু পেলেই রাগের বশে তালাক দিয়ে ফেলে। আর তা এক বা দুইটি নয়; এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক।

যখন রাগ প্রশমিত হয় তখন অনুতপ্ত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বানাতে থাকে। বলে, আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি, তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে, তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কোনো ইবাদত নয় যে, এর জন্য নিয়ত করতে হবে। নিয়ত থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় তালাক শব্দ বলে ফেললে বা কাগজে লিখে দিলেই তালাক হয়ে যায়। তেমনিভাবে রাগের অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়, এমনকি হাস্যরস বা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায়।

অবশ্য কেউ যদি প্রচন্ড রেগে যায় ও রাগের ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আর এ অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে তাহলে ঐ অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না।

শেষকথা এই যে, দাম্পত্য জীবন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নেয়ামত। স্বামী-স্ত্রী সকলের কর্তব্য, এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং একে অপরের সকল অধিকার আদায় করা। স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, কথায় কথায় স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া। আবার স্বামীর জন্যও জায়েয নয় আল্লাহ তাআলার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা।



৩. স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর প্রাপ্য অধিকারসমূহ

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। আল্লাহ তাআলা এর চির স্থায়িত্ব পছন্দ করেন, বিচ্ছেদ অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ কুরআনে এরশাদ করেন,

وَ كَيۡفَ تَاۡخُذُوۡنَهٗ وَ قَدۡ اَفۡضٰى بَعۡضُكُمۡ اِلٰى بَعۡضٍ وَّ اَخَذۡنَ مِنۡكُمۡ مِّيۡثَاقًا غَلِيۡظًا [20]

'তোমরা কীভাবে তা (মোহরানা) ফেরত নিবে ? অথচ তোমরা পরস্পর শয়ন সঙ্গী হয়েছ এবং তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।'

এ চুক্তিপত্র ও মোহরানার কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে কতক দায়দায়িত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা বাস্তবায়নের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হবে—সন্দেহ নেই। সে সব অধিকারের প্রায় সবগুলোই সংক্ষেপ আকারে বর্ণিত হয়েছে কোরআনের আয়াতে: 'যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমন তাদের জন্যও অধিকার রয়েছে ন্যায্য-যুক্তিসংগত ও নীতি অনুসারে। তবে নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [বাকারা : ২২৮]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। যদিও আনুগত্য এবং রক্ষনা-বেক্ষন ও অভিভাবকত্বের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের।এখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বিরাজমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্তর ও মানের ভিত্তিতে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, যে সব অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান:

---

[20] সুরা: ৪, নিসা : আয়াত ২১,মদীনায় অবতীর্ণ

১. *দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সততা ও সদ্ভাব প্রদর্শন করা:*

যাদের মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব, অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, অধিক মেলামেশা, সবচেয়ে বেশি আদান-প্রদান তারাই স্বামী এবং স্ত্রী। এ সম্পর্কের চিরস্থায়ী রূপ দিতে হলে ভাল চরিত্র, পরস্পর সম্মান, নম্র-ভাব, হাসি-কৌতুক এবং অহরহ ঘটে যাওয়া ভুলচুক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা অবশ্যম্ভাবী। এবং এমন সব কাজ, কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা, যা উভয়ের সম্পর্কে চির ধরে কিংবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন: 'তাদের সাথে তোমরা সদ্ভাবে আচরণ কর।' [নিসা : ১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মাঝে যে নিজের পরিবারের কাছে ভাল, সেই সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে ভাল।' [ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭]

পরস্পর সদ্ভাবে জীবন যাপন একটি ব্যাপক শব্দ। এর মাঝে সমস্ত অধিকার বিদ্যমান।

২. *পরস্পর একে অপরকে উপভোগ করা:*

এর জন্য আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রস্তুতি ও সকল উপকরণ গ্রহণ করা। যেমন সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দুর্গন্ধ ও ময়লা কাপড় পরিহার ইত্যাদি। স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকের এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। অধিকন্তু এগুলো সদ্ভাবে জীবন যাপনেরও অংশ।ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ 'আমি যেমন আমার জন্য স্ত্রীর সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।'

তবে পরস্পর এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উভয়কেই হারাম সম্পর্ক ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকতে হবে।

৩.আমানত তথা বিশ্বস্ততা:

কেননা, স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হলো একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া; সুতরাং কম হউক বেশি হউক কোনো অবস্থাতেই তারা একে অন্যের খিয়ানত করবে না; কারণ, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী; অতএব কারণে তাদের বিশেষ ও সাধারণ জীবনের প্রতিটি বিষয় ও ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে বিশ্বস্ততা, কল্যাণ কামনা, সততা ও নিষ্ঠার মত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করা জরুরি।

৪.ভালোবাসা ও সম্প্রীতি:

তারা দীর্ঘ জীবনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে নির্ভেজাল ভালোবাসা ও অবারিত সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।"

[সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:« مَنْ لا يَرْحم لا يُرْحَمْ » . (رواه الطبراني). "যে ব্যক্তি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না, তার প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে না।

[ত্বাবারনী রহ. হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন]

৫.একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখা:

সার্বজনীন আদব হলো আচার ব্যাহারে কোমল হওয়া, আনন্দময় অবস্থান, সম্মানজনক কথা বলা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা; আর এটাই হলো সৎভাবে জীবনযাপন করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তিনি বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوف[21]

"আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।"[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

আর এটাই হলো কল্যাণ কামনা করা, যার নির্দেশ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীর মাধ্যমে, তিনি বলেন:

(اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » . (رواه مسلم ».

"তোমরা নারীদের কল্যাণ কামনা কর।"[মুসলিম, হাদিস নং- ৩৭২০]

আর এসব হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌথ আদব-কায়দা, যেগুলো তারা পরস্পর মেনে চলবে তাদের মধ্যকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন স্বরূপ, যে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণীর মধ্যে, তিনি বলেন:

---

21 সুরা: ৪, নিসা : আয়াত ১৯ ,মদীনায় অবতীর্ণ

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا[22]

"আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?।"

তাছাড়া তারা এগুলো মেনে চলবে আল্লাহর আনুগত্য করার নিমিত্তে; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[23]وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِير

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।"

৬. বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা:

পস্পরের ভালোবাসা এবং সাংসারিক সমস্যা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা না করাই শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপভোগ্য বিষয়গুলো গোপন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর

---

[22][সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২১

[23] সূরা ২; আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৭

দরবারে সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং যার সাথে তার স্ত্রী মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।' [মুসলিম : ২৫৯৭]

৭. পরস্পর শুভ কামনা করা, সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়াঃ

আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপর থেকে উপদেশ পাওয়ার অধিক হকদার।দাম্পত্য জীবন রক্ষা করা উভয়েরই কর্তব্য।আর এর অন্তরভূক্ত হচ্ছে, পরস্পর নিজ আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করা ।

৮.সন্তান পালনে একে অন্যের পরিপূরক হওয়াঃ

সন্তানদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যাপারে উভয়েই সমান, এক্ষেত্রেএকে অপরের সহযোগী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ[24]

অর্থঃ 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।'

[24] সুরা মায়েদা : আয়াত: ২

দ্বিতীয়ত,স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গী স্বামীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।

১. দেন মোহরঃ

নারীর দেন মোহর পরিশোধ করা ফরজ। এ হক তার নিজের, পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا[25]

অর্থ : আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

২. ভরন পোষণঃ

---

[25]সূরা নিসা , আয়াত ৪

সামর্থ্য ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরন-পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামীর সাধ্য ও স্ত্রীর মর্তবার ভিত্তিতে এ ভরন-পোষণ কম বেশি হতে পারে।অনুরূপ ভাবে সময় ও স্থান ভেদে এর মাঝে তারতম্য হতে পারে।আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا[26]

অর্থঃ 'বিত্তশালী স্বীয় বিত্তানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে সীমিত সম্পদের মালিক সে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত সম্পদ হতেই ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ দিয়েছেন, তারচেয়ে' বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে প্রদান করেন না।'

৩. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা :

নিরাপদ বাসস্থান বা নিরাপদ আবাসন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে থাকার জন্য এমন একটি ঘর বা কক্ষ দেবেন, যে ঘর বা কক্ষে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া (স্বামী ব্যতীত) কেউই প্রবেশ করতে না পারে। এমনকি স্বামীর মা-বাবা, ভাই-বোনও না। স্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে এই ঘরে বা কক্ষে তিনি তালাচাবিও ব্যবহার করতে পারেন। স্ত্রীর ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয়ে স্বামী ছাড়া কেউ নাক গলাতে পারবেন না। স্ত্রীর ট্রাঙ্ক ও

---

[26] সুরা তালাক : আয়াত,৭,মদীনায় অবতীর্ণ

আলমারি স্বামী ছাড়া কেউ দেখতে পারবেন না। স্ত্রীর চলাফেরা বা আচার-আচরণ শ্বশুর-শাশুড়ির অপছন্দ হলে তাকে আলাদা বাড়ি বা ঘর করে দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে স্ত্রীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ধুয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও স্বামীকেই করতে হবে এবং স্ত্রীর ফুটফরমায়েশ ধরার জন্য একজন কাজের লোকও রাখবেন স্বামী (কিতাবুন নিকাহ)।

স্ত্রীর প্রতি রূঢ় আচরণ না করা। তার সহনীয় ভুলচুকে ধৈর্যধারণ করা। স্বামী হিসেবে সকলের জানা উচিত, নারীরা মর্যাদার সম্ভাব্য সবকটি আসনে অধিষ্ঠিত হলেও, পরিপূর্ণ রূপে সংশোধিত হওয়া সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী। কারণ, তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের উপরের হাড়টি সবচে’ বেশি বাঁকা। (যে হাড় দিয়ে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে) তুমি একে সোজা করতে চাইলে, ভেঙে ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে, বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও, এবং তাদের ব্যাপারে সৎ-উপদেশ গ্রহণ কর।’

[বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সলিহীন :: বই ১ :: হাদিস ২৭৩]

৫. স্ত্রীর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হওয়া:

হাতে ধরে ধরে তাদেরকে হেফাজত ও সুপথে পরিচালিত করা। কারণ, তারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল, স্বামীর যে কোন উদাসীনতায় নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর ফেতনা হতে খুব যত্ন সহকারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ 'আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের চে' বেশি ক্ষতিকর কোন ফেতনা রেখে আসিনি।'[বুখারী:৪৭০৬]

নারীদের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা সা'আদ এর আবেগ ও আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ। আমি তার চে' বেশি আত্মসম্মানবোধ করি,আবার আল্লাহ আমারচে' বেশি অহমিকা সম্পন্ন।

'[মুসলিম : ২৭৫৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে দাইয়ূছ (অসতী নারীর স্বামী, যে নিজ স্ত্রীর অপকর্ম সহ্য করে)। হাদিসে এসেছেঃ 'দাইয়ূছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

[দারামি : ৩৩৯৭]

মানুষের সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার বিষয় নিজের পরিবার। এর ভেতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্বীয় স্ত্রী। অতঃপর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং অধীনস্থগণ।

৬.স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করা:তার সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করা:

কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [27]

"আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।"

সুতরাং সে যখন খাবে, তখন সে তাকেও খাওয়াবে এবং যখন সে পোশাক পরিধান করবে, তখন তাকেও পোশাক পরিধান করাবে; আর যখন সে তার স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাকে আদব শিক্ষা দিবে; অর্থাৎ তাকে উপদেশ দিবে কোনো প্রকার গালিগালাজ ও মন্দ কথা না বলে, তারপর সে যদি অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তো ভালো, নতুবা তার বিছানা আলাদা করে দিবে; অতঃপর সে যদি অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তো ভালো কথা, নতুবা তাকে প্রহার করবে চেহারা ব্যতীত অন্য যে কোনো স্থানে, তবে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করবে না, রক্তাক্ত করবে না, আহত করবে না, অথবা কোনো অঙ্গকে বিকলাঙ্গ বা নষ্ট করবে না; কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ [28]

---

[27] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯

[28] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪

“আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না।”

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন: আমাদের কারও উপর তার স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

« أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ » . (رواه أَبُو دَاوُد).

“যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে; যখন তুমি পোশাক পরিধান করবে, তখন তাকেও পোশাক পরিধান করাবে; তার মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না এবং তাকে মন্দ বলবে না; আর তার বিছানা আলাদা করতে হলে তা ঘরের মধ্যেই করবে।”[আবূ দাউদ রহ. হাদিসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং- ২১৪৪]

তিনি আরও বলেন:

« ألاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ » . (رواه الترمذي).

“জেনে রাখবে, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল— তোমরা তাদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।”

[তিরমিযী, হাদিস নং- ৩০৮৭]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

(لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ » . (رواه مسلم »

“কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন নারীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে; কেননা, তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে।”

[মুসলিম, হাদিস নং- ২৭২১]

৭. দ্বীনশিক্ষা দেওয়া:

স্বামী দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলো স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে, যদি এগুলো তার জানা না থাকে, অথবা এগুলো শিখার জন্য তাকে শিক্ষামূলক বৈঠকসমূহে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করবে; কারণ, তার দীনকে সংশোধন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাটা তাকে আবশ্যকীয়ভাবে সরবরাহ করা খাদ্য ও পানীয়’র প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا[29]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর জাহান্নামের আগুন থেকে।”

---

[29] সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬ ,মদীনায় অবতীর্ণ

আর স্ত্রীও পরিবারের একজন; আর তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে ঈমান ও ভালো কাজের মাধ্যমে; আর শরী'য়ত যেভাবে চায়, সেভাবে ভালো কাজ সম্পন্ন করতে হলে শরী'য়তের বিধানাবলী সম্পর্কে জানতে হবে; কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ – أَسِيْرَاتٌ - عِنْدَكُم .

"সাবধান, তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা কর; কারণ, তারা (বন্দীর মত) তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।"[তিরমিযী, হাদিস নং- ৩০৮৭]

আর নারীর মঙ্গল কামনা করার অন্যতম একটি দিক হলো তাকে এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে সে তার দ্বারা তার দীনকে মার্জিত করতে পারে এবং তাকে এমনভাবে আদব শিখানোর ব্যবস্থা করা, যা তাকে যথাযথভাবে মর্যাদা রক্ষা করে চলতে সহযোগিতা করবে।

৮. ইসলাম পালনে সহায়তা করা:

ইসলামের শিক্ষা, নির্দেশ ও আদবসমূহ তাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া এবং এগুলোর ব্যাপারে তাকে কঠোরভাবে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা; সুতরাং সে তাকে ভ্রমণ করতে অথবা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াতে নিষেধ করবে এবং মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষদের মাঝে অবাধে বিচরণ করতে বাধা দিবে। অনুরূপভাবে তার দায়িত্ব হলো তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা এবং ভালোভাবে তাকে তত্ত্বাবধান করা; সুতরাং সে তাকে তার চরিত্র বা দীন নষ্ট করার সুযোগ দিবে না এবং তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ অমান্য করার বা পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ দিবে না; কারণ, সে তার অভিভাবক এবং তাকে তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; তাছাড়া তাকে তার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"পুরুষরা নারীদের কর্তা।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . (متفق عليه).

"আর পরুষ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[বুখারী, হাদিস নং- ৮৫৩; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮২৮]

৯. একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা রক্ষা করবে:

স্বামী একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে, যদি তার সতীন থাকে; তাদের মাঝে খাবার, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ও বিছানায় রাত যাপনের ক্ষেত্রে সমান ও ন্যায় আচরণ করবে; এর কোনো একটির ব্যাপারেও যুলুম ও অন্যায় আচরণ করবে না; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ[30]

[30] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩

“আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর।”

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তিনি বলেন:

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ , وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » . (رواه الطبراني).

“তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে তার পরিবারের নিকট উত্তম; আর আমি তোমাদের মাঝে আমার পরিবারের কাছে সবচেয়ে উত্তম।”

[ত্ববারানী রহ. হাদিসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণনা করেছেন।]

১০. স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা:

স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ না করা এবং তার মধ্যকার কোনো দোষোর আলোচনা না করা; কেননা, সে তার বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে দেখাশুনা ও রক্ষা করার ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » . (رواه مسلم).

“কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম হবে ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রীও তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে; অতঃপর তাদের পরস্পরের গোপন বিষয় লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়।” [মুসলিম, হাদিস নং- ৩৬১৫]

তৃতীয়ত,সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে যে কোন আনুগত্যই নয়, বরং যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিম্ন বর্ণিত তিন শর্ত বিদ্যমান থাকবে।ভাল ও সৎ কাজ এবং আল্লাহর বিধান বিরোধী নয় এমন সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।স্ত্রীর সাধ্য ও সামর্থ্যরে উপযোগী বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্বারোপ করেন না।যে নির্দেশ কিংবা চাহিদা পূরণে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা।আনুগত্য আবশ্যক করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌ[31]

‘নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।’

---

31 সূরা বাকারা : আয়াত ২২৮

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: ‘পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। কারণ আল্লাহ তাআলা-ই তাদের মাঝে তারতম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিধান রেখেছেন। দ্বিতীয়ত পুরুষরাই ব্যয়-ভার গ্রহণ করে।’ [নিসা : ৩৪]

উপরন্তু এ আনুগত্যের দ্বারা বৈবাহিক জীবন স্থায়িত্ব পায়, পরিবার চলে সঠিক পথে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে এবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেন— ‘যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে ও স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে,নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।‘ [আহমাদ : ১৫৭৩]

স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য-কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা।উপদেশ প্রদান ও বারণ করার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেয়া । এতে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনগত্য পেয়ে যাবে।

নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতীত ও অনুমতি ছাড়া স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়া অনুচিত।মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারীদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলেন—সকল নারীই এর অন্তর্ভুক্তঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ[32]

[32] সূরা আহযাব : আয়াত ৩৩ ,

'তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত নিজেদের কে প্রদর্শন করে বেড়িও না।'

স্ত্রীর উপকার নিহিত এবং যেখানে তারও কোন ক্ষতি নেই, এ ধরনের কাজে স্বামীর বাধা সৃষ্টি না করা। যেমন পর্দার সাথে, সুগন্ধি ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে বাইরে কোথাও যেতে চাইলে বারণ না করা। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহর বান্দিদেরকে তোমরা আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিয়ো না।' [বুখারী: ৮৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা: এর স্ত্রী যয়নব সাকাফী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলতেন: 'তোমাদের কেউ মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছে করলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।' [মুসলিম : ৬৭৪]

স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা। স্বামীর সাধ্যের অতীত এমন কোন আবদার কিংবা প্রয়োজন পেশ না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘরের জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদেহিতার সম্মুখীন করা হবে।'[বুখারী: ২৫৪৬]

স্বামীর অপছন্দনীয় এমন কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া স্ত্রীর অবশ্য পালনীয় কাজ,হোক না সে নিকট আত্মীয় কিংবা আপনজন। যেমন ভাই-বেরাদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে বিছানায় জায়গা না দেয়া স্ত্রীদের কর্তব্য।' [মুসলিম : ২১৩৭]

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখা। কারণ, রোজা নফল—আনুগত্য ফরজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও বৈধ নয়।'[বুখারী : ৪৭৬৯]

এছাড়াও, স্ত্রীর ওপর সামীর অধিকারসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের সুরা নিসা এর ৩৪ নং আয়াতে বলেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِہِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَہُنَّ فَعِظُوْہُنَّ وَ اہْجُرُوْہُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْہُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْہِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیْرًا ﴿۳۴﴾

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।"

অর্থাৎ পুরুষগণ মহিলাদের কর্তা, নেতা, শ্রেষ্ঠ হাকিম এবং যখন অবাধ্য হবে তখন আদব শিক্ষা প্রদানকারী।এর কারণ দুটি:

১. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ তা'আলা নিজেই পুরুষদেরকে মহিলাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের দৈহিক শক্তি, কর্মক্ষমতা, সাহস ও ধৈর্য ইত্যাদি নারীদের থেকে বহুগুণে বেশি দিয়েছেন। ফলে পুরুষদের দ্বারা যে কাজ হয় নারীদের দ্বারা সেরূপ কাজ হয় না। এজন্য নবুওয়াত কেবল পুরুষদের মধ্যে

সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে রাজত্ব পরিচালনা করাও পুরুষদের হাতেই। কারণ পুরুষের শাসনে রাষ্ট্রে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বহাল থাকবে, নারী পরিচালিত রাষ্ট্রে তা বহাল থাকবে না।

তাই যখন রূমবাসী তাদের প্রেসিডেন্ট মহিলাকে নির্বাচিত করল তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

এমন জাতি কখনো সফলকাম হবে না যারা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোন মহিলার ওপর অর্পণ করে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪২৫)

২. পুরুষদের স্ব-উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ব্যয়ভার বহন করে। একজন নারীকে ইসলাম উপার্জনের নির্দেশ দেয়নি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করবে স্বামী আর স্বামীর ঘর সংরক্ষণ করবে স্ত্রী। একজন নারী যদি অর্থ উপার্জন করতে যায় তাহলে সাংসারিক, সন্তান-সন্ততি ও দৈহিক এবং ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি সর্বদিক থেকে সমস্যা সৃষ্টি হবে।এরূপ আনুগত্যশীল নারীদের অনেক ফযীলত রয়েছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মহিলাদের মধ্যে সেই উত্তম যখন তুমি তার দিকে তাকাবে তখন সে তোমাকে আনন্দ দেবে, যখন নির্দেশ দেবে তা পালন করবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে তখন সে নিজেকে এবং তোমার সম্পদ হেফাযত করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযানের সিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থান হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা। (সহীহুল জামে হা: ৬৬০, সহীহ, আহমাদ ১/১৯১)

এছাড়াও, মুসলিম ব্যক্তি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার পরস্পরের জন্য নির্ধারিত আদব তথা অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করবে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَة

"আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।"[সুরা আলা বাকারা, আয়াত ২২৮]

সুতরাং আল-কুরআনের এ আয়াতটি স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য একের উপর অন্যের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং বিশেষ কিছু কারণে স্বামীকে তার স্ত্রীর উপর বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

"জেনে রাখবে, নিশ্চয়ই তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের উপরও তোমাদের নারীদের অধিকার রয়েছে ।"[সুনান চতুষ্টয়; ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন

আর দাম্পত্য বন্ধন উভয়ের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে শক্তিশালী ও মজবুত করে দেয়। আর এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই অনুভব করে একে অপরের সত্তায় মিশে গিয়ে যেন এক দেহ এক মন; সুতরাং একজন মানুষ কিভাবে তার নিজ সত্তাকে অবিশ্বাস করবে এবং কিভাবে তার নিজের কল্যাণ কামনা করবে না? অথবা কিভাবে সে নিজেকে ধোঁকা দিবে ও প্রতারিত করবে?

৪. সার্বজনীন আদব হলো আচার ব্যাহারে কোমল হওয়া, আনন্দময় অবস্থান, সম্মানজনক কথা বলা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা; আর এটাই হলো সৎভাবে জীবনযাপন করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তিনি বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।"[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

আর এটাই হলো কল্যাণ কামনা করা, যার নির্দেশ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীর মাধ্যমে, তিনি বলেন:

(اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » . (رواه مسلم »

"তোমরা নারীদের কল্যাণ কামনা কর।"[মুসলিম, হাদিস নং- ৩৭২০]

আর এসব হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌথ আদব-কায়দা, যেগুলো তারা পরস্পর মেনে চলবে তাদের মধ্যকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন স্বরূপ, যে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণীর মধ্যে, তিনি বলেন:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?।"

[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২১]

তাছাড়া তারা এগুলো মেনে চলবে আল্লাহর আনুগত্য করার নিমিত্তে; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[33]

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।"

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং একে অপরের হকের প্রতি লক্ষ রাখবে, তাতেই দাম্পত্যজীবন সুখের হবে। পুরুষদেরকে মহিলাদের হক আদায় করতে হবে। মহিলা বলতে শুধু স্ত্রী নয়। স্ত্রীর হক তো আছেই, স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেসব হক রয়েছে, তার চেয়ে বেশি হক রয়েছে স্বামীর ওপর স্ত্রীর।স্বামী আগে স্ত্রীর হক আদায়

[33] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৭

করবে, তারপর স্ত্রী স্বামীর হক আদায় করবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করলেই স্ত্রী স্বামীর হক আদায় করে। এমনিভাবে পিতা-মাতার ওপরও মেয়েদের হক রয়েছে।

৪. কুরআন ও হাদিস এর আলোকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ

দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর রয়েছে নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রী এমন একটি পবিত্র সম্পর্ক। যদি উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ভালো থাকে, তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনে জান্নাতের সুখ নেমে আসে। বিপরীত হলে নেমে আসে ‘জাহান্নামে’র অশান্তি। পবিত্র কুরআন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ‘পোশাক’ বলেছেন। একজন স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরী। যেমন কোন স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক, অফিসের ম্যানেজার বা ডিরেক্টর প্রভৃতির আনুগত্য অন্যান্য সকলকে করতে হয়।স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট হয়। মাতৃলয়ে মা-বাপের (বৈধ বিষয়ে) আদেশ যেমন মেনে চলতে ছেলে-মেয়ে বাধ্য, তেমনি শশুরালয়ে স্বামীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাও স্ত্রীর প্রকৃতিগত আচরণ। তাছাড়া ধর্মেও রয়েছে স্বামীর জন্য অতিরিক্ত মর্যাদা। অতএব প্রেম, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলতা বজায় রাখতে বড়কে নেতা মানতেই হয়। প্রত্যেক কোম্পানী ও উদ্যোগে পার্থিব এই নিয়মই অনুসরণীয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা নারী-পরাধীনতা হবে কেন। তবে অন্যায় ও অবৈধ বিষয়ে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য অবৈধ। কারণ যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অবৈধ ও অন্যায় কর্তৃত্ব দেননি। কেউই তার কর্তৃত্ব ও

পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া কর্তা হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র শাসন চালানোই নয়; বরং দায়িত্বশীলতার বোঝা সুষ্ঠুভাবে বহন করাও কর্তার মহান কর্তব্য।নিচে কুরআন ও হাদিসের আলোকে স্ত্রীর ওপরে স্বামীর অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১.যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা সে নারীর বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. "রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। (আহমাদঃ ১৫৭৩)

خَيْرُ النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ولا تُخالِفُهُ في نَفْسِها ولا مالِها بِما يَكْرَه.

"শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।"

স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা বিরাট। এই মর্যাদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"[ইবনে আবী শাইবাহ ,নাসাঈ, তাবারানী, হাকেম , প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৫পৃঃ)]

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

“যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।”(তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫নং)

مِن حَقِّ الزَّوجِ عَلَى زَوجَتِهِ إن سَالَ دَماً وَقَيحاً وَصَديداً فَلَحَستهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّه.

“স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।”(হাকেম , ইবনে হিববান, ইবনে আবী শাইবাহ , সহীহুল জামে ৩১৪৮ নং)

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا ، لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُه...

“মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।”[ত্বাবারানী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫২৫৯নং]

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْه.

“তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না।”[ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিববান , আদাবুয যিফাফ ২৮৪পৃঃ]

اثْنَانِ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِع.

"দুই ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না) ; সেই ক্রীতদাস যে তার প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (নামায কবুল হয় না।)"[ত্বাবারানী, হাকেম , আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮নং]

ثَلاَثَةٌ لاَ يُقبَلُ منهُم صَلاَةٌ وَلاَ تَصعُدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ تَجَاوزُ رُءُوسُهُم : رَجُلٌ أَمَّ قَوماً وَهُم لَه كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤمَر ، وَامرَأَةٌ دَعَاهَا زَوجُهَا من اللَّيلِ فَأَبَتْ عَلَيه

"তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায় এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়।[আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৫০নং]

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

" স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে (সঙ্গম করতে) আহ্বান করে তখন যদি স্ত্রী না আসে, অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।" অন্য এক বর্ণনায় "যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তা তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।"[বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৩পৃঃ]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে,স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য। সুতরাং স্বামীকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হল স্বামীর আহ্বানে স্ত্রীর যথাসময়ে সাড়া না দেওয়া। উক্ত অধিকার পালনেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মজবুত ও মধুর হয়ে গড়ে উঠে, নচেৎ না।

২. স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার খেয়াল রাখা স্ত্রীর জন্য জরুরী। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে, শুনতে, শুঁকতে বা অনুভব করতে না পারে। পুরুষ বাইরে কর্মব্যস্ততায় জবলে-পুড়ে বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর স্মিতমুখ ও দেহ-সংসারের পারিপাট্য না পেল, তাহলে তার আর সুখ কোথায়? সংসারে তার মত দুর্ভাগা ব্যক্তি আর কেউ নেই, যাকে বাইরে মেহনতে জবলে এসে বাড়িতে স্ত্রীর তাপেও জবলতে হয়।সে নারী কত আদর্শ পতিভক্ত, যে তার স্বামীকে মিলন দিয়ে খুশী ও সন্তুষ্ট করার জন্য কারো মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করে না। অতি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এমনটি করা অনুপম পতিভক্তির পরিচয়। পরন্তু এরূপ করার পশ্চাতে প্রভূত কল্যাণের আশা করা যায়। যেমন ঘটেছিল উম্মে সুলাইম রুমাইসা (বিবি রমিসা) ও তাঁর স্বামী আবু তালহা (রাঃ) এর সাংসারিক জীবনে। তাঁদের একমাত্র সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। আবু তালহা প্রায় সময় নবী (ﷺ) এর নিকট কাটাতেন। এক দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবু তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে ঢেকে রেখে দিলেন। অতঃপর স্বামী আবু তালহা রসূল (ﷺ) এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে বললেন, ‘আমার বেটা কেমন আছে?’ রুমাইসা বললেন, ‘যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করেছে!’

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামী এবং তাঁর সাথে আসা আরো অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে।) ওদিকে পতিব্রতা রুমাইসা সব কাজ সেরে উত্তমরূপে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অতঃপর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য, সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে তা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে (মিলন) ঘটল। তারপর রাত্রির শেষ দিকে রুমাইসা স্বামীকে বললেন, 'হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয় তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে?' আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই না।' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে শুনুন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন তা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকীর আশা করুন!'

এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন; বললেন, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এত কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ?!' অতঃপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহি----' পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নিকট ঘটনা খুলে বললে তিনি তাঁকে বললেন, ''তোমাদের উভয়ের ঐ গত রাত্রে আল্লাহ বর্কত দান করুন।'' সুতরাং ঐ রাত্রেই রুমাইসা তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান ধারণ করেন।

(ত্বায়ালিসী ২০৫৬, বাইহাকী ৪/৬৫-৬৬, ইবনে হিববান ৭২৫নং, মুসনাদে আহমদ ৩/১০৫-১০৬ প্রভৃতি। দেখুন, আহকামুল জানায়েয ২৪-২৬ পৃঃ)

৩.স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের খেয়াল করা ওয়াজেব। বেপর্দা, টোঁ-টোঁ কোম্পানী হয়ে, পাড়াকুঁদুলী হয়ে, দরজা, জানালা বা ছাদ হতে উঁকি ঝুঁকি মেরে, স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে অথবা কোথাও গেয়ে-

এসে নিজের তথা স্বামীর বদনাম করা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা মোটেই বৈধ নয়। স্বামী-গৃহে হিফাযতের সাথে থেকে তার মন মতো চলা এক আমানত। এই আমানতের খেয়ানত স্বামীর অবর্তমানে করলে নিশ্চয়ই সে সাধবী নারী নয়।মহান আল্লাহ বলেন-

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"সুতরাং সাধবী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।'[সূরা আন-নিসা (৪) : ৩৪]

স্বামীর নিকট স্বামীর ভয়ে বা তাকে প্রদর্শন করে পর্দাবিবি বা হিফাযতকারিণী সেজে তার অবর্তমানে গোপনে আল্লাহকে ভয় না ক'রে কুটুমবাড়ি, বিয়েবাড়ি প্রভৃতি গিয়ে অথবা শ্বশুরবাড়িতে পর্দানশীন সেজে এবং বাপের বাড়িতে বেপর্দা হয়ে নিজের মন ও খেয়াল-খুশীর তাবেদারী ক'রে থাকলে সে নারী নিশ্চয় বড় ধোঁকাবাজ। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُم.

"তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে---তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও---তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।"[আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৫৪২নং]

শ্রেষ্ঠা রমণী তো সেই যে কোন পরপুরুষকে নিজের মুখ দেখায় না এবং বেগানার মুখ নিজেও দেখে না। স্বামী বাড়িতে না থাকলে গান-বাজনা শুনে নয়; বরং কুরআন ও দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ে নিজের মনকে ফ্রী করে। কারণ গান শুনে মন আরো খারাপ হয়। স্বামীকে কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। যৌন ক্ষুধা বেড়ে উঠে। তাইতো সলফগণ বলেন, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।'[তামবীহাতুল মু'মিনাত ১৬২পৃঃ]

পক্ষান্তরে

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ [34]

''আল্লাহর যিকরেই মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।''

৪.স্বামীর বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পড়াশুনা প্রভৃতিতে ডিস্টার্ব করা বা বাধা দেওয়া হিতাকাঙিক্ষনী স্ত্রীর অভ্যাস হতে পারে না। স্বামীর নিকট এমন বিষয়, বস্তু বা বিলাস-সামগ্রী স্ত্রী চাইবে না, যার ফলে সে বাধ্য হয়ে অবৈধ অর্থোপার্জনের পথ অবলম্বন করে ফেলে। হারাম উপার্জন ও অসৎ ব্যবসায় মোটেই তার সহায়তা করবে না। সাধবী স্ত্রী তো সেই; যে তার স্বামীকে ব্যবসায় বের হলে এই বলে সলফের স্ত্রীর মত অসিয়ত করে, ''আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন। কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু জাহান্নামে ধৈর্য ধরতে পারব না!''

---

[34] সূরা আর র'দ (১৩) : ২৮

[আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহ্বী সুলাইমান আল-আলবানী ১৬৯পৃঃ, সিফাতুল মু'মিনাতিস সা-দিক্বাহ, নাওয়াল বিন্ত্ আব্দুল্লাহ ৫০-৫১পৃঃ)]

৫.স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর যাবতীয় খিদমত করা, ছেলে-মেয়েদেরকে পরিষ্কার ও সভ্য করে রাখাও তার দায়িত্ব। সর্বকাজ নিজের হাতে করাই উত্তম। এতে তার স্বাস্থ্য ভালো এবং দেহে স্ফূর্তি থাকবে। একান্ত চাপ ও প্রয়োজন না হলে দাসী ব্যবহার আলসে মেয়ের কাজ। সাহাবী মহিলাগণ সবহস্তে ক্ষেতেরও কাজ করতেন। একদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাজের চাপের এবং নিজের মেহনত ও কষ্টের কথা আব্বার নিকট উল্লেখ ক'রে কোন খাদেম চাইলে প্রিয় নবী (ﷺ) তাঁকে সবহস্তে কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিলেন এবং অলসতা কাটিয়ে উঠার ঔষধও বলে দিলেন; বললেন, ''যখন তোমরা শয়ন করবে তখন ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকেও উত্তম হবে!''[মুসলিম ২৭২৭নং]

তাই তো একজন বাদশাহর কন্যা হয়েও তিনি সবহস্তে চাকি ঘুরিয়ে আটা পিষতেন। তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত, তবুও আব্বার কথামত কোন দাস-দাসী ব্যবহার না করেই সংসার করেছেন।

পক্ষান্তরে দাস-দাসী ব্যবহারে বিপত্তি আছে। এদের মাধ্যমে ঘরের রহস্য বাইরে যায়, বাড়ির কোন সদস্যের সাথে অবৈধ প্রণয় গড়ে উঠতে পারে। তাদের ব্যবহার, চরিত্র, বিশ্বাস প্রভৃতি শিশুদের মনে প্রভাব বিস্তার করে ইত্যাদি। বিলাসের আতিশয্যে নিজের স্বামী ও সন্তানের সেবাযতন ত্যাগ করে সব কিছু দাস-দাসীর উপর নির্ভর করলে সংসারে ইচ্ছাসুখ মিলে না।

৬- স্বামী তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে থাকে। যথাসাধ্য উত্তম আহার-বসনের ব্যবস্থা করে থাকে। তবুও ত্রুটি স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য ত্রুটি দেখে সমস্ত উপকার, উপহার ও প্রীতি-ভালোবাসাকে ভুলে যাওয়া নারীর সহজাত প্রকৃতি। কিছু শিক্ষা বা শাসনের কথা বললে মনে করে, স্বামী তাকে কোনদিন ভালোবাসে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসিনী হবে।[বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৯ নং]

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِىَ لاَ تَسْتَغْنِى عَنْه.

‘‘আল্লাহ সেই রমণীর দিকে তাকিয়েও দেখেন না (দেখবেন না) যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামীর মুখাপেক্ষিনী।

[নাসাঈ, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৯নং]

আসলেই ‘মেয়ে লোকের এমনি সবভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।’ সে দেখে না যে, তার স্বামী তার জন্য কত কি করছে। সে শুধু তাই দেখে, যা তার জন্য করা হয় না।

৭- স্ত্রী হয় সংসারের রানী। স্বামীর ধন-সম্পদ সর্বসংসার হয় তার রাজত্ব এবং স্বামীর আমানতও। তাই তার যথার্থ হিফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর কর্তব্য। অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা, তার বিনা অনুমতিতে দান করা বা আত্মীয়-স্বজনকে উপঢৌকন দেওয়া আমানতের খেয়ানত। এমন স্ত্রী পুণ্যময়ী নয়; বরং

খেয়ানত-কারিণী। অবশ্য স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ হলে এবং স্ত্রী ও সন্তানের জন্য যথার্থ খরচাদি না দিলে, স্ত্রী গোপনে শুধু ততটুকুই নিতে পারবে যতটুকু নিলে তার ও তার সন্তানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হবে। এর বেশী নিলে অবৈধ মাল নেওয়া হবে।[ইরওয়াউল গালীল ২৬৪৬নং,ফাতাওয়াল মারআহ ৯২পৃঃ]

অবশ্য স্বামী দানশীল হলে এবং দানের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকলে স্ত্রী যদি তার অনুপস্থিতিতে দান করে, তাহলে উভয়েই সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রভৃতি, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব, আল্লামা আলবানী ৯২৬-৯৩০নং)]

৮- স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাইরে, মার্কেট, বিয়েবাড়ি, মড়াবাড়ি ইত্যাদি না যাওয়া পতিভক্তির পরিচয়। এমনকি মসজিদে (ইমামের পশ্চাতে মহিলা জামাআতে) নামায পড়তে গেলেও স্বামীর অনুমতি চাই।

[জামিউ আহকামিন নিসা, ১/২৭৫-২৭৬)]

এই পরাধীনতায় আছে মুক্তির পরম স্বাদ। মাতৃক্রোড় উপেক্ষা করে ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষেম যেমন শিশু নিজেকে বিপদে ফেলে, তা-এর কোল ছেড়ে ডিম যেমন ঘোলা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি নারীও স্বামীর এই স্নেহ-সীমাকে উল্লংঘন করে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া নষ্ট করে।

রুচিতে যা রুচে তাই যদি খাওয়া পরা, বলা, চলা হয় এবং রুচিতে যা বাধে তাই যদি না খাওয়া, না পরা, না বলা, না চলা হয়, তাহলে নৈতিকতাই বা কি? মানবিকতাই বা কি? তাও মানুষের রুচির ব্যাপার নয় কি? তাহলে থাকল আর কি? বন্ধন, শৃঙ্খল ও সীমাবদ্ধতা ছাড়া কি কোন নৈতিকতা, কোন শান্তি ও সুখ আছে?পক্ষান্তরে ইসলামী নৈতিকতা ও গন্ডী-সীমার ভিতরে থেকেও নারী কর্ম, চাকুরী ও উপার্জন করতে পারে। যেখানে দ্বীনের কোন বাধা

নেই, নারীত্ব ও সতীত্বের কোন আঁচড় নেই, সেখানে স্বামীরও কোন বাধা থাকতে পারে না। মহিলা কেবল মহিলা কর্মক্ষেত্রে, শিশু ও মহিলা শিক্ষাঙ্গনে অফিস বা শিক্ষকতার কাজ, বাড়িতে বসে শিশু ও মহিলা পোষাকের দর্জিকাজ অথবা কোন হাতের শিল্পকাজ বা ম্যাকানিকেল কাজ দিব্যি করতে পারে; যাতে পরপুরুষের সাথে কোন সংস্রবই নেই। অন্যথা পর পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে অবাধভাবে মিলেমিশে কর্ম করা নারী স্বাধীনতা নয়, বরং নারীর হীনতা এবং স্বামীর দ্বীনতা।[ফাতাওয়াল মারআহ ১০৩পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ১৩১-১৩৩পৃঃ]

অবশ্য যারা স্বামীর পরম সুখ ও ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে তারা কোন দিন ঐ সকল চাকুরী মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে না। যেখানে জলভ্রম প্রদর্শন করে নারীকে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে আকর্ষণ করে এনে তারা নারীকেই জলখাবার বানিয়ে থাকে। ঘরের ও বাইরের উভয় কাজ উভয়কেই করতে হলে সুখ কোথায়? এই অবস্থায় সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও তরবিয়ত কোত্থেকে কেমন করে হবে?

বলাই বাহুল্য যে, ধর্ম ও নৈতিকতাকে কবর দিয়ে উচ্চ শিক্ষিতা হয়ে, প্রতিষ্ঠিতা হয়ে, চাকুরী করে মোটা টাকা উপার্জন করে, স্বামীর তোয়াক্কা না করে, পার্থিব সুখ লুটা ভোগবাদী, বস্তুবাদী এবং পরকালে অবিশ্বাসিনীদের লক্ষ্য। পক্ষান্তরে ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে পার্থিব বিষয়াদি পরকালে বিশ্বাসিনী মুসলিম নারীর উপলক্ষ্য মাত্র। মুসলমানের মূল লক্ষ্য হল পরকাল। মুসলিম দু'দিনের সুখস্বপ্নে সন্তুষ্ট নয়। সে চায় চিরস্থায়ী উপভোগ্য অনন্ত সুখ।এ জন্যই প্রিয় নবী (ﷺ) দুআ করতেন,

وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا

অর্থাৎ, দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা (মূল লক্ষ্য) করে দিও না।[তিরমিযী ৩৪৯৭নং]

৯- স্বামীর অনুমতি না হলে তার উপস্থিতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারে না। যেহেতু তার সাংসারিক কর্মে বা যৌন-সুখে বাধা পড়লে আল্লাহ সে রোযায় রাযী নন।(বুখারী, মুসলিম, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৯২৭নং)

১০- কোন বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রী বিনীতা হয়ে নীরব থাকবে। নচেৎ ইঁটের বদলে পাটকেল ছুঁড়লে আগুনে পেট্রল পড়বে। যে সোহাগ করে, তার শাসন করার অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রী ঘাড় পেতে মেনে নিতে বাধ্য হবে। ভুল হলে ক্ষমা চাইবে। যেহেতু স্বামী বয়সে ও মর্যাদায় বড়। ক্ষমা প্রার্থনায় অপমান নয়; বরং মানুষের মান বর্ধমান হয়; ইহকালে এবং পরকালেও। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে ‘বেশ করেছি, অত পারি না’ ইত্যাদি বলে অনমনীয়তা প্রকাশ সতী নারীর ধর্ম নয়। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পেট্রল দ্বারা নয় বরং বিনয়ের পানি দ্বারা নির্বাপিত করা উচিৎ।

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

وَنسَاؤُكُم من أَهْلِ الجَنَّة الوَدُود العَؤُودُ عَلَى زَوجِهَا الَّتي إِذَا غَضِبَ جَاءت حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا في يَده ثُمَّ تَقُولُ : لاَ أَذُوقُ غَمضاً حَتى تَرضَى.

“তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।”[আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৭ নং]

খেয়াল রাখার বিষয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে শয়তান বড় তৎপর। সমুদ্রের উপর নিজ সিংহাসন পেতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তার 'স্পেশাল ফোর্স' পাঠিয়ে দেয়। সবচেয়ে যে বড় ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারে সেই হয় তার অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। কে কি করেছে তার হিসাব নেয় ইবলীস। প্রত্যেকে এসে বলে, 'আমি অমুক করেছি, আমি অমুক করেছি। (চুরি, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি সংঘটন করেছি)। কিন্তু ইবলীস বলে, 'কিছুই করনি তুমি!' অতঃপর যখন একজন বলে 'আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রাগারাগি সৃষ্টি করে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি' তখন শয়তান উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই কাজের ব্যাটা কাজ করেছ![মুসলিম ২৮১৩নং)]

সুতরাং রাগের সময় শয়তানকে সহায়তা ও খোশ করা অবশ্যই কোন মুসলিম দম্পতির কাজ নয়।

১১- পতিপ্রাণা নারীর সদা চিন্তা স্বামীর মনোসুখ, তার পরম আনন্দ ও খুশী। যেহেতু তার আনন্দেই স্ত্রীর পরমানন্দ। স্বামীর আনন্দ না হলে নিজের আনন্দ কল্পনাই করতে পারে না স্ত্রী। বাইরে থেকে রোদে-গরমে এলে সবতঃস্ফূর্তভাবে তার সামনে পানি পেশ করা, হাওয়া করে দেওয়া ইত্যাদি সতীর ধর্ম। তাছাড়া স্বামী সালাম দিয়ে যখন বাড়ি প্রবেশ করে, তখন উত্তর দিয়ে হাসিমাখা ওষ্ঠাধরের স্পর্শ উপহার যদি উভয়ে বিনিময় করে, তবে এর মত দাম্পত্য সুখ আর আছে কোথাও নাই।

এমনিতেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হয়ে থাকবে ফুটন্ত গোলাপ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, অঙ্গসজ্জা এবং বেশভূষায় স্বামীর চক্ষুশীতল করবে। সৌন্দর্য ও সৌরভে ভরা গোলাপের দিকে একবার তাকিয়ে যেমন মন-প্রাণ আকৃষ্যমাণ হয়, ঠিক তেমনি হবে স্বামীর মন তার স্ত্রীকে দেখে। স্বামী-স্ত্রীর এ পরম সুখ থাকলে, কোন নারী সংগঠন বা নারী-স্বাধীনতা ও নারী-মুক্তির আন্দোলনের প্রয়োজনই নেই।নারী-পুরুষের মধুর সহাবস্থান ও মধুর মিলনে পরম সুখ, এই শান্তিই

পরম শান্তি। কিন্তু এমন স্বর্গীয় সংসার এর খুব ই অভাব এখন।বলাই বাহুল্য যে, যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালোবাসা পায়, বিপদে সান্ত্বনা, কষ্টে সেবাযত্ন, যৌবনে পরম মিলন পায়, রাগ-অনুরাগ বা অভিমান করলে যাকে তার স্ত্রী মানিয়ে নেয় এমন স্বামীর মত সৌভাগ্যবান স্বামী আর কে হতে পারে? পিতা-মাতার দুআ ও স্ত্রীর প্রেমেই তো রয়েছে স্বামীর প্রকৃত পৌরুষ। এমন নারী না হলে পুরুষের জীবন বৃথা।

স্বামীকে সন্তুষ্ট ও রাজী করবার জন্য ইসলাম এক প্রকার মিথ্যা বলাকেও স্ত্রীর জন্য বৈধ করেছে। স্ত্রীর মনে যতটুকু পরিমাণ স্বামীর ভালোবাসা বর্তমান, স্বামীকে অধিক খুশী করার জন্য তার দ্বিগুণ ভালোবাসা মুখে প্রকাশ করা, বরং স্বামীর কোন কুসবভাবের কারণে ভালোবাসায় আবিলতা এলেও তা গোপন করে স্বামীকে যদি তার প্রাণঢালা ভালোবাসার কথা মিথ্যা ক'রে ব'লে জানায় তাহলে তা দোষের নয়। তবে তার কর্ম যেন এ কথার অসত্যতা প্রমাণ না করে।

খুব কমসংখ্যক পরিবারই এমন আছে যাদের দাম্পত্য অনাবিল প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নচেৎ অধিকাংশ সংসারই তাসের ঘর। প্রায় সব সংসারের গাড়িই চলে টানে, নচেৎ ঠেলায়। বেশীর ভাগ দাম্পত্যই সন্তান, ইসলাম অথবা সামাজিক, নৈতিক নতুবা কোন অন্য চাপের ফলে টিঁকে থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে মোটেই ভালো না বাসলেও যদি ‘খুব ভালোবাসি’ বলে এক অপরকে রাজী করে সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়, তবে তা মিথ্যা নয়।[ফিকহুস সুন্নাহ ২/১৮৫]

তবে হ্যাঁ, এ মিথ্যা যেন অন্য উদ্দেশ্যে, ধোঁকা প্রদান বা অধিকার নষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বামীকে বলা না হয়। নচেৎ সে মিথ্যা প্রমাণিত হলে সামান্য প্রেমেরও শীশমহলটুকু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

১২- স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা ও বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীর মা-বাপ ও বোনকে নিজের মা-বাপ ও বোন ধারণা করে সংসারের প্রত্যেক কাজ তাদের পরামর্শ নিয়ে করা, যথাসাধ্য তাদের খিদমত করা এবং তাদের (বৈধ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলা পুণ্যময়ী সাধবী নারীর কর্তব্য।

১৩- নিজের এবং অনুরূপ স্বামীর সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তরবিয়ত ও শিক্ষা দেওয়া স্ত্রীর শিরোধার্য কর্তব্য। এর জন্য তাকে ধৈর্য, স্থৈর্য, করুণা ও স্নেহের পথ অবলম্বন করা একান্ত উচিৎ। বিশেষ করে স্বামীর সামনে সন্তানের উপর রাগ না ঝাড়া, গালিমন্দ, বদ্দুআ ও মারধর না করা স্ত্রীর আদবের পরিচয়। তাছাড়া বদ্দুআ করা হারাম। আর তা কবুল হলে নিজের ছেলেরই ক্ষতি। (আবু দাঊদ, আল মারআতুল মুসলিমাহ ১৭৬পৃঃ)

স্ত্রীর উচিৎ, সন্তান-সন্ততিকে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সচ্চরিত্রতা, বীরত্ব, সংযমশীলতা, বিষয়-বিতৃষ্ণা, দ্বীন-প্রেম, ন্যায়-নিষ্ঠা, আল্লাহ-ভীরুতা, প্রভৃতি মহৎগুণের উপর প্রতিপালিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ,এই মা-ই তো পরমা, সত্তমা। এই মায়ের পদতলেই জান্নাতের আশা করা যায়। এই মা তার সন্তানকে এমন মানুষ করে তুলবে; যাতে তারা বাঁচবে ইসলাম নিয়ে ও ইসলামের জন্য এবং মরবে তো তারই পথে। যাদের মাধ্যমে সমাজে সাধিত হবে প্রভূত কল্যাণ। এরা হবে তারাই, যাদেরকে নিয়ে রসূল (ﷺ) কিয়ামতে গর্ব করবেন।

৪.১.স্ত্রীর ওপরে স্বামীর উল্লেখযোগ্য আরো কিছু হক্ব ও অধিকারসমূহ

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক হল পবিত্র সম্পর্কে , স্ত্রীর ওপরে স্বামীর অনেক অধিকার রয়েছে।উল্লেখযোগ্য আরো কিছু হক ও অধিকারসমূহ তুলে ধরা হল-

১.স্বামীর আনুগত্য করাঃ

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে যে কোন আনুগত্যই নয়, বরং যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিম্ন বর্ণিত তিন শর্ত বিদ্যমান থাকবে।

(ক) ভাল ও সৎ কাজ এবং আল্লাহর বিধান বিরোধী নয় এমন সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।

(খ) স্ত্রীর সাধ্য ও সামর্থ্যরে উপযোগী বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্বারোপ করেন না।

(গ) যে নির্দেশ কিংবা চাহিদা পূরণে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা।

আনুগত্য আবশ্যক করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَ اِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

‘নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।’ [বাকারা : ২২৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ

'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। কারণ আল্লাহ তাআলা-ই তাদের মাঝে তারতম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিধান রেখেছেন। দ্বিতীয়ত পুরুষরাই ব্যয়-ভার গ্রহণ করে।' [নিসা : ৩৪]

উপরন্তু এ আনুগত্যের দ্বারা বৈবাহিক জীবন স্থায়িত্ব পায়, পরিবার চলে সঠিক পথে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে এবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেন— যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে ও স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে,নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে। [আহমাদ : ১৫৭৩]

স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য-কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা।উপদেশ প্রদান ও বারণ করার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেয়া । এতে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনুগত্য পেয়ে যাবে।

২. *স্বামী-আলয়ে অবস্থান:*

নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতীত ও অনুমতি ছাড়া স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়া অনুচিত।মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারীদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলেন—সকল নারীই এর অন্তর্ভুক্ত:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত নিজেদের কে প্রদর্শন করে বেড়িও না। ' [আহজাব : ৩৩]

স্ত্রীর উপকার নিহিত এবং যেখানে তারও কোন ক্ষতি নেই, এ ধরনের কাজে স্বামীর বাধা সৃষ্টি না করা। যেমন পর্দার সাথে, সুগন্ধি ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে বাইরে কোথাও যেতে চাইলে বারণ না করা। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর বান্দিদেরকে তোমরা আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিয়ো না। [বুখারী: ৮৪৯]

৩. নিজের ঘর এবং সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখাঃ

স্ত্রী নিজের ঘর ও সন্তানদের প্রতি সর্বোচ্চ সচেতন থাকবে। স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করবে। স্বামীর সাধ্যের অতীত এমন কোন আবদার কিংবা প্রয়োজন পেশ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘরের জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে।"[বুখারী: ২৫৪৬]

সন্তান আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং মানবজাতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববান; তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ও

সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্ববান; সে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি ও মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা: ৩২০)।

৪. নিজের সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করাঃ

স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা নিয়ে পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ বলেন,

وَ قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِهِنَّ وَ یَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَهُنَّ[35]

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"

অর্থাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পদ হেফাযত করবে।

এছাড়াও, হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, স্বীয় সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা করে শালীনতা বজায় রেখে চলে এবং স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ করে; তখন সে বেহেশতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। ' (আবু দাউদ শরিফ)

৫.স্ত্রীর ঘরে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাওকে ঢুকতে না দেয়াঃ

[35] সূরা আন-নূর, আয়াত ৩০

স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং সামীর অপছন্দনীয় এমন কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া।হোক না সে নিকট আত্মীয় কিংবা আপনজন। যেমন ভাই-বেরাদার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

'তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে বিছানায় জায়গা না দেয়া স্ত্রীদের কর্তব্য।' [মুসলিম : ২১৩৭]

৬.স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখা। কারণ, রোজা নফল—আনুগত্য ফরজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়াও যাবে না।

৪.২. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণসমূহ

স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যের আবরণস্বরূপ। কুরআন সুন্নাহর আলোকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ তুলে ধরার পরে এবার আমি তুলে ধরতে চেস্টা করেছি একজন স্ত্রী মানবিক,সামাজিক, আর্থিক তথা সার্বিকভাবে নিজ স্বামীর প্রতি আরো কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে ।

৪.২. ১.স্বামীর সাথে স্ত্রীর আচরণ যেমন হউয়া জরুরী

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয়ের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন অধিকাংশ নারী জাহান্নামি। তাই নারীদেরকে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুন্দর ও নিরাপদ করার অনেক নসিহত পেশ করেছেন।স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যত উত্তম ও মধুর হবে, দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। কুরআন এবং হাদিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, উত্তম স্ত্রী হলো তারা, যারা স্বামীকে যথাযথ সম্মান করে কারণ পরস্পরের প্রতি যথাযথ সম্মানই দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভের উপায়।স্ত্রীর উচিত স্বামীর উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় নিজের ইজ্জত আব্রুর হেফাজত করা। স্বামীর আনন্দে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। হাদিসে পাকে এসেছে-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘উত্তম স্ত্রী হলো (সে-ই, যে) যখন তুমি তার দিকে তাকাও তখন সে তোমাকে আনন্দিত করে। যখন তাকে আদেশ কর তখন সে আনুগত্য করে আর যখন তুমি স্থানান্তরে যাও তখন সে তার ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে এবং সম্পদ হেফাযত করে।’

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর আচরণ কেমন হবে তা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক নারীর আলাপচারিতায় ফুটে ওঠেছে। হাদিসে এসেছে-হজরত হুসাইন ইবনে মুহসিন থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হলে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে কেমন আচরণ করে থাক? তিনি বললেন, আমি একেবারে অপারগ না হলে তার সেবা ও আনুগত্যে ত্রুটি করি না।তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘স্বামীর সঙ্গে তোমার আচরণ কেমন তা ভেবে দেখ। কারণ স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।’ (মুসনাদে আহমদ)

কুরআন হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি লাভেই শুধু জরুরি নয় বরং পরকালের সফলতায়ও খুবই জরুরি।তাই পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় স্বামীর অধিকারগুলো রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক কর্তব্য।আবার যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে না এবং স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তার সম্পর্কে হাদিসে কঠোরভাবে সতর্কতার কথা বলা হয়েছে।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তার কোনো নামাজ কবুল হয় না, কোনো নেক আমল ওপরে উঠানো হয় না; যতক্ষণ স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হবে।'

(ইবনে হিব্বান,৫৩৫৫)

পৃথিবীতে একজন স্বামীর সবচেয়ে মূল্যবান এবং দামি বস্তু একজন পুণ্যময়ী স্ত্রী। স্ত্রী যত ভালো হবে, স্বামীর সংসার তত সুখের হবে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

'পার্থিব জগৎটাই হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ (উপভোগের বস্তু) পুণ্যময়ী নারী।'

(মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৭)

আরেক বর্ণনায় এসেছে। নবী (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে তা হলো পূণ্যময়ী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও প্রফুল্লতা) তাকে আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ভ্রম ও সম্পদের হেফাজত করে।'

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৮৫৭)

৪.২.২.স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব

স্বামীর প্রতি স্ত্রী যত ভালোবাসা,সম্মান দেখাবে এবং দায়িত্ব পালন করবে ততই উভয়ের জন্য মংগলকর হবে ইনশাআল্লাহ। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কিছু অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।যেমনঃ

১.স্বামীর প্রতি সম্মান দেখানোঃ

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। নবী করিম (সা.) বলেন, 'যদি আমি কোনো মানুষকে অপর কারও জন্য সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে নারীকে তার স্বামীকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম' [তিরমিজি]।

২.স্বামীর আদেশ পালন করাঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'স্বামী যখন তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন অবশ্যই তার কাছে আগমন করে, যদিও সে চুলার ওপর ব্যস্ত থাকুক। (অর্থাৎ যদিও সে রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত থাকুক)' (তিরমিজি)। অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার শয্যায় ডাকে (পারস্পরিক মিলনের উদ্দেশ্যে)। এরপর স্ত্রী যদি স্বামীর আহ্বানে সাড়া না দেয়, আর স্বামী যদি (তার এ আচরণে কষ্ট পেয়ে) তার প্রতি নারাজ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে, এমতাবস্থায় জান্নাতের বাসিন্দারা তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত লানত দিতে থাকে' (বুখারি)। এ দুটি হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য।

৩.স্বামীকে কষ্ট না দেওয়াঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যে নারী তার স্বামীকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তার সম্পর্কে জান্নাতের হুর-গেলমানরা লানত দিয়ে বলে, হে হতভাগা! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহতায়ালা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করুন!’(তিরমিজি)।

৪.স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যদি কোনো স্ত্রীলোক এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট ছিল, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ (তিরমিজি)। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, স্বামীর সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

৫.স্বামীর জন্য সাজগোজঃ

একবার নবীজি (সা.) সফর থেকে ফিরে মদিনায় আসার পর বাড়িতে না গিয়ে সাহাবিদের বললেন, তোমরা এখানে থেমে যাও এবং বাড়িতে খবর পাঠাও যেনো তোমাদের স্ত্রীরা নিজেদের তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখতে পারে। রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীরা নিজেকে রাসূল (সা.)-এর সামনে সাজগোজ করে উপস্থাপন করতেন (বুখারি)।

৬.স্বামীর দোষ গোপন রাখাঃ

নারীদের মধ্যে এ প্রবণতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়- তারা স্বামীর দোষ অন্যের কাছে শেয়ার করে মন হালকা করতে চায়! এটা ইসলামি শরিয়তে হারাম ও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এতে করে সংসারে কলহ ও অবিশ্বাস

সৃষ্টি হয় এবং সুখ-শান্তি চলে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়' (সূরা হুমাজাহ-১)।

৭.স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্কঃ

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'-(বুখারি ও মুসলিম)। সুখী পারিবারিক জীবনের জন্য স্বামীর আত্মীয়দের প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের প্রতি স্বামীর সুসম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮.বিপদের সময় স্বামীর পাশে দাঁড়ানোঃ

বিপদ আপদ ও পেরেশানির সময় স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। যেমন রাসূল (সা.) ওহি লাভের পর অজানা শঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে গৃহে ফিরে এলে হজরত খাদিজা (রা.) তাকে সান্ত্বনা দেন, 'কখনো না (শঙ্কার কোনো কারণ নেই)। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। অন্যের বোঝা বহন করেন। মেহমানের আপ্যায়ন করেন। (আপনার কিছু হবে না)। (বুখারি)।

৯.স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) মেরাজ থেকে ফিরে এসে বলেন, 'আমি জাহান্নাম কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আজকের মতো ভয়ানক দৃশ্য আর কোনো দিন দেখিনি। তার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি দেখেছি। তারা বলল, আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা করে?

বললেন, না, তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তুমি যদি তাদের কারও ওপর যুগ-যুগ ধরে অনুগ্রহ কর, এরপর কোনো দিন তোমার কাছে তার বাসনা পূর্ণ না হলে সে বলবে, আজ পর্যন্ত তোমার কাছে কোনো কল্যাণই পেলাম না' (মুসলিম)।

১০.অযথা সন্দেহ পরিহারঃ

আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না।' (সূরা : হুজুরাত, আয়াত : ১২)। যে পরিবারে সন্দেহের রোগ বাসা বাঁধে সেখানে সুখের আশা করা বৃথা। যে কোনো বিষয়ে পরস্পরে বোঝাপড়া ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

১১.স্বামীর পছন্দের খাবার রান্না করাঃ

বলা হয়ে থাকে স্বামীর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি পাবার রাস্তা শুরু হয়, পেট থেকে।তাই স্ত্রীদের উচিত স্বামী যে খাবারগুলি খেতে খুব পছন্দ করে সেইগুলি রান্না করা।অপছন্দের খাবারগুলি এভয়েড করা উচিত।স্বামী যদি ঝাল পছন্দ না করেন, তবে খাবারে ঝাল না দেয়াই উত্তম।এক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের পছন্দ কে একবারে জলাঞ্জলি দিয়ে দিবে তা নয়। স্ত্রী যদি ঝাল পছন্দ করে, তবে তার নিজের জন্য আলাদা কোনো ব্যাবস্থা করা উচিত।যেমন,স্ত্রী যদি ঝাল খেতে চায় তবে নিজের জন্য সেদিন ঝাল করে আলাদা কিছু রান্না করা। অথবা রান্না শেষের দিকে হয়ে আসলে স্বামীর জন্য প্রয়োজনীয় টুকু তুলে রেখে, অবশিষ্ট অংশে ঝাল যুক্ত করা।অথবা রান্নায় না মেশাতে চাইলে খাবার

খাওয়ার সময় সাথে কাচা মরিচ রাখা।অথবা স্ত্রীর নিজের জন্য মাঝে মাঝে ঝালযুক্ত কোনো ভর্তা রাখা।সর্বোপরি, খাবার তৈরির বেলায় স্বামীর পছন্দের প্রতি খেয়াল রেখে দুইজনের জন্য ই ব্যালেন্সড খাবার তৈরি করা।

১২.স্বামীর ঔরসজাত সন্তান জন্মদানে অগ্রগামী থাকাঃ

একটা ব্যাপার স্ত্রী দের মাঝে প্রায় ই দেখা যায়, তা হল সন্তান জন্মদানে অনীহা।বেশিরভাগ নারীরা এক দুইটা সন্তান জন্ম দেয়ার পরে আর গর্ভবতী হতে চায় না।এটা উচিত না।যদি স্ত্রীর কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে এবং সন্তান জন্মদানে সেই সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা মৃত্যুঝুঁকি থাকে যেটা ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রাইবড, সেইক্ষেত্রে সে এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারে।কিন্তু কোনো প্রকার শারীরিক সমস্যা ছাড়া এমনিতেই কষ্ট হবে অথবা রিযিকের চিন্তা করে গর্ভে সন্তান ধারণ না করা এবং এজন্য স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা অনুচিত।মনে রাখতে হবে অধিক সন্তান দেশ ও সমাজের জন্য কোনো অভিশাপ নয়; আশির্বাদ। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে সুসন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ بَنِيۡنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُوۡنَ وَ بِنِعۡمَتِ اللّٰهِ هُمۡ يَكۡفُرُوۡنَ[36]

[36] সুরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৭২

‘আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন’ ।

১৩. সন্তানকে দুগ্ধপান করানোঃ

বিবাহের আসল উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দেওয়া। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সাধারণত দুগ্ধপান এর দাড়াই তাকে লালন-পালন করা হয়।কুরআনে কারীমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ [37]

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।"

এখানে এটা স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু’বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এ দু’বছরের পর শিশুকে আর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না।এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব।মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।তাই স্ত্রীকে এই বিশেষ দায়িত্ব টাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোনো সমস্যা ছাড়া অবহেলা করা যাবে না।

---

[37] সুরা বাকারা,আয়াত ২৩৩

১৪.স্বামীর অসুস্থতায় সেবা করাঃ

রোগীর সেবা করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।আর রোগী যদি হয় স্বামী তাহলে তো সেটা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।স্বামী অসুস্থ হলে মন দিয়ে তার সেবা করা প্রতিটি স্ত্রীর দায়িত্ব। এখানে কোনোভাবেই অবহেলা করা উচিত নয়।ঠিক সময়ে ঔষধ খাওয়ানো, স্বামী বাইরে থাকলে ঔষধ খাবার কথা মনে করিয়ে দেয়া উচিত।সেবা করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে তার সুস্থতা কামনায় নাম উল্লেখ করে বেশি বেশি দোয়া করা।



হাদিসের বর্ণনায় আরও ওঠে এসেছে-হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর কাছে যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে আনা হতো; তখন তিনি বলতেন-

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ : 'আজহাবিল বাসা রাব্বাননাসি, ইশফি ওয়া আংতাশ শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইয়ুগাদিরু সাক্বামা।'

অর্থ : 'কষ্ট দূর করে দাও, হে মানুষের রব! আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। তোমার সুস্থতা ছাড়া অন্য কোনো সুস্থতা নেই। এমন সুস্থতা দান কর তা যেন সামান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে।' (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং স্ত্রীর উচিত, অসুস্থ স্বামীর সর্বোচ্চ সেবা করা। অসুস্থ স্বামীর এ সেবাকে আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করা। সেবা করার পাশাপাশি অসুস্থ স্বামীর নাম উল্লেখ করে বেশি বেশি দোয়া করা।

৪.২.৩. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আদব

স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হলো তার স্বামীর সাথে নিম্নোক্ত অধিকার ও আদবসমূহ রক্ষা করে চলা:

১. আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা নেই এমন সকল ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[٣٤ :فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ ﴾ [النساء

“যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না।”(সুরা নিসা, আয়াত ৩৪)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »

(متفق عليه).

“যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, তারপর সে তার কাছে না আসে এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশ্তাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।”[বুখারী, হাদিস নং- ৩০৬৫; মুসলিম, হাদিস নং- ৩৬১৪] তিনি আরও বলেন:

« لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوجِهَا » . (رواه أَبُو دَاوُدَ و الحاكم

“আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তিকে সিদজা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।”[আবূ দাউদ ও হাকেম; আর তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

২. স্বামীর মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং তার ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি ও ঘরের সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করা; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

[38]فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর হেফাযতে তারা হেফাযত করে।" আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

(وَالمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ » . (متفق عليه »

"আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[বুখারী, হাদিস নং- ৪৯০৪; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮২৮] তিনি আরও বলেন:

فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ » . (رواه » الترمذي).

"আর তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল: তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না; আর তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।"[তিরমিযী, হাদিস নং- ৩০৮৭]

৩. তার স্বামীর ঘরে অবস্থান করা; সুতরাং সে তার স্বামী কর্তৃক অনুমতি ও সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমোদন দেয়া ছাড়া তার ঘর থেকে বের হবে না; তার দৃষ্টিকে নিম্নগামী করবে এবং কণ্ঠস্বরকে নীচু রাখবে; খারাপ কিছু থেকে তার হাতকে

---

[38] [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

বিরত রাখবে এবং অশ্লীল ও মন্দ কথা বলা থেকে স্বীয় জবানকে হেফাযত করবে; আর স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, যাদের সাথে তার স্বামী উত্তম আচরণ করে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ[39]

"আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَض

"সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়।"[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ[40]

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না।"

---

[39] [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]
[40] [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

[41]﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا

“আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ থাকে।”

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« خيرُ النساءِ التي إذا نظرتَ إليها سرتْك ، وإذا امرتَها أطاعتْك ، وإذا غبتَ عنها حَفِظَتْكَ في نفسِها ومالِكَ » . (رواه الطبراني).

“সর্বোত্তম নারী সেই, যার দিকে যখন তুমি তাকাও, তখন সে আনন্দ দেয়; আর যখন তুমি নির্দেশ প্রদান কর, তখন সে তোমার আনুগত্য করে; আর যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাক, তখন সে তার নিজের ব্যাপারে তোমাকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে।”[ত্বারানী রহ. হাদিসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণনা করেছেন।] তিনি আরও বলেন:

« لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا » . (رواه مسلم و أحمد).

---

[41] [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

"তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদসমূহে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা প্রদান করো না; যখন তোমাদের কারও স্ত্রী মাসজিদে যেতে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন সে যেন তাকে নিষেধ না করে।"[মুসলিম ও আহমাদ।]

তিনি আরও বলেন:

ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ » . (رواه مسلم و أحمد ، وأبو داود ، والترمذى »

"তোমরা রাতের বেলায় নারীদেরকে মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও।

"[মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

কুরআন ও হাদিস অনুসারে উপরোক্ত আদবগুলি প্রতিটি স্ত্রীর তার স্বামীর সাথে বজার রেখে চলা উচিত।তাহলে একদিকে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আরেকদিকে সংসারেও শান্তি বজায় থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৪.২.৪.স্বামীর আর্থিক সংকটে স্ত্রীর করণীয়

স্বামীর আয়-উপার্জন খরচের তুলনায় কম। তাই সংসারে কম-বেশি আর্থিক অভাব-অনটন লেগে থাকে। স্বামীর আর্থিক সংকটের কারণে অনেকের সুখের সংসারও ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। অনেক স্ত্রী আবার আলাদা হয়ে যান। এসব ক্ষেত্রে সমাধান কি? আবার স্বামীর আর্থিক সংকটে স্ত্রীর করণীয়ই বা কী?

প্রতিটি পরিবারেই স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তার স্ত্রী-সন্তান-পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে। কারও সম্পদের মুখাপেক্ষী না হয়ে হালাল উপায়ে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করবে। এটা তার জন্য ফরজ ইবাদতও বটে। কারণ ইসলাম স্বামীর ওপর তার স্ত্রী ও পরিবারের ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করাকে আবশ্যক করেছে। পাশাপাশি কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জনের প্রতিও উৎসাহিত করেছে। কোরআন-সুন্নায় তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. শ্রমনির্ভর করেই আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ[42]

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।'

২. আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু ইবাদত-বন্দেগি করার কথাই বলেননি বরং ইবাদতের পর রিজিকের সন্ধানে জমিনে ছড়িয়ে পড়ার দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله[43]

'এরপর নামাজ শেষ হলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থ-সম্পদ, জীবিকা ইত্যাদি) সন্ধানে জমিনে ছড়িয়ে পড়।'

---

[42] [সুরা বালাদ : আয়াত ৪]

[43] [সুরা জুমআ : আয়াত ১০]

৩. নিজ হাতে উপার্জিত খাবারই সর্বোত্তম। আর তা নবিদের কাজও বটে। হাদিসে পাকে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه.

‘নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।’ (বুখারি)

সুতরাং স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার প্রতিপালনে উত্তম আয়-উপার্জন করা স্বামীর অন্যতম কাজ। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে সুন্দর সংসার ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব পালনের জন্য আত্মীয়স্বজন থেকে সুদমুক্ত ঋণও নেওয়া যেতে পারে, যা উপার্জন করে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

#আর্থিক সংকটের মুহূর্তে স্ত্রীর করণীয়ঃ

স্বামীর আর্থিক সংকটের সময় স্ত্রীর অনেক করণীয় আছে। স্বামীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উত্তম। খরচের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া এবং অল্পে তুষ্ট থেকে ধৈর্যের সঙ্গে সংকট মোকাবিলায় স্বামীর পাশে থাকা। স্বামীর পাশে থেকে তার আয়-উপার্জনে সঙ্গী ও সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করা উত্তম। ইসলামে অল্প তুষ্ট ও সহমর্মিতার সঙ্গে স্বামীর পাশা থাকার অনুপ্রেরণা এসেছে হাদিসে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاه‘

‘সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে সফল, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে; যাকে পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্ট থাকার শক্তি দিয়েছেন।’ (মুসলিম)

স্বামীর আর্থিক সংকট ও আয়-উপার্জন কম হওয়ায় অভাব-অনটনের কারণে স্ত্রীর জন্য কোনোভাবেই আলাদা থাকা বৈধ নয়। বরং এসব ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রী মায়া ও ভালোবাসার বন্ধনে একসঙ্গে বসবাস করবে। স্বামীকে হালাল উপার্জনে সহায়তা করবে এবং উৎসাহ জোগাবে। এমনটি করলে আল্লাহ তাদের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় করবেন এবং অল্প অর্থ-সম্পদেও বরকত দান করবেন। এর মাধ্যমে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখ-আনন্দে ভরপুর থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে পরিবার অভাব ঘুচাতে স্বামী যদি সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরও পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করতে ব্যর্থ হয়; তাহলে বুঝতে হবে সে এ ক্ষেত্রে মাজুর বা অপারগ। তবে অর্থ উপার্জনের এ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আল্লাহর কাছে হালাল উপার্জনের জন্য দোয়া করবে। আয়-উপার্জন বাড়াতে বিশেষ কোনো পেশায় সফল না হলে প্রয়োজনে অন্য পেশা অনুসন্ধান করবে।

★স্বামীকে সহযোগিতা করা-

অভাব-অনটন রোধে স্ত্রী তার যোগ্যতা অনুযায়ী হালাল পন্থায় উপার্জন করে স্বামীকে তার আর্থিক সমস্যা লাঘবে সহায়তা করতে পারে। তা হতে পার- হস্তশিল্প, বোরকা তৈরি, কাপড় সেলাই, বুটিকের কাজ, মহিলা মাদরাসা বা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, শিশু বা মেয়েদেরকে প্রাইভেট পড়ানো কিংবা বাসা-বাড়িতে পশু-পাখি, কবুতর ও হাস-মুরগি পালন ইত্যাদি।

ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহর দুনিয়ায় রিজিকের পথ একটি নয়। বরং হাজারও পথ খোলা আছে। একটিতে সফল না হল অন্য দিকে চেষ্টা করবে। কারণ যে চেষ্টা করে সে সফল হয়। আর্থিক অভাব-অনটনে সফল হতে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। তবে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে অপ্রত্যাশিতভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করেন এবং অভাব-অনটন দূর করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا-وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا[44]

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।'★স্বামী অলসতা কিংবা হারাম কাজে অর্থ নষ্ট করলে-

স্বামী যদি অলসতা করে অর্থ উপার্জন না করে কিংবা হারাম পন্থায় অর্থ নষ্ট করে কিন্তু স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় তবে তাতেও রয়েছে স্ত্রীর বিশেষ করণীয়।

---

44 [সুরা তালাক : আয়াত ২-৩]

অবহেলা ও অলসতা বশত স্বামী অর্থ উপার্জনে মনোযোগী না হলে বা কোনও হারাম পথে টাকা-পয়সা অপচয় করার ফলে স্ত্রী যদি সর্বনিম্ন ভরণ-পোষণ থেকেও বঞ্চিত হয় তবে করণীয় হলো-

> প্রথমে স্বামীকে আন্তরিকতার সঙ্গে বুঝানো।

> হালাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা।

> হারাম কাজে অর্থ অপচয় করার বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বুঝানো।

> আল্লাহর কাছে স্বামীর সঠিক বুঝ-উপলব্ধির জন্য দোয়া করা।

★সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে...

সার্বিক প্রচেষ্টার পরও যদি স্বামীর মধ্যে পরিবর্তন না আসে কিংবা স্ত্রীকে ন্যূনতম খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হয়, স্বামী যদি অকর্মণ্য হয়, অলসতা করে আয়-উপার্জন না করে, বিনা কারণে অর্থ অপচয় করে কিংবা স্ত্রীকে খরচ না দিয়ে হারাম কাজে অর্থ ব্যয় করে এবং স্বামীকে বুঝানোর পরও যদি সে পরামর্শ গ্রহণ না করে তবে স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক চাওয়া জায়েজ। কারণ এমন অকর্মণ্য, অলস ও অর্থ অপচয়কারী স্বামীর সঙ্গে সংসার করার ফলে স্ত্রী সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং সর্বশেষ স্ত্রীর করণীয় হলো- ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার স্বার্থে সমঝোতার মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক চাইবে। কিন্তু স্বামী তালাক দিতে সম্মত না হলে স্ত্রী চাইলে কোর্টের মাধ্যমেও আইনানুগভাবে তালাক গ্রহণের ব্যবস্থা করতেও সুযোগ দিয়েছে ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে পারিবাকি জীবনে সুন্দর জীবন-যাপনে হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জন করার এবং স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের খরচ বহন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

৪.২.৫.ঘর সংসারের কাজ সাধ্যমত নিজে করা স্ত্রীর জন্য নববী সুন্নত

ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ সাধ্যমত নিজে করা স্ত্রীদের জন্য নববী সুন্নাত, যদিও ফরজ নয়।কোরআন ও হাদিসের আলোকে সংসার জীবনে স্ত্রীর যে সব দায়িত্ব ও করণীয় অবধারিত প্রমাণিত হয় সেগুলো হলো- স্বামীর কর্তৃত্ব ও অধীনতা মেনে নেওয়া, স্বামী যে ঘরে তাকে রাখে সেখানে অবস্থান করা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে না যাওয়া, স্বামীর সন্তান ও সম্পদ রক্ষা করা, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করা।এর বাইরে আর কোনো কাজ করতে স্বামীর সংসারে স্ত্রী আইনতঃ বাধ্য নয়। অতএব, সংসারের জন্য রান্নাবান্না, ঘর-সংসারের আনুষঙ্গিক কাজ থেকে শুরু করে কোনো গার্হস্থ্য কাজ স্ত্রীর জন্য আবশ্যক নয়।স্ত্রী যদি এমন পরিবারের মেয়ে হয়ে থাকে যে পরিবারের মেয়েরা বাপের বাড়িতে ঘর-সংসারের কাজ করে না, তাহলে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর খাবার রান্না করার ব্যবস্থাসহ তার কাপড়-চোপড় ধৌত করার ব্যবস্থা করা। আর যদি স্ত্রী এমন পরিবারের মেয়ে হয়, যে পরিবারের মেয়েরা বাপের বাড়িতে ঘর-সংসারের কাজ নিজ হাতে করে; তাহলে স্ত্রীর ওপর নৈতিক দায়িত্ব এসে যায় নিজের খাবার নিজেই তৈরি করা ও নিজের পোশাক-পরিধেয় নিজেই ধৌত করা।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও স্ত্রী যদি রান্নাবান্না করতে বা ঘর-সংসারের কাজ করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তাকে আইনতঃ বাধ্য করতে পারবে না। এই হলো- শরয়ি আইনের কথা। কিন্তু সুষ্ঠু, সুন্দর ও হৃদ্যতাপূর্ণ একটি সংসারের জন্য ইসলামে আইন ছাড়াও রয়েছে আদর্শিক দিক। মূলতঃ ইসলামের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ও মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের সুদৃঢ় আদর্শিক ভিত্তির ওপর।আমরা জানি আইন হয় অধিকার আদায়ের জন্য। কেউ যদি তার অধিকার যথাযথভাবে বুঝে নিতে চায়, তবে তার জন্য ইসলামে রয়েছে আইন ও আদালত। কিন্তু কেউ যদি শান্তি সুখ চায়, স্বস্তি ও প্রশান্তির জীবন চায়- তার জন্য রয়েছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের আদর্শিক দিক। তাকে আইনের থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আদর্শের অনুসারী হতেহবে। সংসার ও দাম্পত্য জীবনের সুখ আইনে রুক্ষতায় নয় বরং আদর্শের কোমলতায় নিহীত।এ সব আদর্শের চর্চা হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসারে এবং সাহাবাদের সংসারে।



কিন্তু আদর্শিক দিকটি মানতে কেউ বাধ্য নয় এবং অপরকে তা জোর করে মানানোর সুযোগও নেই, এটা একান্তই ঐচ্ছিক।নবী করিম (সা.)-এর স্ত্রী ও তার মহিলা সাহাবিদের সবাই কিন্তু নিজেদের সংসারের কাজ নিজেরা করতেন। এমনকি তাদের মধ্যে যাদের ঘরে এক বা একাধিক দাসী ছিল তারাও সংসারের শতভাগ কাজ দাসীদের দ্বারা করাতেন না। বরং নিজেরা কাজে হাত দিতেন। সম্ভবত নবী ও সাহাবিদের পারিবারিক জীবনের এমন একটা বর্ণনাও পাওয়া যাবে না, যাতে প্রমাণিত হবে কোনো একজন মহিলা সাহাবি স্বামীর ঘরে কোনো কাজই করতেন না। বরং হাদিস গ্রন্থগুলোতে বিশেষত মহিলা সাহাবিদের জীবনী গ্রন্থগুলোতে বিপরীত বর্ণনাই প্রচুর পাওয়া যায়। সে সব বর্ণনাতে দেখা যায়, মহিলা সাহাবিরা স্বামীর সংসারের কাজগুলো নিজেরাই করতেন। যেমন-

হজরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, জাঁতা দিয়ে গম ভেঙে আটা গুঁড়ো করতে করতে (নবী কন্যা) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর হাতে ঠোসা পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি নবী করিম (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন একজন দাসীর জন্য। বাড়ি যেয়ে যখন পিতাকে পেলেন না, তখন মা হজরত আয়েশা (রা.)-কে সব কিছু জানালেন। হজরত আয়েশা (রা.) নবী করিম (সা.)-এর কাছে হজরত ফাতেমা (রা.)-এর আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিলেন। যখন নবীজী বাড়িতে আসলেন তখন মা আয়েশা ও ফাতেমা এক বিছানায় শোয়েছিলেন। যখন নবী করিম (সা.) আসলেন, তখন নবীজীর শব্দ শোনে তারা উঠতে গেলে নবী করিম (সা.) তাদের উঠতে বারণ করলেন। নিজে যেয়ে তাদের মাঝে বসলেন। পরে হজরত ফাতেমা (রা.)কে বললেন, তুমি আমার কাছে যা চাচ্ছো তার চেয়ে আরও ভালো জিনিস আমি তোমাকে দেব কী? তুমি যখন বিছানায় শোবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ বলবে এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

(-সহিহ বোখারি: ৩১১৩ ও সহিহ মুসলিম: ৭০৯০)

বর্ণিত হাদিসে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, নবী কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-এর স্বামীর সংসারের কাজকর্ম নিজের হাতেই করতেন। আটা পিষতে পিষতে হাতে দাগও পড়ে গেছে। কিন্তু নবী করিম (সা.) মেয়েকে স্বামীর সংসারের কাজ করতে বারণ করেননি, কিংবা জামাতাকে অভিযুক্ত করেননি। স্বামীকে বলেননি, আমার মেয়েকে দিয়ে কেন করাচ্ছো? তাকে কাজের লোক রেখে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি।

বরং অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, কূপ থেকে খাবার পানি চামড়ার মশকে করে কাঁধে ঝুলিয়ে বহন করতে করতে হজরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘাড়ে দাগ পড়ে গিয়েছিলো।

পবিত্র কোরআনের সূরা যারিয়াতের ২৬ নম্বর আয়াতে দেখা যাচ্ছে, দু'জন ফেরেশতা যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে আসলেন তখন তিনি তাদের চিনতে পারলেন না। তাদের সঙ্গে সালাম ও

কুশল বিনিময় করেই তাদের মেহমানদারি করার জন্য কিছু আনতে ছুটে যান স্ত্রীর কাছে। পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনা ধারা থেকে বুঝে আসে, হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রীও ঘর-সংসারের কাজ করতেন। তাই তিনি মেহমান বসিয়ে রেখে মেহমানদারির জন্য স্ত্রীর শরণাপন্ন হন।অর্থাৎ, বর্ণিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঘর-সংসারের কাজ সাধ্যমতো নিজে করা স্ত্রীদের জন্য নববী সুন্নত; যদিও ফরজ নয়।

এক্ষেত্রে আইন ও আদর্শ এবং ফরজ ও সুন্নতের সমন্বয়টা এভাবে হবে, স্বামী তার স্ত্রীকে সংসারের কোনো কাজ করতে বাধ্য করবে না। সর্বোচ্চ তাকে উৎসাহিত করা যেতে পারে, অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী সংসারের কাজকর্মকে ইবাদত মনে করে সওয়াবের নিয়তে সাধ্যমতো করবে। চেষ্টা করবে নববী আদর্শের অনুসরণ করতে।

আর স্ত্রী তার সাধ্য ও ইচ্ছামতো সংসারের যতটুকু কাজ করবে স্বামী এ জন্য স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং মুখে ও আচরণে স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

সংসারের যে সব কাজ স্ত্রীর দ্বারা হবে না বা ত্রুটিপূর্ণ হবে, ভুল হবে সেগুলোর জন্য স্ত্রীকে স্বামী তিরষ্কার করবে না, দোষারোপ করবে না। বরং এ ক্ষেত্রে স্বামীকে হতে হবে সর্বোচ্চ সহনশীল।

স্বামী বাইরে থেকে ঘরে এসে গার্হস্থ্য কাজে স্ত্রীর সঙ্গে হাত মেলাবে। স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করবে। যেমনটি নবী করিম (সা.) নিজে করতেন।

মনে রাখতে হবে, আইন ও আদালত কিন্তু ঘরের সুখ নিশ্চিত করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক মমতাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্বশীলতা, আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিবেক, অপরের অধিকার প্রদানের প্রেরণা, নিজের অধিকার ত্যাগ করার মানাসিকতা, একে অপরকে বুঝার আগ্রহ। তাই যুগে যুগে পরিবারের মধ্যে আইনের চর্চা না হয়ে আদর্শের চর্চা হয়েছে। আইন কাজ করবে আদালতের এজলাসে। কিন্তু ঘরে রাজত্ব করবে নববী আদর্শ।এজন্য স্ত্রীদের কে ঘরের কাজ নববী আদর্শ মনে করতে হবে।এটার জন্য নিজেকে ছোট মনে করার কোনো অবকাশ নেই। যে ঘরে নববী আদর্শ বিরাজ করে সেই ঘরে কখনো অশান্তি প্রবেশ করতে পারে না ।আল্লাহ্ পাক আমাদের ঘর এ নববী আদর্শ পালন করার তাউফিক দিন।আমিন

৪.২.৬.স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া স্ত্রীর জন্য জরুরী

বংশ পরম্পরা রক্ষা, গোনাহ থেকে হিফাজত, অর্ধেক দিন পুরো করা এবং পরস্পর সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করা ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারণে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষের মাঝে বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা রেখেছেন।যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেই স্বামী-স্ত্রীকেও আল্লাহ তা'আলা অনেক মর্যাদা দান করেছেন।

সংসার সুখময় রাখবার জন্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপরেই বেশ কিছু হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং উভয়কেই নিজ নিজ হক পরিপূর্ণ পালনে নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীর উপর তেমনই একটি হক হল, স্বামীর যৌন তাকাজা পুরো করা।কাজেই শরীয়ত সমর্থিত কোন ওজর না থাকলে স্বামীর এই তাকাজা পূরণ করা স্ত্রীর জন্যে জরুরী।

শরয়ী কোন ওজর দেখা দিলে তখন এই কাজে বিরত থাকতে সমস্যা নেই।

*** শরয়ী ওজর তথা দৈহিক মিলনে নিষেধাজ্ঞার দুটি বড় উদাহরণ হল হায়েজ ও নেফাস। এ ২টি জারি অবস্থায় সহবাস জায়েজ নয়। বরং নিষিদ্ধ ও হারাম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতে বলেছেন-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٢:٢٢٢][45]

আর তারা আপনার কাছে হায়েয (ঋতু)সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।

---

45 সূরা বাকারা-২২২

যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।

এ আয়াত দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, হায়েজ ও নেফাস ছাড়া যেকোনো অবস্থায় সহবাস করা যাবে।তবে স্ত্রীর মত স্বামীরও একটি দায়িত্ব হল, স্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া বা জোর জবরদস্তি না করা। স্বামীর ইচ্ছে জাগলেই স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া গোনাহের কাজ। স্ত্রীও তো মানুষ, তার তো মানসিক প্রস্তুতির দরকার আছে। অতএব যেদিন তাকাজা পূরণের ইচ্ছে করবে, সেদিন স্বামী আগে থেকেই স্ত্রীকে জানিয়ে রাখবে। যেন স্ত্রী সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেও মানসিকভাবে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে।পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন থাকলে সেটাও করে নিতে পারে।

আর একান্তই যদি স্ত্রী মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকে,তবে স্বামী কর্তৃক জোর করা ঠিক হবে না। স্ত্রীর উচিত, স্বামীকে বুঝিয়ে বিরত রাখা বা ভিন্ন উপায়ে স্বামীর তাকাজা পূরণ করা। তবে, ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে কোনভাবেই শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে তাকাজা মেটানো যাবে না।

শরীয়ত নিষিদ্ধ একটি পদ্ধতি হল, পায়ুপথে সহবাস করা। স্বামীর যতই চাহিদা থাকুক, কোনভাবেই পেছনের রাস্তায় সহবাস করা যাবে না। স্বামী যদি পেছন পথে সহবাসের জন্য জোরাজুরি করেন, তবুও কোনভাবেই স্ত্রী তার ডাকে সাড়া দিবে না। এটা হারাম ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যেও মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এক্ষেত্রে স্বামীর আদেশ অমান্য করাও জায়েজ।কারণ, স্রষ্টার আদেশ অমান্য করে সৃষ্টির আদেশ পালন করা জায়েজ নয়।এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে –

“ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

হযরত আবূ হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে উক্ত ব্যক্তি অভিশপ্ত। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১০২০৬, সুনানে কুবরা লিননাসায়ী, হাদীস নং-৮৯৬৬]

তবে স্ত্রীদের জন্যে লক্ষ্য রাখার বিষয় যে, সাধারণ কোন কারণে স্বামীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান না করা। সামান্য মান-অভিমান, রাগ ইত্যাদির কারণে স্বামীকে বিরত না রাখা।কারণ, প্রতিনিয়ত এমন হতে থাকলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর এতে যদি স্বামী গোনাহের পথে পা বাড়ায়, তাতে স্ত্রীই বরং গোনাহগার হবে।মোটকথা, স্বামী যাতে গোনাহের দিকে পা না বাড়ায়, এর জন্যে যা কিছু করা দরকার, সব স্ত্রীকেই করতে হবে। নইলে সে নিজেই গোনাহগার হবে।এ ব্যাপারে হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা‘নত দিতে থাকে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩২৩৭]

অর্থাৎ স্বামী যদি রাত্রে শয়নকালে স্ত্রীকে নিজের কাছে ডাকে এবং স্ত্রী রাগ করে না আসে, আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তবে সারা রাত্রি ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর লা'নত করতে থাকে।(বেহেশতী জেওর ৪র্থ খণ্ড)]

হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বিরক্ত বা কোনরূপ কষ্ট দেয়, তখন বেহেশতের যে হুর কিয়ামতের দিন তার স্ত্রী হবে, তারা ঐ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, ওহে হতভাগিনী! আল্লাহ তোর সর্বনাশ করুন। তুই আর তাঁকে কষ্ট দিস না। তিনি কয়েকদিন মাত্র তোর নিকট মেহমান স্বরূপ আছেন। অল্পদিন পরেই তিনি তোকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন।" (বেহেশতী জেওর ৪র্থ খণ্ড)

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, "যে স্ত্রী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে ঈমানের সাথে মরতে পারবে, সে নিঃসন্দেহে বেহেশতী হবে।"- (ইবনে মাজাহ)

স্বামীর আহবানে গুরুত্বারোপের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের কাজের জন্য ডাকে,আর স্ত্রী যদি রান্নার কাজেও থাকে, তবুও তৎক্ষণাৎ স্বামীর আদেশ রক্ষা করা স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। "(বেহেশতী জেওর ৪র্থ খণ্ড)

তবে যদি এমন ব্যস্ততার সময় স্বামী আহবান করেন যে, স্ত্রীর পক্ষে সর্বোচ্চ ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন কড়া ভাষা ব্যবহার বা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে মিষ্টি সুরে অপেক্ষা করার জন্য বুঝিয়ে বলা যেতে পারে।

অনেক স্ত্রী আছেন যারা কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও গর্ভাবস্থায় স্বামীকে এই হক থেকে বঞ্চিত করে।এটা উচিত নয় স্বামীর আহবানে সাড়া দেয়ার গুরুত্ব গর্ভাবস্থাতেও আছে।কারন গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যায়; ইসলাম এ ব্যপারে নিষেধ করে নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم[46]

তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।

তবে এ নাজুক সময়ে স্ত্রীর শারীরিক-মানসিক সুুস্থতার প্রতি যত্নশীল-দৃষ্টি রাখা স্বামীর কর্তব্য। তাই এই সময়কালে যৌন আসন সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। যদি এই সময়কালে মিলন নিরাপদ ও সহজ মনে না হয় তাহলে স্বামীর উচিত কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ অথবা এমন হালকাভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে সহবাস করা; যাতে স্ত্রীর কষ্ট না হয় এবং স্বামীরও চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أْلا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُم

শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট বন্দী। (তিরমিযী ১১৬৩)

সর্বোপরি স্বামীদের দায়িত্ব হল, স্ত্রীর মানসিক প্রস্তুতির দিকে নজর রাখা। তার প্রফুল্লতার দিকে দৃষ্টি দেয়া। স্বামীর উপর স্ত্রীর মান-অভিমান হলে যথাসম্ভব তার অভিমান ভাঙ্গানো। মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে বুঝিয়ে মনজয় করা। এতে

---

46 সূরা বাক্বারাহ ২২৩

করে স্ত্রীও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুশি মনে স্বামীর আহবানে সাড়া দেবে।ফলে মিলনটা সুখময়, শান্তি ও স্বস্তির হবে। আল্লাহ আমাদের বোঝার ও আমল করবার তাউফিক দেন।আমিন

৫.ইসলামে স্বামীর আনুগত্যের আবশ্যকতা

স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য করা ফরয যদি তা গুনাহের কাজ বা সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজের নির্দেশ না হয়।সুতরাং স্ত্রীর জন্য জরুরি হল, বিশেষ কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে স্বামীর নিকট অনুমতি নেয়া। স্বামী অনুমতি দিলে পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে এবং নিজেকে ফিতনা থেকে হেফাযতে রেখে স্ত্রী বাইরে যেতে পারে। দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে অবশ্যই তার পিতা, ভাই ইত্যাদি মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে যেতে নিষেধ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য তা লজ্ঘন করা বৈধ নয়। অন্যথায় সে স্বামীর 'অবাধ্য' হিসেবে গণ্য হবে এবং গুনাহগার হবে। আনুগত্য আবশ্যকতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ[47]

‘নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।’

পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই এই আনুগত্য করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে পরিবারের মূল পরিচালনার দায়িত্ব এবং স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। (সূরা নিসা: ৩৪ নং আয়াত)।

---

[47] সুরা বাকারা : আয়াত , ২২৭

সুতরাং স্ত্রী যদি এই আনুগত্যের বিষয়টিকে উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ না করে তাহলে পরিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। আল্লাহ হেফাজত করুন। আমীন।

জ্ঞাতব্য যে, ইসলামের বিধান হল, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর 'অবাধ্য' হয় বা তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তাহলে তার জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া বন্ধ করার অধিকার রয়েছে।ইসলামে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার আনুগত্যের বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদিস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْه-

“যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ’লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।” (ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৩; সহীহাহ হা/১২০৩।)

সুতরাং স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্যতা করে বাইরে কোথাও যাওয়া জায়েয নয় যদি নিজের বাবা-মা বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি হোক না কেন।

♦ এর দলিল হল, বিখ্যাত ইফকের ঘটনায় মা আয়েশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার হাদিস:তিনি বলেন:

أتأذن لي أن آتي أبوي

"(হে আল্লাহর রাসূল,) আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন?" (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

★ ইরাকী বলেন, আয়েশা রা. এ কথা থেকে বুঝা গেল, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার পিতামাতার বাড়িতে যাবে না।" (ত্বরবুত তাসরীব ৮/৫৮)

★ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রা. এক বিবাহিত মহিলার ব্যাপারে বলেন-যার মা অসুস্থ ছিল:

طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها

" মা'র চেয়ে স্বামীর কথার আনুগত্য করা তার জন্য অধিক অপরিহার্য। তবে স্বামী যদি তাকে অনুমতি দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।" (শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৪৭)

★ সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি বলেন:

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج

"কোন মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। পিতামাতা বা অন্য কারো নিকট নয়। কারণ এটি তার উপর স্বামীর হক। অবশ্য যদি শরিয়ত সম্মত বিশেষ কোনো কারণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।" (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/১৬৫)

তবে স্বামীর কর্তব্য হল, সময়-সুযোগ ও প্রয়োজন বুঝে স্ত্রীকে মাঝে-মধ্যে তার পিতামাতা ও অন্যান্য মাহরাম নিকটাত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যদি এতে ক্ষয়-ক্ষতি ও ফেতনার আশঙ্কা না করে।অবশ্য একান্ত জরুরি অবস্থায় স্বামীর অনুমতি ছাড়াও বাইরে যাওয়া জায়েয আছে। যেমন, বাড়িতে থাকা যদি তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ হয়, ঘর ভেঙ্গে পড়ে, জরুরি চিকিৎসা, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাস, ভালবাসা ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে যে কোনো সমস্যা সমাধান করা যায়। এগুলো দাম্পত্য জীবনে অপরিহার্য দাবী। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের চাহিদা ও হক আদায় করবে এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে। তাহলে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

৬.রসুল (স) এবং তাঁর স্ত্রী দের জীবনী থেকে স্বামীর আনুগত্যের কিছু বাস্তব ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আমরা জানি, প্রিয়নবী (স) এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন।তিনি সবার সাথেই সমতা বজায় করেছেন।কোনো স্ত্রী এর সাথে কখনও কোনো খারাপ আচরন করেন নি।স্ত্রীদের সাথে আনন্দ করেছেন,স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করেছেন।সব সময় তাদের খোঁজ খবর রাখতেন। জীবিত এবং ইন্তেকাল এর পরেও রসুল স এর প্রতি কোনো স্ত্রীর কোনো অভিযোগ ছিলো না,সুবহানআল্লহ! রসুল (স) এর টানা তিন দিন রান্না হয়েছে এমন কোনোদিন ঘটেনি।(সহীহ বুখারী : মাশিতুন নাবিয়্যি সা, মুসনাদে আহমাদ, পৃষ্ঠা ২৫৫)

পরিবারের সদস্য দের খাবারই ঠিকমত জুটতো না।সেজন্য উম্মাহাতুল মুমিনদের রান্নার সুযোগ খুব কম ই হয়েছে।হরযত আয়িশা (রা)বলেন " মাসের পর মাস চলে যেত, রসুলের ঘরে চুলাই জ্বলতো না।"

(মুসনাদে আহমাদ, পৃষ্ঠা ২১৭-২৩৭ ; মুসনাদে তয়ালিসি, পৃষ্ঠা ২০৭, সহীহ বুখারি)

"শুকনো ও শক্ত খেঁজুর ও পানি দিয়ে রাত দিন পার হতো"।

(সহীহ বুখারি,কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি সা.)

"তবে খায়বার বিজয়ের পর রসুল স তাঁর বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন- আশি অসক শুকনো খেজুর ও বিশ অসক যব।

(আবু দাউদ হুকমু আরদুল কাবির)

তবে উম্মাহাতুল মুমিনরা তা দান করেই শেষ করে দিতেন।আর সে কারনে অভাব পিছু ছাড়তো না।এরপরেও উম্মাহাতুল মুমিন রা রসুল স কে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি কখনও। বরং ওনার স্ত্রী রা ওনাকে অনেক বেশি সম্মান করতেন,ভালোবাসতেন,যত্ন করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন উম্মাহাতুল মুমিন দের রসুল স

এর প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্বের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করা হল, যা থেকে আমরা রসুল স এ প্রতি ওনার স্ত্রীদের ভালোবাসা, আনুগত্য, শ্রদ্ধা কেমন ছিলো তা আরো স্পষ্ট করে জানতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

৬.১.রসুল (স) এর প্রতি খাদিজা (রা) এর আনুগত্যঃ



মা খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবী সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথমা ও সর্বশ্রেষ্ঠা, জান্নাতী মহিলাদের প্রধান হযরত ফাতিমাতুয যাহ্‌রার মহীয়সী মাতা।মহান আল্লাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর সৌভাগ্য কোনো পুরুষকে দেননি, দিয়েছিলেন একজন নারীকে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা: এর সংগ্রামমুখর জীবনের সাথী, রাসূলুল্লাহ সা: এর দুঃখের সাথী, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা:-এর ইসলামী আন্দোলনের উত্তাল জীবনের সব অন্তর্ভেদী নির্যাতনের অকুতোভয় অকুণ্ঠিত সাথী, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা: এর শিবে আবু তালিবে অন্তরীণ দুঃসহ জীবনের সাথী, আরবের অন্যতম ধনী মহিলা অক্লিষ্টচিত্তে অনাহারে-অর্ধাহারে রাসূলুল্লাহ সা: এর সাথে জেলজীবন বরণ করেছেন। তিনি অনন্য উচ্চতায় আরোহিণী রাসূলুল্লাহ সা: এর প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজাতুল কুবরা রা:।

এই সেই মহিয়সী নারী যিনি রাসূলুল্লাহ সা:এর কাছে জিবরাইলের আগমন সংবাদ শুনে কোনো দ্বিধা না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা: জিবরাইলের আগমনের আগে প্রায়ই হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এ সময় তাঁকে দিনের পর দিন খাবার-পানীয় সরবরাহ করতেন বিবি খাদিজা রা:। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ সা:কে সংসার ত্যাগ করে রাত-দিন ধ্যানমগ্ন থাকতে বাধা দেননি। যে দিন প্রথম ওহি নাজিল হলো তখন আবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা: কাঁপতে কাঁপতে বিবি খাদিজার কাছে উপস্থিত হলেন। বিবি খাদিজা রা: তাঁকে আশ্বস্ত করে কী বলেছিলেন তা উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা: থেকে শুনুন, তার বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসের কিয়দাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা: এর ওপর প্রথম যখন ওহির সূচনা হয়, তখন নবী সা: জিবরাইল আমিনের জবাবে ‘পড়তে পারি না’ বলার পর হজরত জিবরাইল আমিন তাঁকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চাপ দেন। এতে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরেন। মুহাম্মদ সা: তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহায্যকারী প্রিয়তমা স্ত্রী হজরত খাদিজা রা: এর কাছে পুরো ঘটনা শোনালেন এবং বললেন, হে খাদিজা! আমার কী হয়ে গেল? আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে। হজরত খাদিজা বললেন ‘মোটেই না। বরং খুশি হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমাণিত করবেন না। আপনি আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। আপনি সত্য কথা বলেন। আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন। অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন।’

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন মক্কার সম্মিলিত কাফেরশক্তি রাসূলুল্লাহ সা: এর ওপর চড়াও হলো তখন বিবি খাদিজা রা: শুধু রাসূলুল্লাহ সা:কে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতাই করেননি বরং সব নির্যাতনে অক্টোপাসের মতো তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা:এর শুধু পারিবারিক জীবনের অর্ধাঙ্গিনীই নন, বরং তিনি তাঁর

নবুয়তি জিন্দেগিরও অর্ধাঙ্গিনী। তিনিই তাঁর নবুয়তের সর্বপ্রথম সত্যায়নকারী পৃথিবীর নারী-পুরুষের মধ্যে প্রথম মুমিন মর্যাদার অধিকারী। তার ঈমান পাহাড়সম সোনার দামে কেনা। ইসলামী আন্দোলনে তার অবদান পরিমাপ করার যন্ত্র আজো আবিষ্কৃত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

তবে খাদিজা রা: তার বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জিবরাইল আ:-এর মাধ্যমে। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন পর্বতগুহায় রাসূলুল্লাহ সা:-এর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিবরাইল আ: উপস্থিত হন এবং তার (খাদিজার) কাছে আল্লাহর তরফ থেকে শুভেচ্ছা ও শান্তির বার্তা পৌঁছান। তাকে এই সুসংবাদ দেয়া হয় যে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে এক মুক্তার প্রাসাদ তৈরি করেছেন যাতে কোনো কোলাহল, অবসাদ ও যন্ত্রণা নেই।

বিবাহিত জীবনে খাদিজা রা: এর প্রতি রাসূল সা: এর আকর্ষণ ও ভালোবাসা ছিল চোখে পড়ার মতো। রাসূলুল্লাহ সা: মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। অতঃপর বিবি খাদিজা রা: এর প্রায় ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল সা: আর বিয়ে করেননি। রাসূলুল্লাহ সা: তাঁর জীবনের সবচেয়ে তরুণ উজ্জ্বল এবং কর্মক্ষম সময়টিই বিবি খাদিজার সাথে সংসার জীবন ব্যয় করেন। এতে বোঝা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবন কত মধুর ও সুখের ছিল। রাসূলুল্লাহ সা: প্রায়ই আল্লাহর চোখে সফল নারীর উদাহরণ দিতে গিয়ে বিবি আসিয়া (মূসা আ:-এর পালক মা), বিবি মারইয়ামের (ঈসা আ:-এর জননী) সাথে বিবি খাদিজার নাম বলতেন। খাদিজা রা:-এর মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেও রাসূলুল্লাহ সা: বারবার তার কথা স্মরণ করতেন। তার আত্মীয় বন্ধুদের উপহার পাঠাতেন। খাদিজা রা:-এর প্রতি রাসূলের অনুভূতি দেখে একবার বিবি আয়েশা রা: তার পরলোকগত সতীনের প্রতি খানিকটা ঈর্ষা অনুভব করেন। তখন রাসূল সা: বলেন, ‘খাদিজা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ

করেনি, সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল যখন অন্যরা অবিশ্বাস করত, যখন সবাই আমার ওপর আর্থিক সমর্থন তুলে নেয় তখন সে তার সব সম্পদ আমাকে দেয় আর আমার সব সন্তান তার গর্ভে জন্ম নেয়।' এই বলে রাসূল সা: তাঁর সব স্ত্রীর ওপর বিবি খাদিজার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা দেন।বিশেষজ্ঞরা বলেন, যখন কাফেররা রাসূলুল্লাহ সা: এর চারদিকে কোলাহল, হট্টগোল করত তখন খাদিজা রা: তাঁর সাথে কোমল ছিলেন, তাই বেহেশতে তাঁর প্রাসাদ হবে কোলাহলমুক্ত। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ সা:কে কষ্ট দেননি বরং সব অবসাদ ও যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, তাই বেহেশতেও অবসাদ ও যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করবে না।

৬.২. রসুল (স) এর প্রতি হযরত সাওদা(রা) এর আনুগত্য



সৌভাগ্যবান নারী হজরত সাওদা বিনতে যামআ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় স্ত্রী। যারা প্রথম ইসলাম কবুল করেন হজরত সাওদা তাদের একজন। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু পর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত সাওদা বিনতে যামআকে বিয়ে করেন। তিন বছর কিংবা ৩ বছর কিছু

বেশি সময় ধরে তিনি একক দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। হজরত সাওদা বিনতে যামআর ডাক নাম ছিল উম্মুল আসওয়াদ।নবুয়তের দশম বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের জননী এবং গৃহকর্ত্রী হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। এ সময় সন্তান ও ঘর সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তিনি পৌত্তলিকদের উৎপাতও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় সাহাবাদের অস্থিরতা বেড়ে যায়।অতঃপর এমতাবস্থায় হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে অভিভাবক হয়ে বিশ্বনবির কাছে হজরত সাওদাকে বিয়ে দেন। এই বিয়ে সাওদা রা এর ২য় বিয়ে ছিলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বিশেষ সময়ে হজরত সাওদার সঙ্গে বিয়ে হয়। যখন তিনি খুবই সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে জীবনাতিপাত করছিলেন। হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসারে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার দায়িত্বগুলো যথাযথ পালন করেন। এভাবে প্রিয়নবির সঙ্গে অন্য কোনো স্ত্রী ছাড়াই হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩ বছর অতিক্রম করেন। হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ তখনও প্রিয়নবির সংসারের সদস্য ছিলেন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ সব কিছুর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অনেক দূরদর্শী মহিয়সী নারী। তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসিকতা আঁচ করতে পারতেন। তিনি তার জন্য নির্ধারিত রাতটি হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহুর সঙ্গে যাপনের জন্য দান করে দিতেন।প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হজরত সাওদার হৃদয় ছিল ভালোবাসা ও আনুগত্যে পরিপূর্ণ। এছাড়াও হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পর্কে বলেন-‘পৃথিবীতে একমাত্র সাওদাকে দেখলেই আমার ঈর্ষা হত; আমি যদি তাঁর মতো হতে পারতাম।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক ও স্বভাব-চরিত্রের এক অনুপম দিক ছিল দানশীলতা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থাকার ফলে হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা অধিক দানের অভ্যাস গঠন করে ফেলেছিলেন।

তিনি অনেক দান করতেন। তাঁর কাছে দান করার মতো কোনো কিছু থাকলে তিনি কখনোই কোনো সাহায্য প্রার্থীকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না।একবার খলিফা হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে একটি থলি পাঠান। তিনি থলি বহনকারীকে প্রশ্ন করলেন, থলিতে কী? বহনকারী বলল, ‘দিরহাম’। ‘থলিতে খেজুরের মত দিরহাম পাঠানো হয়’- এ কথা বলে তিনি সবগুলো দেরহাম তখুনি মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে হজরত সাওদা আল্লাহর রাসুলের সব নির্দেশ পালনে একনিষ্ঠ ছিলেন। হজরত সাওদার পাশাপাশি হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনে কঠোর ছিলেন।বিদায় হজের ভাষণে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবিত স্ত্রী ‘উম্মাহাতুল মুমিনিন’ (ঈমানদারদের মা)-এর বলেছিলেন, ‘আমার (ওফাতের) পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।’

এই কারণে হজরত সাওদা বিনতে যামআ এবং হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশ প্রিয়নবির এ কথার ওপর আমল করতে গিয়ে আর কখনো হজ্জ ও ওমরায় অংশগ্রহণ করেননি। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে উনারা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।অনেক বেশি সম্মান করতেন।

৬.৩.রসুল (স) এর প্রতি আয়িশা (রা) এর আনুগত্য



আয়িশা বিনতে আবু বকর ছিলেন ইসলামী নবী মুহাম্মদের স্ত্রীগণের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন তার তৃতীয় স্ত্রী। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে, তাকে "উম্মুল মু'মিনিন" বা "বিশ্বাসীদের মাতা" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।মুসলিম সম্প্রদায় তাকে মুহাম্মদের স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকেন।উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা রা যখন নবীজী স এর ঘরে আসেন,সেই ঘর কোনো প্রাসাদ ছিলো না।মসজিদে নববীর পূর্ব পাশে খুব ছোট একটি মাটির ঘর ছিলো, যার আয়তন ছিল ৬/৭ হাত।ছাদ ছিলো খেজুর পাতা ও ডালের। বৃষ্টির দিনে পানি থেকে বাচতে মোটা কাপর দিয়ে রাখা লাগত,দাড়ালে হাত দিয়ে ধরা যেত।ছিলো না হলেই নয় এমন কিছু আসবাবপত্র ও বাসন। যে

ঘরের কল্যানে সারা জাহান আজ আলো ঝলমলে, সে ঘরটাতে আলো জালানোর জন্য অনেক সময় এক ফোটা তেল ও থাকতো না।খাবারও থাকতো না ঠিকঠাক ভাবে। কোনদিন এমন হতো রসুল স ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করতেন, " আয়িশা ঘরে কিছু আছে কি?আয়িশা রা জবাব দিতেন, কিছুই নেই ইয়া রসুলাল্লাহ।অবশেষে দুইজন ই না খেয়ে ঘুমিয়ে যেতেন।"

এরপরেও আয়িশা রা, রসুল স কে অনেক ভালোবাসতেন।রসুল স এর আনুগত্য করতেন।ভালোবাসার গভীরতা এত ছিল যে,কেও রসুল স কে ভালোবাসার কথা বললে তিনি গভীর কষ্ট পেতেন।রসুল স এর অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও চোখে চোখে রাখতেন।

প্রকৃত জীবন সংগীনির বড় গুণ হল স্বামীর অনুগত হউয়া,তার কথা মেনে চলা।আয়িশা রা ৯ বছর রসুল স এর সান্নিধ্যে থাকাবস্থায় নবীজী স এর একটি আদেশ রক্ষা করতেও কোনো কষ্টবোধ করেন নি।কোনো অস্বাভাবিক বিষয় এড়িয়ে যেতেও পিছপা হন নি।একবার আয়িশা রা খুব আগ্রহ নিয়ে ছবিযুক্ত পরদা টানান ঘরে।নবীজী আ দেখে নারাজ হন।আয়িশা রা অবাক হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, " আল্লাহর রসুল স কি আমার কোনো কাজে কষ্ট পেয়েছেন? ভুল হলে মাফ করবেন।নবীজী স বললেন, " যে ঘরে জীবজন্তুর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না।" আয়িশা রা সাথে সাথে পরদা খুলে ফেলেন এবং সেটা অন্যকাজে ব্যবহার করেন।

একবার রসুল স এর এক সাহাবীর ওলিমা ছিল।কিন্তু তার খাবার বলতে কিছু ছিল না।রসুল স, সাহাবিকে বললেন," আয়িশা কে বলো,ঘরে খাবার যা আছে তা যেন দিয়ে দেয় "।সাহাবী আয়িশা রা কে এসে বললে তিনি পুরো খাবার ই দিয়ে দিলেন,সন্ধ্যায় আর কিছুই থাকলো না।

স্বামী উপস্থিত থাকলে সব নারীই স্বামী কে মেনে চলে।কিন্তু আসল মেনে চলা হচ্ছে, স্বামী উপস্থিত না থাকলেও তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা,যেটা আয়িশা রা এর মাঝে ছিল।উপরের ঘটনায় আল্লাহর রসুল আয়িশা রা কে দান করা শিখিয়েছেন।এটা আয়িশা রা ভালোভাবেই মেনেছিলেন।

একবার হযরত আয়িশা রা, নারীদের জিহাদের কথা বললে রসুল স বলেন - " হজ্জ ই নারীর সবচেয়ে বড় জিহাদ" এই কথা শোনার পর এমন কোনো বছর নেই যে,তিনি হজ্জ পালন করেন নি। আরেক ঘটনায় পাওয়া যায়,একবার একজন আয়িশা রা কে কিছু কাপর ও টাকা উপহার দেয়। তিনি প্রথমে ফিরিয়ে দিয়ে পরে আবার গ্রহণ করেন। এবং বলেন, " রসুলের একটা কথা মনে পরায় নিয়ে নিলাম".

একবার আরাফার দিনে রোযা রাখলেন।অত্যাধিক গরম পরায় বারবার মাথায় পানি ঢালছিলেন আয়িশা রা।একজন দেখে বললেন,আজকে রোযা টা না রাখলে হয়না? ভেংগে ফেলুন! তিনি বললেন " রসুল স বলেছেন আরাফার দিন রোযা রাখলে সারা বছর এর পাপরাশি ক্ষমা করা হয়।কেমন করে রোযা নষ্ট করবো? "

রসুল স চাশতের নামাজ পড়তেন বলে তিনিও পড়তেন এবং বলতেন, " আমার বাবা জীবিত হয়ে কবর ছেড়ে এসেও যদি এ নামাজ পড়তে নিষেধ করেন, তাও আমি এই নামাজ পড়া থেকে বিরত হব না।"

সুবহানআল্লহ,উপরেল্লেখিত রসুল স এর স্ত্রীদের জীবনী থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যাচ্ছে, রসুল স এর প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বুকে ধারণ করলে প্রতি পদে পদেই রসুল (স) এর সবকিছু এভাবে অনুসরণ করা যায়! রসুল স এর প্রতি তাঁদের অনেক বেশি আস্থা,বিশ্বাস, সম্মান ও ভালোবাসা ছিলো। রসুল (স) ও তাঁর প্রতি সমানভাবে সকল দায়িত্ব পালন করেছেন।এমন আচরণ দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের মাঝেও ধারণ করার তাউফিক দান করুন।আমিন

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর অবাধ্যতা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। নারীর বিশেষ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। তবে নারীও পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে। পবিত্র কোরআনে হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'পুরুষের চেয়ে এ নারীর মর্যাদা অনেক বেশি'। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬।বিয়ের আগে নারীর অভিভাবক পিতা এবং বিয়ের পরে স্বামী। অভিভাবকের দায়িত্ব হলো, তার অধীনে থাকা নারীদের জীবন-মান-সম্পদ কোনো কিছুরই যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা। হাদিস শরিফে নারীর অভিভাকত্বের বিনিময়ে জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, যে তার কন্যা বা বোনকে উত্তমরূপে লালনপালন করে দেখেশুনে সৎপাত্রস্থ করবে, বিনিময়ে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে। একইসঙ্গে হাদিসে একথাও বলা হয়েছে, যে স্বামী স্ত্রীর যথাযথ অধিকার আদায় করে স্ত্রীর চোখে আদর্শ স্বামী হতে পারবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সে আদর্শ মুমিন হিসেবে দাঁড়াবে।তবে যেসব স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় এদের সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাসুল (সা.)। স্বামী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পরও কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, না-শোকরি করে- তবে এমন স্ত্রীকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন রাসুল (সা.)।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসুল (সা.) দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সূর্যগ্রহণ শেষ হলে রাসুল (সা.) সালাত শেষ করে আমাদের বললেন, চন্দ্র ও সূর্য এগুলো আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে দুটি নির্দশন। কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা এমনটি দেখতে পাবে তখন বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করো।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মনে হলো নামাজের মধ্যেই আপনি কিছু ধরতে চাচ্ছিলেন। এর কারণ কী? জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, আমার চোখের সামনে আল্লাহ জান্নাত নিয়ে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমি এক কাঁদি ফল ছেঁড়ার চেষ্টা করছিলাম। আল্লাহর কসম! যদি ফল ছিঁড়তে পারতাম তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা জান্নাতি ফল খেতে পারতে। এ কথার শোনার পর সাহাবিদের মধ্যে আনন্দের ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ল।এবার জাহান্নাম প্রসঙ্গে বলা শুরু করলেন রাসুল (সা.)। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে জাহান্নামও দেখিয়েছেন। আজকের মত এত ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী।সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এর কারণ কী? রাসুল (সা.) বললেন, নারীরা বেশি কুফরি করে থাকে। সাহাবিরা বললেন, তারা কি আল্লাহর কুফরি করে? জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, না, তারা স্বামীর সঙ্গে কুফরি করে অর্থাৎ স্বামীর অবাধ্য হয় এবং তারা মানুষের উপকারের বিনিময় কৃতজ্ঞ আচরণ করে না।এরপর রাসুল (সা.) বিষয়টি আরো খোলাসা করে বললেন, দেখো, তুমি যদি কোনো নারীর সঙ্গে সারাজীবন ভালো ও উত্তম ব্যবহার করো এবং তার সব চাহিদা পূরণ করো আর মাত্র একবার সামান্য বিপরীত আচরণ করো, তাহলে তারা বলবে, সারাজীবন তোমার থেকে অবহেলা আর দুর্ব্যবহারই পেয়ে এসেছি, কখনো ভালো কিছু পাইনি।(বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ স্ত্রীদের কে কখনোই স্বামীর অবাধ্যতা করা ইসলাম সমর্থন করে না।এই বিষয় টা মাথায় রেখেই সংসার জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং এই বিষয় এ সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৭.১. ইসলামে স্বামীর অবাধ্যতার করুন পরিণতি ও শাস্তি

কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াও কবীরা গুনাহ্’র অন্যতম। তাই তো আল্লাহ্ তা‘আলা এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি শাস্তির ব্যবস্থা রেখছেন।আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

« وَاللَّاتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْـمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا[48] »

‘‘আর যে নারীদের তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও তথা আল্লাহ্ তা‘আলার আযাবের ভয়-ভীতি দেখাও, তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ করো এবং প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করো। এতে করে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের ব্যাপারে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা সমুন্নত মহীয়ান’’।

---

[48] সূরা আন-নিসা : আয়াত ৩৪

কোন মহিলা তার স্বামীর প্রয়োজনের ডাকে সাড়া না দিলে যদি সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকেন যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْـمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়"।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِيْ السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا[49].

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকার করে তা হলে সে সত্তা যিনি আকাশে রয়েছেন (আল্লাহ্ তা'আলা) তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না তার উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়"।

---

[49] বুখারী ৩২৩৭, ৫১৫৩; মুসলিম ১৪৩৬

কোন মহিলা নিজ স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় না করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না।আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবূ আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْـمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا تُؤَدِّيْ الْـمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ، حَتَّى لَوْ سَأَلَـهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْه.

"আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য সিজ্দাহ্ করতে আদেশ করতাম তা হলে মহিলাকে তাঁর স্বামীর জন্য সিজ্দাহ্ করতে আদেশ করতাম। কারণ, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন মহিলা নিজ প্রভুর সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় করে। এমনকি কোন মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে তাতে তার অস্বীকার করার কোন অধিকার নেই। যদিও সে তখন উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় থাকুক না কেন"। [50]

স্বামীর সন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর জান্নাত এবং তার অসন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর জাহান্নাম।একদা জনৈকা সাহাবী মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বলেন:

---

[50]ইব্নু মাজাহ্ ১৮৮০; আহমাদ ৪/৩৮১ ইব্নু হিববান/ইহ্সান, হাদীস ৪১৫৯ বায়হাক্বী ৭/২৯২

اِنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُك[51].

“ভেবে দেখো তার সাথে তুমি কি ধরনের আচরণ করছো! কারণ, সেই তো তোমার জান্নাত এবং সেই তো তোমার জাহান্নাম”।

কোন মহিলা তার স্বামীর অবদানসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রতি কখনো সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাবেন না।আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِيْ عَنْه.

“আল্লাহ্ তা‘আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী”।

(নাসায়ী/’ইশ্রাতুন্ নিসা’, হাদীস ২৪৯, ২৫০; হা’কিম ২/১৯০ বায়হাক্বী ৭/২৯৪ খতীব ৯/৪৪৮)

---

[51] আহমাদ ৪/৩৪১ নাসায়ী/’ইশ্রাতুন্ নিসা’, হাদীস ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ইব্নু আবী শাইবাহ্ ৪/৩০৪; হা’কিম ২/১৮৯ বায়হাক্বী ৭/২৯১

কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী তথা 'হূররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে।মু'আয বিন্ জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْـحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا[52].

"কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীরা বলে: তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক! কারণ, সে তো তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য। বেশি দেরি নয় যে, সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে"।

আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই অধিকাংশ মহিলারা জাহান্নামে যাবে।

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اِطَّلَعْتُ فِيْ الْـجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

---

[52] ইব্নু মাজাহ্ ২০৪৪

"আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা"। (বুখারী ৩২৪১; মুসলিম ২৭৩৮)

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ[53].

"হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সাদাকা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বললো: কেন হে আল্লাহ্'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বেশি লা'নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করো না"।

৭.২.স্বামীর অবাধ্য নারী সম্পর্কে রসুল(স) এর কঠিন হুঁশিয়ারি

যেসব স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় এদের সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাসুল (সা.)। স্বামী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পরও কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, না-শোকরি করে- তবে এমন স্ত্রীকে

---

53 বুখারী ৩০৪; মুসলিম ৮০

জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন রাসুল (সা.)।বুখারি ও মুসলিম শরিফে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসুল (সা.) দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সূর্যগ্রহণ শেষ হলে রাসুল (সা.) সালাত শেষ করে আমাদের বললেন, চন্দ্র ও সূর্য এগুলো আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে দুটি নির্দশন। কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা এমনটি দেখতে পাবে তখন বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করো।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মনে হলো নামাজের মধ্যেই আপনি কিছু ধরতে চাচ্ছিলেন। এর কারণ কী? জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, আমার চোখের সামনে আল্লাহ জান্নাত নিয়ে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমি এক কাঁদি ফল ছেঁড়ার চেষ্টা করছিলাম। আল্লাহর কসম! যদি ফল ছিঁড়তে পারতাম তাহলে

কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা জান্নাতি ফল খেতে পারতে। এ কথার শোনার পর সাহাবিদের মধ্যে আনন্দের ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ল।এবার জাহান্নাম প্রসঙ্গে বলা শুরু করলেন রাসুল (সা.)। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে জাহান্নামও দেখিয়েছেন। আজকের মত এত ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী।সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এর কারণ কী?

রাসুল (সা.) বললেন, নারীরা বেশি কুফরি করে থাকে। সাহাবিরা বললেন, তারা কি আল্লাহর কুফরি করে?

জবাবে রাসুল (সা.) বললেন, না, তারা স্বামীর সঙ্গে কুফরি করে অর্থাৎ স্বামীর অবাধ্য হয় এবং তারা মানুষের উপকারের বিনিময় কৃতজ্ঞ আচরণ করে না।এরপর রাসুল (সা.) বিষয়টি আরো খোলাসা করে বললেন, দেখো, তুমি যদি কোনো নারীর সঙ্গে সারাজীবন ভালো ও উত্তম ব্যবহার করো এবং তার সব চাহিদা পূরণ করো আর

মাত্র একবার সামান্য বিপরীত আচরণ করো, তাহলে তারা বলবে, সারাজীবন তোমার থেকে অবহেলা আর দুর্ব্যবহারই পেয়ে এসেছি, কখনো ভালো কিছু পাইনি। [বুখারি ও মুসলিম]

৭.৩.স্বামীর আনুগত্যের সুফল ও অবাধ্যতার কুফল

যেসব নারী মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও স্বামীর আনুগত্য করা এবং স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া। স্বামীই তার জান্নাত এবং স্বামীই তার জাহান্নাম। কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

হাদিস শরিফে আছে,‘কোনো নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসের রোজা রাখে এবং স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে তার ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।’ (আহমাদ)।

নবী করিম (সা.) বলেছেন, "স্বামীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও অনুগত নারীর জন্য শূন্যমণ্ডলে বিচরণশীল পাখি, পানির মাছ, আকাশের ফেরেশতা, চাঁদ-সুরুজ সবাই মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর আনুগত থাকে। আর যে নারী স্বামীর অবাধ্য হয় তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতারা ও গোটা মানবজাতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। যে নারীর আচরণে স্বামীর চেহারায় অসন্তুষ্টির কালোছায়া নেমে এসেছে, সে যতক্ষণ তার স্বামীর মুখে হাসি ফোটাতে না পারবে এবং সন্তুষ্ট করতে না পারবে ততক্ষণ সে আল্লাহর রোষানলে থাকবে। যে নারী স্বামীর

অনুমতি ব্যতীত তার ঘর থেকে বের হবে, না ফেরা পর্যন্ত তার ওপর ফেরেশতা অভিশাপ দিতে থাকে।

রাসূলুল্লা (সা.) আরো বলেছেন, চার প্রকারের নারী জান্নাতে যাবে এবং চার প্রকারের নারী জাহান্নামে যাবে।

যারা জান্নাতে যাবে তারা হলো-

১. যে সতী-সাধ্বী নারী আল্লাহ এবং তার স্বামীর অনুগত,

২. বহু সন্তান বিশিষ্ট, ধৈর্যশীলা এবং স্বামী যা কিছু দিতে পারে তা নিয়েই সন্তুষ্ট,

৩. লজ্জাশীলা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে এবং তার ধন-সম্পদকে হেফাজত করে এবং স্বামী উপস্থিত হলে নিজের জিহ্বাহকে সংযত করে এবং

৪. যে নারী তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার কচি কচি সন্তানদের লালান-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে এবং নিজের সতীত্ব হেফাজত করে।

যে চার নারী জাহান্নামে যাবে-

১. যে নারী স্বামীর সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করে এবং অশ্লীন কথা বলে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে সংযত ও পবিত্র রাখে না এবং স্বামী উপস্থিত হলে কথা দিয়ে কষ্ট দেয়,

২. যে নারী তার স্বামীকে তার ক্ষমতার বাইরে কিছু করার জন্য বাড়াবাড়ি করে,

৩. যে নারী পুরুষের নিকট হতে পর্দা করে না এবং বেপর্দা অবস্থায় এবং অর্ধনগ্ন দেহে ঘর হতে বের হয় এবং

৪. যে নারী পানাহার ও বিশ্রাম ছাড়া অন্য কোনো কাজে আগ্রহী নয় এবং নামাজ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং স্বামীর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহশীল নয়।

সুতরাং যে সমস্ত উপরোল্লিখিত স্বভাবের হবে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় বাইরে ঘোরাফেরা করবে সে আল্লাহর কাছে তওবা না কার পর্যন্ত জাহান্নামী, অভিশপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হলো নারী।

আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল ও তাদের স্বামীদের প্রতি তাদের আনুগত্যের মাত্রা হলো অত্যন্ত কম এবং তারা অধিক পরিমাণে তাবাররুজ (খোলামেলা অবাধ মেলামেশা) করে থাকে। তাবাররুজ করার মানে হলো নারীদের বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে গৌরবমন্ডিত দামী পোশাক পরিধান করা, সৌন্দর্য চর্চা ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ কা, প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করা এবং অন্যদের আকর্ষিত করার জন্য বেরিয়ে পড়া যদিও সে নিরাপদে ফিরে আসে কিন্তু সে মানুষকে নিরাপদে থাকতে দেয় না। তাইতো নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'নারীরা হলো গুপ্তধন। যখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে শয়তান তাদেরকে দখল করে নেয়।'

নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মনোনীত ও উপযুক্ত স্থান হলো ঘর। হাদিস শরিফে আছে- নারীরা হলো গুপ্তধন (গোপনীয় বস্তু)। কাজেই তাদের ঘরে অবস্থান করতে দাও। কেননা নারীরা যখন রাস্তায় বের হয় তখন তার পরিবারের লোকেরা বলে-তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলে আমি রোগাক্রান্তকে শুশ্রুষা করে আসি। জানাযজায় অংশগ্রহণ করে আসি। অতঃপর শয়তান তার সাথী হয় এবং ঘর থেকে বের করে ছাড়ে। নারীরা ঘরে অবস্থান করেই আল্লাহর ইবাদত করলে এবং স্বামীর সেবাযত্ন করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন।

হজরত আলী (রা.) তার স্ত্রী ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে ফাতিমা! নারীদের জন্য উত্তম কি? তিনি বললেন, তারা কোনো পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং কোনো পুরুষও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। হজরত আলী (রা.) আরো বলেছেন, তোমরা কি লজ্জাবোধ করো না, তোমরা কি ঘৃণাবোধ করো না যে, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো লোক তার স্ত্রীকে পুরুষদের মাঝে ছেড়ে দেবে এবং সেও পুরুষদের দেখবে এবং পুরুষরাও তাকে দেখবে।

একবার হজরত আয়েশা (রা.) এবং হজরত হাফসা (রা.) নবী করিম (সা.) এর কাছে বসেছিলেন। এমন সময় হজরত আব্দুল্লা ইবনে মাকতুব (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তখন নবী করিম (সা.) বললেন, তোমরা দু'জন তার থেকে পর্দা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো অন্ধ। তিনি তো আমাদের দেখতে পান না এবং আমাদেরকে চিনতেও পারবেন না? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা দু'জন তো অন্ধ নও, তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)।

পুরুষরা যেমন নারীদের দেখলে চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে অবনমিত করবে তেমনি নারীদেরকেও পুরুষদেরকে দেখলে দৃষ্টি অবনমিত করতে হবে। যেমন ইতিপূর্বেও এ সম্পর্কে হজরত ফাতিমা (রা.) এর বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, নারীদের জন্য মঙ্গলজনক হলো তারা কোনো পুরুষদের দিকে তাকাবে না এবং পুরুষরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। যদি কোনো নারীর মাতা-পিতাকে অথবা আত্নীয়-স্বজনকে দেখতে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে অথবা হাম্মান খানায় যেতে হয় তাহলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। তবে

সে সাজগোজ করে এবং প্রসাধনী ব্যবহার করে বের হতে পারবে না। আর তখনও সাধারণ পোশাকের ওপর বড় চাদর বা ওড়না দ্বারা আবৃত হয়ে বের হতে হবে। চলার সময় সে তার নিজের চোখ নিচের দিকে রাখবে এবং ডানে-বামে তাকাবে না, অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

বর্ণিত আছে যে, এক নারী পর্দা করতো না এবং সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াতো। সে মারা গেলে তার এক আত্নীয় স্বপ্ন দেখলো যে, তাকে মিহি কাপড় পড়া অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তারপর বাতাস প্রবাহিত হলো এবং তার কাপড় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তখন তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, একে নিয়ে বাম দিকের জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। কেননা সে দুনিয়াতে বেপর্দা অবস্থায় এবং সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াতো।

হজরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এবং ফাতিমা (রা.) নবী করিম (সা.) এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কোরবান হোক। আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, হে আলী! ‘যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছে এবং আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে রাতে আমি আমার উম্মতের বহু নারীকে নানা প্রকার আজাব ভোগ করতে দেখেছি। তাদের কঠোর আজাব দেখে আমি কেঁদে দিয়েছি। এক নারীকে তার চুল দ্বারা বেঁধে লটকানো অবস্থায় দেখেছি এবং তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটছিল। আর এক নারীকে তার জিহ্বা দ্বারা লটকনো অবস্থায় দেখেছি এবং তার মুখের ভেতরে গরম পানি ঢালা হচ্ছিল। অন্য এক নারীকে দেখলাম তার পা স্তনের সঙ্গে এবং হাত কপালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। অপর এক নারীকে তার স্তন দ্বারা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলাম। অপর এক নারীকে দেখলাম তার মাথা শূকরের মতো এবং দেহ গাধার মত, তার ওপর

রয়েছে হাজারো প্রকার আজাব। অপর এক নারীকে কুকুরের আকৃতিতে দেখলাম। আগুন তার মুখ দিয়ে ঢুকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে এবং ফেরেশতারা আগুনের হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রহার করছে।

জাহান্নাম থেকে বাচার দু'টি ফরমুলা:

আল্লাহ তায়ালা স্বামীর ওপর স্ত্রীর কতিপয় অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষত আমাদের বোনদের জন্য স্মরণীয় বিষয় হলো-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নারীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের জাহান্নামে বেশি যাওয়ার কারণ এ দু'টি। আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের রহস্যের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি আর কে অবগত?

স্বীয় উম্মতের প্রতিটি সদস্যের বিষয়ে আর কে জানবে? রোগ নির্ণয়কারী তারচে' বেশি কেউ হতে পারে না। রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র প্রদানে তার বিকল্প নেই। নারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি দু'টি ফরমূলা বলে দিয়েছেন।

১. অভিশাপ ও অপবাদ আরোপ করো না।

২. স্বামীর অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো না।

৭.৪.বর্তমানযুগে স্বামীর অবাধ্যতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী। এ সম্পর্কের চেয়ে মিষ্টি ও মধুর কোনো সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্ক মধুর হলেই একটি সংসার ও একটি পরিবার সব দিক থেকে সুখী হয়ে উঠে। আর এ সম্পর্কে মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হলেই যতো অশান্তি।এই অশান্তি সবথেকে বেশি হয়, যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর হক্ক, অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে না এবং স্বামীর অবাধ্য হয়।বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এইসব খুব দ্রুতগতিতে বাড়ছে।যার ফলশ্রুতিতে সংসারে নানান ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।যেমনঃ

১. সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২.তালাকের সংখ্যা বাড়ছে।এবং স্ত্রীদের পক্ষ হতে তালাকের প্রস্তাব বেশি আসছে।

৩. যাদের মাঝে বিচ্ছেদ হচ্ছে তাদের সন্তানদের মনে তৈরি হচ্ছে বিবাহ- পরিবার নিয়ে ভীতি।

৪.সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।

৫.ঝগড়াঝাটি বা মনোমালিন্যের প্রভাব সন্তানদের ওপরে পড়ছে যার দরুন তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি হচ্ছে।

কুরআন ও হাদিস মেনে চলা এবং দু'জন দুজনার প্রতি একান্ত ভালোবাসাই এ সম্পর্ককে মধুর ও মজবুত করতে পারে। একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া ও ছাড়ের মানসিকতা থাকলেই এ সম্পর্কগুলো খুব মধুময় হয়। এ ক্ষেত্রে দু'জন দু'জনকেই গুরুত্ব দিতে হবে। স্বামীর ওপর যেমন দায়িত্ব স্ত্রীর সব অধিকার আদায় করা তেমনি স্ত্রীর

ওপরও দায়িত্ব স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। স্বামীর আনুগত্য না করলে পরকালের কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে,এসব বিষয় এ স্ত্রীকে অবহিত থাকতে হবে।

একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সম্বোধন করে বলেন-

إني أريتكن أكثر أهل النار

আমাকে দেখানো হয়েছে তোমরা জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয়-জাহান্নামে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে। এর অর্থ এটা নয়, নারী-নারী হওয়ার কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত। বরং অন্য হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সম্বোধন করে বলেন, জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী দেখেছি। নারীরা নিবেদন করলেন-

بم يا رسول الله؟

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌলিকভাবে এর দু’টি কারণ বর্ণনা করেছেন। তা হলো-

تكثرن اللعن و تكفرن العشير

নারীদের মধ্যে দু'টি মন্দ গুণ আছে যা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। যে নারী এ দু'টি বিষয় থেকে বেচে যাবে, সে দোযখ থেকে বেচে যাবে। ১ম কারণ, تكثرن اللعن তোমরা অভিশাপ দিয়ে থাক বেশি। অর্থাৎ একে অপরকে অভিশাপ দেয়ার রেওয়াজ তোমাদের মাঝে বেশি।

সাধারণ সাধারণ কথায় বদ দোয়া দেয়া, অভিশাপ দেয়া, কাউকে ভালো-মন্দ বলা, এমন অপবাদ দেয়া যাতে শরীরে আগুন লেগে যায়, হৃদয় আহত হয়, অন্যকে অস্থির করে দেয়। এ সব কিছুতেই নারীরা বেশি জড়িত।

হাদিস শরিফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তার মুখ। সাধারণত মুখ নিয়ন্ত্রিত না হলে তার থেকে গুনাহ বেশি প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পুরুষের মুখ নিয়ন্ত্রনে থাকে। আর নারীরা মুখ নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বারোপ করে না। ফলে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে মুখ সাবধানে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। অন্যের হৃদয় আহত হয় এমন কথা যেন মুখ থেকে বের না হয়। বিশেষত স্বামী, যার মন রক্ষা করে চলা আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর আবশ্যিক করণীয়-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে তাদেরকে ওই মন্দ কর্ম থেকে রক্ষা করুন। আর তারা যদি গুরুত্বের সঙ্গে বেঁচে থাকার চেষ্ট করে, ইনশা-আল্লাহ! অবশ্যই বাঁচতে পারবে। তাছাড়া বেহেশতে নারীদের সরদার আল্লাহ তায়ালা একজন নারীকেই বানাবেন। তিনি হজরত ফাতেমা (রা.)। এবং আমলের ভিত্তিতে বেহেশতের উপযুক্তও সাব্যস্ত করেছেন।

৮.স্ত্রীর অবাধ্যতায় স্বামীর করণীয়

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীর উপর দায়িত্ববান ও কর্তৃত্ব শীল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব শীল (দায়িত্ববান) এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা: ৩৪)

◈ তাছাড়া আল্লাহ তাআলা পুরুষকে আদেশ করেছেন যেন, সে নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পাশাপাশি যেন তার স্ত্রী-পরিবারকেও বাঁচায়। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا[54]

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

---

[54] সূরা তাহরীম: আয়াত : ৬

◈ মহান আল্লাহ কেবল দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি তাকে কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,ইবনে উমর রা.সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ"

"জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ...একজন পুরুষ তার পরিবার (স্ত্রী-সন্তানদের) উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [55]

সুতরাং স্বামীর দায়িত্ব হল, সে স্ত্রীকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার তথা নামাজ, রোজা, পর্দা, হালাল-হারাম মেনে চলা, স্বামীর আনুগত্য সহ আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার নির্দেশ দিবে, নামাজ, রোজা, পাক-পবিত্রতা, কুরআন পড়া বা ইসলাম সম্পর্কে না জানলে তাকে শিখতে সাহায্য করবে, তাকে ইসলামি জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিবে এবং দীনের উপর পরিচালিত হতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে একজন অভিভাবক, দায়িত্বশীল ও কল্যাণকামী হিসেবে সাহায্য করবে।

অনুরূপভাবে তাকে হারাম কাজ করতে দেখলে বাধা দিবে। যেমন: পর্দা হীনতা, বাইরে যেখানে সেখানে বেপরোয়া চলাফেরা করা, নন মাহরাম পুরুষদের সাথে মেলামেশা, দুষ্টামি ও হাসি-কৌতুক, পরপুরুষকে বাড়িতে প্রবেশের

---

55 সহিহ মুসলিম

অনুমতি দেয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া, গানবাজনা, নাটক-সিনেমা দেখা, অনুমতি ছাড়া দূরে যাওয়া ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায় দেখলে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন যদি ক্ষমতা থাকে। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অন্যায়-অপকর্ম ও আল্লাহর নাফরমানি করতে দেখে তাহলে তার জন্য

আবশ্যক হল, তাকে বাধা দেয়া বা নিষেধ করা। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা প্রয়োগেরও অধিকার রাখে। এটি তার আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার।এই দায়িত্ব পালন করা স্বামীর জন্য ফরজ। সে যদি এ ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে গুনাহগার হবে এবং আখিরাতে আল্লাহর কাঠগড়ায় বিচারের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ হেফাজত করুন। আমিন।

❑ স্ত্রী যদি স্বামীর এসব বাধা-নিষেধের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করে তাহলে কুরআনের আলোকে স্বামীর করণীয় হল:

◍ ১. প্রথমে তাকে সুন্দর ভাষায় নসিহত করবে এবং আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করবে।

স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখলেই কোনো স্বামীরই উচিত নয় যে, তার ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া। বরং নিজেকে সংযত রেখে স্ত্রীকে মিষ্টি ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করা কিংবা উপদেশ দেয়ার কথাই কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করা হয়েছে।কোনো কারণে স্ত্রী ভুল ধারণায় থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করা। স্বামী নিজেকে সংযত রাখার পাশাপাশি স্ত্রীর অন্যায়গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। তাদের অন্যায় আচরণে ছাড় দেয়া এবং মায়া-মমতার মাধ্যমে যত দূর সম্ভব দাম্পত্য জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

◍ ২. কিন্তু এতে সংশোধন না হলে ২য় পদক্ষেপে বিছানা আলাদা করে দিবে (অর্থাৎ একই ঘরে পৃথক বিছানায় শয়ন করবে)।

মুল কথা হল,উপদেশ দেয়ার পরও যদি স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য থাকে তবে স্ত্রীর সঙ্গে রাগ-অনুরাগ, অভিমান প্রকাশ করার জন্য শয্যাত্যাগ করা। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একত্রে রাতযাপন থেকে বিরত থাকা। স্ত্রীর ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দেবে।

স্ত্রী যদি এতেই সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। আল্লাহ বলেন, ‘স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর।’

◍ ৩. এতেও সে ফিরে না এলে তাকে হালকা ভাবে প্রহারেরও অনুমতি আছে।

হাদীসে এর ব্যখ্যায় এসেছে, প্রহার এতোটাই মৃদু হতে হবে যাতে করে গায়ে দাগ না পড়ে। এবং রেগে গিয়ে প্রথমেই যে কাজটা অনেকেই করে চেহারায় আঘাত করা – এইটা সম্পূর্ণ হারাম।কারণ আল্লাহ নিজে এই চেহারাকে সৃজন করেছেন – কোনো মানুষের চেহারায় আঘাত করা হারাম।এই প্রহারের মূল উদ্দেশ্য তাকে শারিরীকভাবে কষ্ট বা নির্যাতন দেওয়া নয়। বরং তাকে একথা জানানো যে তার অপরাধ গুরুতর।

মুজামে তাবরানিতে এসেছে- ‘এমনভাবে হালকা প্রহার করবে, যাতে শরীরে কোনো যখম বা আঘাত না হয় এবং মুখে ও লজ্জাস্থানে কখনো প্রহার করবে না।’

এখানে প্রহার বলতে হালকা প্রহারের কথা বলা হয়েছে। যাতে শরীরে কোনো ধরনের জখম বা আঘাতের চিহ্ন না পড়ে। আবার মুখ এবং লজ্জাস্থানে কোনোভাবেই প্রহার করা যাবে না।

◍ ৪. তাতেও কাজ না হলে উভয় পক্ষের জ্ঞানী লোকদের মাধ্যমে সমঝোতা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا[56]

“আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।”

অর্থাৎ দুই পরিবার থেকে এক জন করে বিজ্ঞ ও দ্বীনদার ধার্মিক – দুইজনের কথা শুনবেন – এবং ন্যায়সংগত ফয়সালা করে দেবেন। কারো প্রতি পক্ষপাতী না হয়ে – আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য। স্বামী স্ত্রী দুইজনেই যদি

---

[56] সূরা নিসা: আয়াত :৩৪ ও ৩৫

সৎ আন্তরিক থাকে তাহলে আল্লাহ এই ফয়সালাতে বরকত দেবেন এবং তাদের আবার মিল মহব্বত করে দেবেন।

উল্লেখ্যঃ এই বিধান গুরুতর অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। এমন না যে, স্বামী হারাম বা অনৈতিক কাজে আদেশ করছে আর স্ত্রী সেটা মানছেন না – তখন স্বামী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করে দিলেন। অথবা ছোটো-খাটো বিষয় নিয়ে সাধারণ দাম্পত্য কলহ হওয়াতে বদমেজাজী স্বামী হিকমাহর সাথে সদুপদেশ না দিয়ে সরাসরি হার্ডলাইনে চলে যাবেন।

৮.১.প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনা

পারিবারিক জীবন পুরুষদের একটি মন্দ স্বভাব – নারীদের গায়ে হাত তোলা।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের গায়ে কোনোদিন হাত তুলেন নি। নারীদের গায়ে হাত তোলা পুরুষ হচ্ছে নিজেই দুর্বল – মানসিক দিক থেকে। এই জন্য নারীদের গায়ে হাত তুলে সে মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে, বাহাদুরীর কাজ বলে মনে করে।

নারীদের মধ্যে অবাধ্যতা দেখা গেলে শাসন হিসেবে মৃদু প্রহার করা শরীয়ত সম্মত।অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের খামখেয়ালী আচরণ, বদমেজাজী, রাগকে নিয়ন্ত্রন করতে না পারা – এই খারাপ অভ্যাসগুলোই বেশি দায়ী।

এদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো”।

সুতরাং উত্তেজিত বা আক্রোশবশত কোনোভাবেই স্ত্রীর প্রতি অমানবিক আচরণ বা অবিচার করা যাবে না। কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা মোতাবেক আচরণেই স্ত্রীরা অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য। আর তাতে দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠবে সুখ ও শান্তিময়।

৮.২.স্বামীর যে বিশেষ কাজগুলি স্ত্রীকে তার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে

ইসলাম সব মানুষকে নিজ নিজ কর্তব্য আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এ উপলব্ধি অন্তরে জাগ্রত করার নির্দেশ দেয় যে আমার কারণে যেন কেউ কষ্ট না পায়, আমাকে কেউ কষ্ট দিলে আমি ক্ষমা করে দেব। তাইতো অন্যের ওপর নিজ অধিকার কামনার প্রতি ইসলাম তেমন জোর দেয়নি। এর বিপরীতে বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে অধিকার আদায়ের যুগ। সবাই নিজ নিজ অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। অন্যের কাছ থেকে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে চলছে দুর্বার আন্দোলন, মিছিল-মিটিং ও হরতাল-অবরোধ। তবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সবাই কতটুকু মনোযোগী? শ্রমিক মালিক থেকে নিজ অধিকার আদায়ে ব্যস্ত, আবার মালিকপক্ষ চাচ্ছে তাদের পূর্ণ অধিকার। পুরুষ নিজ অধিকার আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর। তারা এই চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছে না যে আমার ওপর যে দায়িত্বগুলো ছিল, সেগুলো আমি যথাযথ পালন করছি তো, না তাতে কোনো অবহেলা হচ্ছে?

মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে সক্রিয় হলে তখন কারো অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে না, সবাই নিজ নিজ অধিকার সুরক্ষিত পাবে। মালিক যখন তার দায়িত্ব পালনে সচেতন হবে, তখন শ্রমিকের অধিকারও যথাযথ আদায় হবে। স্বামী কর্তব্যপরায়ণ হলে আর স্ত্রীর অধিকার বাধাগ্রস্ত হয় না;

স্ত্রী নিজ দায়িত্বে যত্নবান হলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে অধিকার বুঝে পাবে। অধিকার আদায়ে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না।এই দৃষ্টিভঙ্গিই দাম্পত্য জীবনের প্রাণশক্তি। তাই স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে। বুঝতে হবে অধিকারের পরিমাণ এবং দাম্পত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে করতে হবে সেই বোধের চর্চা।হাদিসে রয়েছে,

‘তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।’[57] স্বভাবগতভাবেই স্ত্রী রা নরম মনের মানুষ। একটুখানি ভালোবাসা দিলেই স্ত্রীর গলে গিয়ে স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে তৈরি থাকে।স্বামী তার দায়িত্ব-কর্তব্য সুন্দরমত পালন করলে,স্ত্রীর সাথে সব সময় সদাচরণ করলে ও স্ত্রীকে তার দায়িত্ব নিয়ে উৎসাহ দিলে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি আরো বেশী দায়িত্বশীল হয়।ইসলামী শরিয়তে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য যে অধিকার সাব্যস্ত করেছে, তার সার কথা হলো : ১. পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেওয়া, ২. প্রয়োজনমাফিক অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ভালো ব্যবস্থা করা; ৩. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা; ৪. মাঝেমধ্যে মাহরাম

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া.৫. প্রয়োজনমাফিক দ্বিন শেখানোর ব্যবস্থা করা; ৬. ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা, ৭. প্রয়োজনমতো সহবাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ইত্যাদি।

এছাড়াও স্বামীর আরও যে কাজগুলি স্ত্রীকে মানসিকভাবে স্বামীর প্রতি অধিক দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে সেইগুলি হলোঃ

---

57 [সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২]

★স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করাঃ

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَـكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا ‌ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ‌ ۚ وَعَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ‌ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔـا وَّيَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا[58]

'স্বামীর এই কাজটা স্ত্রীর মনে তার জন্য অনেক ভালোবাসা তৈরি করে।কিন্তু অনেক স্বামী ই আছে যারা এই ব্যাপারটাতে খুব উদাসীন।মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যদি তাকে তোমার অপছন্দও হয়, তবু তুমি যা অপছন্দ করছ আল্লাহ তাতে সীমাহীন কল্যাণ দিয়ে দেবেন।'

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন মহিলার ওপর রুষ্ট হবে না, কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারবে।'[59]

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নারীদের প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ দাও।'[60] অন্য হাদিসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।'[61]

---

58 সুরা : নিসা, আয়াত : ১৯

59 সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৯

60 সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫১৮৪

61 সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২

★পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেওয়াঃ

বিবাহের পর কোনো ওজর ছাড়া মোহরানা আদায়ে কালবিলম্ব করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেকেই মনে করে, মহর শুধু কাগজে লেখার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, তা বাস্তবে আদায় করতে হয় না, শুধু বিবাহ ভেঙে গেলে তা পুরুষপক্ষ থেকে মহিলাপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে আদায় করে নিতে হয়—এ ধারণা ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণ ভুল।

বরং মোহরানা আদায়ের নিয়তবিহীন শুধু কাগজে লেখার জন্য মোহরানা নির্ধারণ করা মারাত্মক অন্যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মহর দিয়ে দাও।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ের সময় মোহরানা নির্ধারণ করে,তবে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের খবর জানেন যে তার তা আদায় করার নিয়ত নেই। ফলে সে আল্লাহর হকের মধ্যে ওই নারীকে ধোঁকা দিল এবং তার লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ভোগ করল। এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ব্যভিচারী হিসেবে।[62]'

স্ত্রীকে মোহরানা মাফ করে দেয়ার কথা বলা স্বামীর সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদা বোধের পরিপন্থী। এরপরেও স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দেয়, তবে তা মাফ হয়ে যাবে।কিন্তু এক্ষেত্রে যদি স্ত্রীকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে মৌখিক মাফের অবৈধ পন্থ্ অবলম্বন করে,কিংবা ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে বা হুমকির পথ অবলম্বন করে কিংবা এমন কোনো বিষয় এর ওপর জোর জবরদস্তি করে, যার দাড়া স্ত্রী মাফ করতে বাধ্য হয় তাহলে এ ধরনের মাফ

---

[62] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৮৯৩২

আল্লাহর নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।স্ত্রী মোহরানার দাবী ত্যাগ করলেও স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী হচ্ছে মোহরানা আদায় করে দেয়া। (মুখতাসারুল কুদূরী,২য় খন্ড, কিতাবুন নিকাহ, পৃষ্ঠা ৫৫)

★স্ত্রীর ভরণ-পোষণে গাফিলতি না করাঃ

ইসলামী শরিয়ত মতে, বিবাহের পর থেকেই স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য যেসব অধিকার সাব্যস্ত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্ত্রীর ব্যয়ভার গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সন্তানের পিতার ওপর সন্তানের মায়ের জন্য অন্ন-বস্ত্রের উত্তম পন্থায় ব্যবস্থা করা একান্ত দায়িত্ব।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের ঘরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করো।' (সুরা : তালাক, আয়াত : ৬)

হাদিস শরিফে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে, তাকেও পরাবে। চেহারায় কখনো প্রহার করবে না, অসদাচরণ করবে না।[63]

'ভরণ-পোষণের পরিমাণ : ভরণ-পোষণের ব্যাপারে শরিয়ত নিরেট পরিমাপ নির্ধারিত করে দেয়নি। বরং ইসলামী শরিয়তের ভাষায় স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। এর পরিমাণটি পরিবেশ-পরিস্থিতি, অবস্থা ও স্বামীর সামর্থ্যনির্ভর। (আল মুহিতুল বুরহানি : ৩/৫২৯-৫৩০, ফাতহুল কাদির : ৩/১৯৪)

---

[63] আবু দাউদ, হাদিস : ২১৪২, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৮৫০১

মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে দীর্ঘ বয়ানের একপর্যায়ে বলেছিলেন, 'অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে গ্রহণ করেছ এবং তোমরা আল্লাহর হুকুমেই তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল হিসেবে পেয়েছ...।'(সহিহ মুসলিম : হাদিস ১২১৮)

★স্ত্রীর মন প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করাঃ

বৈধতার সীমারেখায় স্ত্রীকে যথাসম্ভব আনন্দে ও প্রফুল্ল রাখা হলো স্বামীর প্রতি শরিয়তের নির্দেশ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি দ্বারাও তা প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'মুসলমানের জন্য সব খেল-তামাশা নিষিদ্ধ, তবে তার ধনুক থেকে তীর চালনা, ঘোড়া চালনা,স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের রসিকতা, কেননা এগুলো ন্যায়সংগত।'[64]

আয়েশা (রা.) সূত্রে এক সফরে (একটি জনমানবহীন নির্জন উপত্যকায়) নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। পরবর্তী সময় আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিয়ে বিজয়ী হলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৭৮)

আয়েশা (রা.) বলেন, একদা মসজিদের কাছে হাবশি ছেলেরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর আমি হাবশিদের খেলা দেখছিলাম। যতক্ষণ না আমার খেলা দেখার শখ পূর্ণ

---

64 সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৬৩৭

হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ততক্ষণ কষ্ট করে আমার জন্য পূর্ণ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তোমরা ভেবে দেখো! একজন অল্পবয়সী খেলাপাগল মেয়ে কতক্ষণে তার শখ পূরণ হবে? (বুখারি, হাদিস : ৫২৩৬)

★স্বামী প্রয়োজনীয় খরচ না দিলে করণীয়ঃ

স্বামী যদি বিহিত কারণ ছাড়া স্ত্রী-সন্তানের তথা সাংসারিক জরুরি খরচ না করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াও স্বামীর সম্পদ থেকে প্রয়োজনমতো অপচয় না করে খরচ করতে পারবে। হাদিস শরিফে এসেছে, সাহাবিয়া হিনদ বিনতে উতবা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান সংসারের খরচে সংকীর্ণতাকারী, সে আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ দেয় না, তাহলে আমি কি তার অগোচরে তার থেকে কিছু নিতে পারি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন পরিমাণ তার অগোচরে তার থেকে নিতে পারবে। (বুখারি : হাদিস : ৫২৬৪, বাদায়েউস সানায়ে : ২/২৭)

তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মালিকানা ভিন্ন হওয়ায় অনুমতি ব্যতীত একে অপরের সম্পদ ব্যয় করা অবৈধ। স্বামী যদি নিয়মমাফিক ভরণ-পোষণ ও স্বাভাবিক হাতখরচের জরুরত পূরণ করে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে তার অগোচরে টাকা-পয়সা নিয়ে নেওয়া এবং তাকে না জানিয়ে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে না।

(আল বাহরুর রায়েক : ৪/১৭৭)

★নিয়মিত হাতখরচ দেওয়াঃ

এখানে আরেকটি কথাও স্মর্তব্য যে ভরণ-পোষণের অর্থ শুধু এটিই নয় যে শুধু তাকে তিনবেলা খানা আর কাপড়-চোপড় ও থাকার ঘর দিলাম। বরং তাকে মাঝেমধ্যে প্রয়োজন পরিমাণে সামান্য হাতখরচও দেওয়া জরুরি। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, এমন কিছু প্রয়োজন যা কারো কাছে চাইতে ইতস্তত বোধ হয়, তখন হাতখরচের টাকা দিয়ে পূরণ করতে পারবে। তাই স্বামীর এ ব্যাপারেও সচেতন হওয়া উচিত। তবে খরচের ক্ষেত্রে অপচয় থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য জরুরি।(বীবী কে হুকুক পৃ: ৪৯-৫০)

★সদাচরণ করাঃ

আজকাল দেখা যায় স্বামীরা বাইরে সবার সাথেই ভালো আচরণ করলেও ঘরে এসে বাঘ সাজে। স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করতেই যত বাধা।এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'আর তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যদি তাকে তোমার অপছন্দও হয়, তবু তুমি যা অপছন্দ করছ, আল্লাহ তাতে সীমাহীন কল্যাণ দিয়ে দেবেন।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর ওপর রুষ্ট হবে না, কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারবে।' (সহিহ মুসলিম হাদিস : ১৪৬৯) অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নারীদের প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ দাও।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫১৮৪)

অন্য হাদিসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২)

★স্ত্রীকে যৌতুকের জন্য চাপ না দেওয়াঃ

অভিশপ্ত এ যৌতুক প্রথা তথা বর বিক্রয়ের নিয়ম ইসলামে নেই।এটি ইসলাম বিরোধী কাজ,অনৈসলামিক কু-প্রথা।ইসলাম পাত্রের সাথে পাত্রীর,নরের সাথে নারীর, বরের সাথে কনের বিবাহ দিতে আগ্রহী, ধন-সম্পদের সাথে বরের বিবাহ দিতে আগ্রহী নয়।যারা মূলত যৌতুকের অর্থ অনুমান করে বিবাহ করে এবং পরবর্তীতে স্ত্রীকে এর জন্য চাপ দেয়, অত্যাচার করে তাদের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে সম্পদের সাথে যৌতুকের টাকার সাথেই তাদের প্রকৃত পরিণয়।স্ত্রীর ওপর তাদের অধিকার খাটে না, দাবি চলে না বস্তুত কোনো আত্মসম্মান সভেতন নারীই যৌতুকের পাত্র বা তার আত্মীয়-স্বজনকে মনের সিংহাসনে প্রীতির আসনে বসাতে পারে না।ভেসে ওঠে তার মনের মুকুরে সদা পাত্রপক্ষের অর্থ-লোলুপতার বীভৎস দৃশ্য।এজন্য স্বামী যদি সত্যিকারভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে ভালোবাসা ও সম্মান পেতে চায়, তবে প্রতিটি স্বামীর এই অভিশপ্ত প্রথা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।

(মুখতাসুল কুদূরী,২য় খন্ড, কিতাবুন নিকাহ, পৃষ্ঠা ৫৫)

★গর্ভকালীন ও গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে স্ত্রীকে সময় দেয়া ও সাহায্য করাঃ

এই সময় প্রতিটি স্ত্রীর জন্য একটি অতীব আবেগ, গুরুত্বপূর্ণ ও রিস্কি সময়।এই সময় স্ত্রীর মনে ও শরীরে নানান পরিবর্তন দেখা দেয়। হুটহাট মন পরিবর্তন হয়ে যায়,অস্থির লাগে,অনেক সময় রাগ লাগে, অনেক সময় কষ্ট হয়। স্ত্রী এই সময় ভালো মত খেতে পারে না,ঘুমাতে পারে না। এরপরেও সে তার অনাগত সন্তানের মুখ দেখার জন্য সবকিছু সহ্য করে।আর এই সময়টায় প্রিয় মানুষের একটু ভালো কথা,একটু সাহায্য করা স্ত্রীকে আরো বেশি প্রফুল্ল করে তুলে।তাই প্রতিটা স্বামীর উচিত এই সময়টায় স্ত্রীকে সময় দেয়া ও তাকে সাধ্যমত সাহায্য করা।

★স্ত্রীকে যৌতুকের জন্য কখনোই চাপ না দেয়াঃ

যৌতুক একটি অভিশপ্ত প্রথা।একজন স্বামীর কখনোই স্ত্রীর থেকে যৌতুক নেয়ার অধিকার নাই।এর জন্য কোনো চাপ দেয়ার ও অধিকার নেই।তাই স্বামী দের উচিৎ এই প্রথা থেকে দূরে থাকা ।

★শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখাঃ

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন, তবে তাদের থেকে কোনো অন্যায় কথা বা কাজ প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা শুধরে দিতেন, এ ক্ষেত্রে কখনো শিথিলতা করতেন না এবং স্ত্রীদের ভালোবাসা তাঁর এ কাজে বাধা হতো না; বরং ভালোবাসার সঙ্গে সংশোধন করতেন।

হাদিস শরিফে এসেছে, 'স্মরণ রেখো, তোমরা সবাই দায়িত্বপ্রাপ্ত, তোমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর প্রজাদের হকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন, পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারি, হাদিস : ৮৯৩)

★প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাঃ

স্ত্রীর দ্বিন-দুনিয়ার প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাও স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার। এ ক্ষেত্রে কোরআনে নির্দেশ হলো, 'তোমরা তোমাদের নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'

(সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৬)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তোমরা পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দীক্ষা দাও।

(তাফসিরে তাবারি : ২৩/৪৯১)

★নেক আমলের প্রতি উৎসাহ দেওয়াঃ

স্ত্রী যদি কোনো নেক আমল করে ও ফরজ বিধান মেনে চলে তবে তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে নিজে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতেন এবং স্বীয় পরিবারকেও জাগিয়ে দিতেন।

(বুখারি, হাদিস : ২০২৪)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'ওই পুরুষকে আল্লাহ তাআলা রহম করুন, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও উঠিয়ে নামাজ পড়ায়, যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তার চোখে কোমলতার সঙ্গে পানি ছিটিয়ে দেয়। ওই নারীকে আল্লাহ তাআলা রহম করুন, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং তার স্বামীকেও উঠিয়ে নামাজ পড়ায়, যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তার চোখে কোমলতার সঙ্গে পানি ছিটিয়ে দেয়।'

(আবু দাউদ, হাদিস : ১৩০৮)

শুধু আইনের বাঁধনে জীবন চলে না।তবে শেষ কথা হলো, ইসলামে নৈতিকতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম তার অনুসারীদের আইনের ঊর্ধ্বে উঠে নৈতিকতার ওপর চলতেই উদ্বুদ্ধ করে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু আইনের

সম্পর্ক নয়; বরং তাদের সম্পর্ক হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক। শুধু আইনের বিশুদ্ধ উত্তাপের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারে না কোনো সুস্থ সমাজ। কল্যাণ তখনই আসবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন আইনের গণ্ডি পেরিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের সুন্নতের ওপর চলতে সচেষ্ট হবে।

৯.স্বামী অসন্তুষ্ট হলে স্ত্রীর করণীয়

চলার পথে আমাদের অনেকের ভুল হয়ে যায়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আমরা প্রায়ই ভুল করে ফেলি। কেউ কেউ যখন ভুল বুঝতে পারে তা শুধরে নেয়। আবার কেউ নিজের ভুলের ওপর গোঁ ধরে বসে থাকে।এই মনে করে যে ভুল স্বীকার করা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী। হয়তো এর কারণে নিজের সম্মানহানি হবে। অথচ বিষয়টি একেবারেই এমন নয়। মানুষ ভুল করবে—এটাই স্বাভাবিক। আর মহৎ গুণগুলোর একটি হচ্ছে, কৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়া। ভুল করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরা উত্তম। ’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৫১) আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর ঘটনা।

স্বামী স্ত্রী ও ভুল এর উর্ধে না।তাদের ও ভুল হয়।এক্ষেত্রে উভয়ের ই এগিয়ে আসা উচিত।কিন্তু অনেক সময় স্বামী এগিয়ে আসতে চায় না।সেক্ষেত্রে স্ত্রীর যদি কোণ ভুল থাকে তবে অবশ্যই তার এগিয়ে আসা উচিত।ভুল না

থাকলেও স্বামী কেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন না তা নিয়ে ফিকির করা উচিত। স্বামী যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত হল-

★সবার আগে নিজের ইগো বিসর্জন দেয়া।



★স্বামীর কাছে গিয়ে নিজের ভুল স্বীকার কর, সরি বলা।মনে রাখতে হবে,ভুল স্বীকার করা ব্যক্তি পরপন্থী কাজ নয়।এই একটা সরি শব্দ অনেক বেশি কাজে দেয়।

★ ভবিষ্যতে এমন ভুল না করার ফিকিরে থাকা।

★নিজের মাঝে এমন মনোভাব না রাখা যে, 'আমি তো কোনো ভুল করিনি,আমি কেন আগে মিউচুয়াল হব।সে আগে মিউচুয়াল করুক'।

★স্বামীর মন ভালো করার চেস্টা করা। হতে পারে তা সাজগোছ এর মাধ্যমে অথবা স্বামীর পছন্দের কোনো খাবার রান্না করার মাধ্যমে।

অনেক সময় স্ত্রী নিজে বুঝতেও পারে না যে ভুল করে ফেলেছে।স্ত্রী ও মানুষ, ভুলের উর্ধ্বে না।চলতে ফিরতে ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় স্ত্রীর দাড়া ভুল হতে পারে।এমন সময় স্বামীর উচিত রাগারাগি না করে ভুল টা সুন্দর করে ধরিয়ে দেয়া।আমাদের আম্মাজান আয়িশা রা আটা পিষতে পিষতে ঘুমিয়ে যেতেন,বকরি আটা খেয়ে নিত।রসুল স এগুলা নিয়ে কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। মহান আল্লাহপাক বলেন,

'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যদি তাকে তোমার অপছন্দও হয়, তবুও তুমি যা অপছন্দ করছ হয়তো আল্লাহ তাতে সীমাহীন কল্যাণ দিয়ে দেবেন। (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৯)।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন," কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর ওপর রাগান্বিত হবে না। কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার জন্য সে তার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারবে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৯)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২)।

৯.১.ভুল স্বীকার করা নিয়ে কুরআন ও হাদিস থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার চমৎকার উদাহরণ রেখে গেছেন রাসুলের প্রিয় সাহাবি আবু বকর ও ওমর (রা.)। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর মধ্যে বিতর্ক হলো,

আবু বকর (রা.)-এর কোনো কথায় ওমর (রা.) রাগান্বিত হন। এবং রাগান্বিত অবস্থায় ওমর (রা.) সেখান থেকে চলে গেলেন। আবু বকর (রা.) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু নিলেন, কিন্তু ওমর (রা.) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবু বকর (রা.) রাসুল (সা.)-এর দরবারে এলেন। আবু দারদা (রা.) বলেন, আমরা তখন রাসুল (সা.)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমাদের এই সঙ্গী আবু বকর আগে কল্যাণ লাভ করেছে। ' তিনি বলেন, এতে ওমর লজ্জিত হলেন এবং সালাম করে নবী (সা.)-এর পাশে বসে পড়েন। সব কথা রাসুল (সা.)-এর কাছে বর্ণনা করেন। আবু দারদা (রা.) বলেন, এতে রাসুল (সা.) অসন্তুষ্ট হলেন। আর আবু বকর (রা.) বারবার বলছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি বেশি দোষী ছিলাম। ' পুনরায় রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা আমার খাতিরে আমার সাথির ত্রুটি উপেক্ষা করবে কি? তোমরা আমার খাতিরে আমার সঙ্গীর ত্রুটি উপেক্ষা করবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসুল, তখন তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলেছ আর আবু বকর (রা.) বলেছিল, আপনি সত্য বলেছেন। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৬৪০)

আমি ভুল করেছি, আমাকে মাফ করে দিন। ' এটুকু কথায় লুকিয়ে থাকা সব ক্ষোভ রফা করে দিতে পারে মুহূর্তেই। কিন্তু সমাজে ভুল স্বীকার করার মানুষ খুব কম। অথচ এই অনুশোচনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের প্রকাশ ঘটে। তাই ভুল হলে আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিজের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। এতে দুর্বলতা নয়, উদারতা প্রকাশ পায়। তাই ভুল হলে আমাদের করণীয়-

এক. ভুল স্বীকার করা এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া। আর এর দায়ভার মেনে নেওয়া। কোনো মাধ্যম ব্যতীত যার সঙ্গে ভুল হয়েছে সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করা। আর প্রকাশ্যে ভুল করলে প্রকাশ্যে তার

জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কারো প্রতি দায়ভার না চাপিয়ে নিজেই সব মেনে নেওয়া। নিজের ভুল স্বীকার করতে গিয়ে আকার-ইঙ্গিতে কাউকে দোষারোপ না করা।

দুই. ভুল যদি নিজের অজান্তে হয়ে থাকে তাহলেও তা মানুষের সামনে স্পষ্ট করা। ইনশাআল্লাহ, এর দ্বারা আপনার সম্মান বৃদ্ধি হবে। তবে বারবার যেন একই ভুল করা থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকা, নয়তো এর কারণে মানুষের মধ্যে আপনার তথা ওজন কমে যাবে। উল্টো আপনি হবেন হাসির পাত্র।

তিন. কৃত ভুলের কারণে যদি কোনো সংকট তৈরি হয় তা মেনে নিয়ে সমাধানের পথ খোঁজা। এ ক্ষেত্রে কোনো তিরস্কারের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করা। তার সঙ্গে অহেতুক তর্কে না জড়ানো; বরং অনুশোচনা প্রকাশ করা।

ভুল স্বীকার করা নবীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। অথচ তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আমাদের জন্য নমুনা হিসেবে রেখে গেছেন ভুল স্বীকার মানুষের মর্যাদাকে ছোট করে না।

★আদম (আ.)-এর ভুল স্বীকারঃ

আমাদের পিতা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) যখন বুঝতে পেরেছেন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তাঁরা ভুল করেছেন এবং নিষিদ্ধ গাছ থেকে ফল ভক্ষণ করেছেন। তখন তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ বলেন,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا ٚ وَ اِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَ تَرۡحَمۡنَا لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ[65]

---

[65] সুরা আরাফ, আয়াত : ২৩

তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। '

★মুসা (আ.)-এর ভুল বুঝতে পারা-

নবুয়ত প্রাপ্তির আগের মুসা (আ.) যখন জনৈক কিবতিকে চড় দিতে গিয়ে হত্যা করেছিলেন। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্বীকার করলেন—এই কাজটি শয়তানের প্ররোচনায় হয়েছে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলেন। আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين ً

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ُ[66]

'আর তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রুদলের। অতঃপর মুসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলেন এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন। ' মুসা বললেন, 'এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। তিনি বলেন, 'হে আমার রব! আমি তো

---

[66] সুরা কাসাস, আয়াত : ১৫, ১৬

আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ’।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন।

৯.২.আরো কিছু কার্যকরী উপায়

যে কারোর মন জয় করতেই আমাদের কে অনেক কিছু করতে হয়।একটা সংসারে স্বামীর মন জয় কররা জন্য স্ত্রী নিম্নরূপ কিছু টিপস প্রয়োগ করতে পারেঃ

★নারীসুলভ আচরণ করা (যেমনঃ কোমল হওয়া), স্বামীরা তাদের স্ত্রীর জায়গায় কোন পুরুষ চায় না!

★সুন্দর/আকর্ষণীও পোশাক পরা।স্ত্রী যদি গৃহিণী হন, সারাদিন ধরে রাতের পোশাক (ঢিলাঢালা আরামদায়ক পোশাক) পরে থাকবে না।

★ঘাম/মশলা জাতীয় গন্ধ থেকে পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত থাকা।

★স্ত্রী নিজ স্বামী বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার সাথে সাথে যাবতীয় সমস্যার কথা বলা শুরু করবে না। তাকে আগে কিছুটা মানসিক বিরতি দিতে হবে।

★বার বার জিজ্ঞেস না করা যে, ‘কি ভাবছ?’

★অনবরত দোষারোপ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ স্ত্রীকে আসলেই সত্যিকার অর্থে অভিযোগ করার মত কিছু দেন।

★অন্যের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা বর্ণনা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। এমনকি সাহায্য বা পরামর্শ চাওয়ার অজুহাতেও না! স্ত্রী যদি মনে করেন আপনার বৈবাহিক সমস্যার আইনানুগ সমাধান প্রয়োজন, তাহলে এমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাওয়া যিনি যেকোনো অন্যায়ের ব্যাপারে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করে দিতে পারে, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আবার সুন্দর সমন্বয়ে মিল করাতে পারেন , অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে সৌহার্দপূর্ণভাবে বিচ্ছেদ করাতে পারেন।

★নিজ শাশুড়ির সাথে ভাল আচরণ করা, যেমন আচরণ স্ত্রী চান যে, তার স্বামী তার মায়ের সাথে করুক।

★ইসলামে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে নেয়া। অধিকার আদায়ের চেয়ে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদনের ব্যাপারে আগে সজাগ হওয়া।

★যখন স্বামী ঘরে আসে, দরজায় এমন ভাবে ছুটে যান যাওয়া যেন স্ত্রী তারই অপেক্ষায় ছিলেন। হাসিমুখে তাকে সালাম দেয়া।

★ বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; অন্তত স্বামী যতটুকু পরিচ্ছন্ন দেখতে পছন্দ করে।

★তাকে এমন বিষয়ে প্রশংসা করা, যে বিষয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নন (যেমন, চেহারা, বা বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি)। এটা তার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

★স্বামীকে বলা, স্বামী হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ।

★স্বামীর পরিবার পরিজনের সাথে যোগাযোগ রাখা।

★স্বামীকে সহজ কোন গৃহস্থালি কাজ দেয়া, কাজটি করে ফেলার পর তাকে ধন্যবাদ জানানো। এতে সে আরও উৎসাহিত হবে।

★সে যখন কোন একঘেয়ে কথা বলে, তার কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। মাঝে মাঝে তাকে প্রশ্নও করুন যাতে সে বুঝতে পারে আপনি তার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন।

★স্বামীকে ভাল কাজে উৎসাহিত করা।

★স্বামীর যখন মেজাজ খারাপ থাকে, তাকে কিছুটা সময় একা থাকতে দেয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ, একসময় তার মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।

★ খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য স্বামীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানানো। এটি অনেক বড় ব্যপার।

★স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকে, স্ত্রী চুপ থেকে তাকে চেঁচাতে দেওয়া। দেখা যাবে বিবাদ অনেক দ্রুত থেমে গেছে। পরে যখন সে শান্ত হবে, তখন স্ত্রী নিজের কথা বোঝাবেন।

★যখন স্ত্রী স্বামীর ওপর রেগে যান, তখন এটা না বলা যে, তিনি স্ত্রীকে রাগিয়েছেন, বরং এটা বলা যে, তার কাজে স্ত্রী আপসেট হয়েছেন। স্ত্রী রাগকে স্বামীর দিকে নির্দেশ না করে তার কাজ বা উদ্ভুত পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ করবে।

★মনে রাখতে হবে,স্বামীরও আবেগ অনুভুতি আছে, কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

★স্বামীকে তার বন্ধুদের সাথে কোন রকম অপরাধবোধ ছাড়া কিছু সময় কাটাতে দেয়া, বিশেষতঃ যদি তারা ভাল মানুষ হয়। তাকে বাইরে যেতে উৎসাহ দিতে হবে, যাতে সে নিজেকে ঘরের ভেতর 'আবদ্ধ' বোধ না করে।

★স্বামী যদি স্ত্রীর কোন সামান্য কাজে বা অভ্যাসে বিরক্ত হয় (যেটি স্ত্রী সহজেই নিয়ন্ত্রন করতে পারে), সেটি করা বন্ধ করে দেয়া।

★নিজের মনের কথা তাকে খোলাখুলি বলতে শিখা; সে সবসময় বুঝে নেবে বা অনুমান করতে পারবে এমন চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা। স্ত্রী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা শিখতে হবে।

★ছোট ছোট বিষয়ে রাগ না করা।

★স্বামীর সাথে হাসি মশকরা করা, যাতে দুই জনের মনই প্রফুল্ল হয়।

★স্বামীকে বলা, নিজে স্ত্রী হিসাবে সেরা, এবং এমন বিষয়ে নিজের উল্লেখ করা যেটা আসলেই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অহংকার করে নয়, বিনয় এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে।

★ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে- "The way to a man's heart is through his stomach" তাই তার পছন্দের খাবার তৈরি করা শিখা।

★স্ত্রীর পরিচিত বা আত্মীয় স্বজনের কাছে কক্ষনও স্বামীর বদনাম করা যাবে না। তারা যদি একথা মেনে নেয় ও বিশ্বাস করা শুরু করে, তাহলে তা স্ত্রীকেই পাল্টা আহত করবে। স্ত্রী নিজেই তখন হীনমন্যতায় ভুগবেন এই ভেবে

যে তার স্বামী খারাপ, আবার অন্যরাও ভাববে যে স্বামী খারাপ। আল্লাহ বলেছেন –“ধ্বংস ওই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।”[সুরা হুমাজাঃ১]

★বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের সময়টাকে কাজে লাগানো, এবং নিজ দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করুন। এতে স্ত্রী নিজেও খুশি হবেন, স্বামীরও ভাল লাগবে।

★উপরের সবগুলো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি এমন নিয়্যাত রাখা।তাহলে স্ত্রী যা করছেন আল্লাহ তায়ালা তাতে বরকত দেবেন।

★স্বামী স্ত্রী একে অপরের পছন্দ-অপছন্দ, করণীও-বর্জনীয় বিষয়গুলো বিজ্ঞতার সাথে আলোচনা করবে। স্বামীকে এমন ভাবে আদেশ বা নির্দেশ দেবেন না যেন মনে হয় সে স্ত্রীর ‘অধীনস্ত’। বরং কুরআনে বলা হয়েছে – তারা তোমাদের জন্য আবরণ, এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। [সুরা বাকারাঃ১৮৭]

★স্বামীকে বারবার বলা,স্ত্রী তাকে কত ভালোবাসেন।

★নিজ স্বামীর সাথে খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করা, এবং তাকে জিততে দেওয়া।

★সুস্থ থাকা, এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া, যাতে বলিষ্ঠ ভাবে একজন মা, স্ত্রী ও গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করতে পারা যায়।

★আচার-আচরনে মার্জিত থাকা (যেমনঃ ঘ্যানঘ্যান করা, অতি উচ্চস্বরে হাসা বা কথা বলা, থপথপ করে সশব্দে হাঁটাচলা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।)

★স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া, আর তাকে না জানিয়ে তো অবশ্যই বের হউয়া যাবে না।

★ স্বামীর পরিধেয় কাপড়গুলো যেন নিয়মিত পরিষ্কার থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা।

★জরুরি অথবা বিতর্কিত বিষয়ে তার সাথে এমন সময় আলোচনা না করা, যখন সে ক্লান্ত অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে। সঠিক সময়ে সঠিক আলোচনা করা।

★ স্বামী কষ্ট করে কাজ করে উপার্জন করছেন এবং স্ত্রীর খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করছেন- এই ব্যাপারটির সবসময় প্রশংসা করা। এতে তার কাজের স্পৃহা বাড়বে।

★ চুল সব সময় আঁচড়িয়ে রাখা ও নিজেকে পরিপাটি রাখা।

★মাঝে মাঝে হাদিয়া দিতে হবে। উপহার স্বরূপ তাকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও দেয়া যায়।

★স্বামীর আগ্রহ ও শখের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার চেষ্টা করে হবে।

★অতিরিক্ত কেনাকাটা না করা...তার সমস্ত টাকা খরচ করে না ফেলা ।

★তার জন্য নিজেকে আকর্ষণীও করে সাজানো, তার সাথে খুনসুটি করা

★ ত্বকের যত্ন নেয়া, বিশেষতঃ চেহারার। চেহারাই আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

★অন্তরঙ্গ ব্যাপারে যদি আপনার কোন অসন্তুষ্টি থাকে, তাকে জানানো, তার সাথে কথা বলা। তাকে বুঝতে সাহায্য করা। নীরব থেকে পরিস্থিতি খারাপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করা উচিত।

★প্রতিদিন, প্রতি ওয়াক্তের নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, যেন তিনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ভালবাসার ও সহমর্মিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে দেন এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন। দোয়ার মত কার্যকরী কিছুই নেই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা তখনই থাকে যখন আল্লাহ তাদের মাঝে এটা দেন।

★কক্ষনো নিজের স্বামীর সাথে অন্যদের স্বামীর তুলনা করা যাবে না। যেমনঃ কখনও এটা না বলা, 'অমুকের স্বামী তো এমন করে না, তুমি কেন এমন কর...'

★নিজ স্বামী যেমন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস করতে হবে । কারণ, কেউ নিখুঁত নয়, স্ত্রী নিজেক নন। আর যদি, ত্রুটিহীন, নিখুঁত সঙ্গী চান তাহলে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। ইনশাআল্লাহ সেখানে স্ত্রী নিজে এবং স্বামী দু'জনেই হবে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন।

★৫ ওয়াক্ত নামাজ এর তাকিদ দেয়া সহ তাহাজ্জুদ নামাজের সময় তাকে ডাকা এবং সাথে তাকেও নামাজ পড়তে বলা।আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাদের দুজনকেই মুত্তাকী হতে সাহায্য করেন।

সর্বাগ্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকা। যদি সমস্ত স্ত্রীরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় রত থাকে, নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের স্বামীদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

১০.স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের অবনতির কিছু কারন

আমাদের ইসলাম ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম।এখানে অবাঞ্চিত কোনো কিছুর মূল্য নেই।ইসলামে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কিছু সুন্দর নীতিমালা প্রয়োগ করেছে, যা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য ই কল্যানকর।কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এসব নীতিমালা পালন তো দূর,মানতেই চায় না কেও।এগুলির পেছনের কিছু কারন তুলে ধরছিঃ

১.এখনকার যুগে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছে, তেমনি তাদের সচেতনতাও বাড়ছে। বাড়ছে স্বনির্ভরতা। তাই তারা স্বামীর আনুগত্য করতে চায় না।আনুগত্য করাকে দাসত্ব মনে করে।যার ফলে স্বামীর প্রতি তার যে সম্মান বা দায়িত্ব পালন এর কথা ছিল, তা তারা পালন করে না।

২.আরেকটি বড় কারণ হল বিশ্বাসহীনতা । নানা কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসহীনতা বাড়ছে। এখন দু'জনই কাজ করছেন, বাইরে যাচ্ছেন। তাদের সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতি জনের সঙ্গে মিশছেন কথা বলছেন। আর এটা যে বাইরেই তা নয়। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এই যোগাযোগ সার্বক্ষণিক যোগযোগে পরিণত হয়।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিচিতি এবং সম্পর্কের বহুমুখী ধারা তৈরি করেছে। আর এখানে স্বচ্ছতা না থাকলেই বিপর্যয় ঘটছে এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী যে কেও জড়িয়ে যাচ্ছে।

৩.একজন আরেকজন কে সম্মান না করা।তুচ্ছতাচ্ছিল্য ব্যবহার করা,যার ফলে একটা সংসার সুখের না হয়ে নরকে পরিণত হচ্ছে।

৪. স্ত্রী রা সময়মত সন্তান নিতে চায় না।নিজের পড়াশোনা, ক্যারিয়ার বিল্ড আপ,এম্বিশন ইত্যাদির জন্য সন্তান জন্মদানে অনাগ্রহ দেখায়। যার ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে অনেক সময় ফাটল ধরে।

৫. একে অপরের পরিবারের সদস্য দের কে সম্মান করে না।এতেও একে অপরের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে।

৬. বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অনেক স্বামী সামর্থ্য থাকার পরেও, স্ত্রীর দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে অবহেলা করে।হাত খরচ দিতে চায় না, জামা কাপর ছিড়ে গেলেও অনেক হাজবেন্ড বানিয়ে দেয় না ইচ্ছে করে।আবার কিছু বললেই ঝগড়া, মারধোর শুরু করে।এমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে।

৭. অনেক স্ত্রী স্বামীর উপার্জন নিয়েও সন্তুষ্ট থাকে না। স্বামী চাইলেও দেখা যায় তার আর্থিক সমস্যার জন্য স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। অনেক অবুঝ স্ত্রী রা তখন স্বামীর এই অবস্থায় সাহায্য না করে ভুল বুঝে, আঘাত দিয়ে কথা বলে।

৮. একজন স্ত্রী বিয়ের আগে কোনদিন কোনকাজ না করলেও বিয়ের পরে সংসারের সব কাজ অনেক সময় এক হাতে করে থাকে।কিন্তু তার মূল্যায়ন তো দূর, সামান্যতম এপ্রিশিয়েট ও স্বামী ও তার পরিবার করে না। সহ্য করতে করতে একটা পর্যায়ে বর্তমানের স্ত্রীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠে,স্বামীর প্রতি অবহেলা করে।

কিন্তু এগুলার কোনোটাই উচিত বা কাম্য নয়।ইসলাম আমাদের কে এমন শিক্ষা দেয় নি।আজকালকার স্বামী- স্ত্রী দের মাঝে দুনিয়াবি অনেক ডিগ্রী থাকলেও ইসলামের শিক্ষা থাকে না। থাকলে এমন হত না।স্ত্রী হোক বা স্বামী উভয়ের ই উভয়ের প্রতি সম্মান বজায় রেখে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রাপ্য হক,অধিকার, দায়িত্ব পালন করতে হবে। নয়ত বর্তমান সমাজে দিন দিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ ই হতে থাকবে,যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাই স্বামী স্ত্রীকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হবার উপরোক্ত কারন গুলি এভয়েড করে চলতে

হবে।ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।নিজেদের সমসযাগুলি নিয়ে বসে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। দুইজনের দুইজঙ্কে ছাড় দেয়ার মনমানসিকতা তৈরি করতে হবে।তাহলেই দুজনের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ্।

১১.স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধির আমলসমূহ

স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরানো, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো শয়তানের সবথেকে পছন্দের কাজ।এজন্য শয়তান থেকে ধোঁকা থেকে বেচে থাকতে নিয়মিত কিছু আমলের মধ্যে গভির ভালোবাসা সৃষ্টির ৫টি শক্তিশালি আমল হলোঃ

১- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলে, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা কমে গেলে এয়া মানেয়ু ৭০ বার পড়ে পানিতে, দুধে ও খাবারে দম করে সে পানি ও খাবার স্বামী ও স্ত্রী যার সমস্যা তাকে খাওয়াতে হবে।

২- স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল মহব্বত কমে যায় বা উভয়ের মাঝে বনিবনা না হয় বা তাদের একজন অপর জনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়; তখন আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণবাচক নাম يا ودود (ইয়া ওয়াদুদু)’ ১০০১ (এক হাজার এক) বার পাঠ করে কোনো মিষ্টি খাবার-দ্রব্যের মাঝে ফুঁ দিয়ে খাওয়ালে, আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মিল-মহব্বত ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে।

৩- স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল মহব্বত কমে যায় বা উভয়ের মাঝে বনিবনা না হয় বা তাদের একজন অপর জনের ওপর অসন্তুষ্ট হয় তাহলে , পবিত্র কুরানের এই আয়াত,

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي[67]

(ওয়া আলকাইতু আলাইকা মাহাব্বাতাম মিন্নি ওয়ালিতুসনাআ আলা আইনি)

আয়াতের অর্থ হল- ‘‘আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতি পালিত হও।’’

স্বামী রাগ করলে স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে পড়তে থাকবে । (যখন যখন স্বামী স্বামী সামনে আসবে তখন তখন স্ত্রী এই আমল করবে) ।আর স্ত্রী রাগ করলে স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পড়তে থাকবে । (যখন যখন স্ত্রী সামনে আসবে তখন তখন স্বামী এই আমল করবে) । আল্লাহর রহমাতে দুজনে মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ।

৪- স্বামী রাগ করলে স্ত্রী আর স্ত্রী রাগ করলে স্বামী নিম্নের আমলটি করবে, আমলটি হল

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم[68]

---

[67] সুরা ত্বহা- আয়াত :৩৯

[68] সুরা বাকারা ২:১৩৭

(ফাসা এয়াকফিকাহুমুল্লাহু ওয়াহুয়াস সামিউল আলিম)

অর্থঃ “সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।”

ফজরের নামাজ পর ১০০ বার আর এশার নামাজের পর ১০০ বার পড়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে । ইন শা আল্লাহ দুজনের মধ্যে মহাব্বাত গভীর হবে ।

৫- যে আমলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হবে। পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থির হবে। তাই স্ত্রীর প্রতি যদি স্বামীর ভালোবাসা কমে যায় কিংবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা কমে যায় তবে এ আমলটি করা যেতে পারে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ[69]

উচ্চারণ : ওয়া মিনান্ নাসি মাইঁ ইয়াত্তাখিজু মিংদুনিল্লাহি আংদাদাইঁ ইয়ুহিব্বুনাহুম্ কাহুব্বিল্লাহ; ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল্লিল্লাহ; ওয়া লাও ইয়ারাল্লাজিনা জ্বালামু ইজ ইয়ারাওনাল আজাবা আন্নাল কুওওয়াতা লিল্লাহি ঝামিআও ওয়া আন্নাল্লাহা শাদিদুল আজাব।’

অর্থঃ “আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব

[69] সুরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।”

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তখন স্ত্রী মিষ্টি জাতীয় বস্তুর ওপর এ আয়াত পাঠ করে দম (ফুঁ) করবে এবং স্বামীকে তা আহার করাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় অসন্তুষ্ট স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তবে অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো উপকার হবে না।

১২.স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত কিছু কুসংস্কার

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালা স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।স্ত্রীকে এটা মানতেই অবে।কিন্তু স্বামীর সম্মান ও উঁচু মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে সমাজে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এই কুসংস্কার গুলির মাধ্যমে এই সমাজে স্ত্রীকে নানাভাবে অত্যাচারিত হতে হয়।বারবার শুনিয়ে শুনিয়ে স্ত্রীকে এইগুলো মেনে নিতে এবং পালন করতে, একপ্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয় ও বাধ্য করা হয়।অথচ ইসলামে এমন কুসংস্কার এর কোনো ভিত্তি নাই।এরকম কিছু প্রচলিত কুসংস্কার তুলে ধরা হলোঃ

১২.১. স্বামীর পা এর নিচে স্ত্রীর জান্নাত

স্ত্রীর কাছে স্বামীর মর্যাদা অনেক বেশি। কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা অনুযায়ী সব সময় স্বামীর আনুগত্য থাকার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা কুসংস্কার আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত আছে।তা হলো, "স্বামীর পা এর নিচে স্ত্রীর জান্নাত "

এই প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাংগীর (রহ) বলেন, বহুল প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: ‘‘হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, স্ত্রীগণের বেহেশত স্বামীর পায়ের নিচে।’’[মাও. গোলাম রহমান, মকছুদোল মো’মেনীন পৃ. ৩২৮]

এ কথাটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও এ কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জান্নাত উভয়ের হাতে। উভয়ের প্রতি উভয়ের দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

না জেনে, না যাচাই করে এত বড় একটা কুসংস্কার কে পুঁজি করে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব বোঝাতে গিয়ে নানানরকম অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে,যা খুব ই দুঃখজনক ব্যাপার। তাই আমাদের উচিত যে কোনো কথা শুনে তা আগে নিজে যাচাই করা।

১২.২.স্ত্রী চুড়ি ও নাকফুল না পরলে স্বামীর আয়ু কমে যায়

নারীর অনেক শখের ও পছন্দের জিনিস হল গয়না।এই গয়নার সাথে স্বামীর আয়ুকে মিলিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে,মেয়েদের জন্য হাতে চুড়ি ও নাকে নাক ফুল পড়া বাধ্যতামূলক। হাতে চুড়ি ও নাকে নাক ফুল

না পরলে স্বামীর হায়াত কমে যায়,এমন বিশ্বাস অনেকের।আর এইকথা বলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বোঝাতে গিয়ে স্বামী ও তার পরিবার অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে ফেলে।বাস্তবে এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই।ইসলাম এই কথাকে সমর্থন করে না।

ফিক্বাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়নে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরা কান ও নাক ছিদ্র করে গহনা পরতে পারবে। কেননা কানে গহনা পরার রীতি নবী করীম (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায়ও ছিল, তথাপি তিনি এটি নিষেধ করেননি। প্রশ্নে উল্লিখিত ধারণাটি ভ্রান্ত, কুসংস্কার ও আল্লাহ তায়ালার কালামে পাকের বিপরীত। কারণ আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের হায়াত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে সময়ের পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। তাই ঐ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।। [আদ-দুররুল মুখতার মাআ শামী- ৯/৬০২, ফাতওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩৫৭,আল-বাহরুর রায়েক- ৯/৩৭৫, আহসানুল ফাতওয়া- ৮/১৯২, ফাতওয়া মাহমুদিয়া- ২৮/৩৫]



১২.৩.স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর গহনা পরা নিষিদ্ধ

আমাদের সমাজে এটি আরেকটি চরম কুসংস্কার। নারীদের স্বামী মারা গেলে নাকফুল, কানের দুল, হাতর চুড়ি বা কাকন খুলে ফেলা হয় কিংবা খুলে রাখতে বলা হয়। অঞ্চলভেদে মৃত স্বামীর দাফন-কাফনের চেয়ে স্ত্রীকে বিধবায় রূপান্তরের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়।অথচ এটিও একটি ভিত্তিহীন কথা।

ইসলামিক স্কলারদের মতে, স্বামীর মৃত্যুতে নারীর ব্যবহৃত কোনো গহনা খোলা কিংবা গহনা ব্যবহার না করা বাধ্যতামূলক নয়। এ রকম কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনাও ইসলাম দেয় না। বরং স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য করণীয় মুল বিষয় হলো- ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করা। আর ৩ দিন শোক পালনের পাশাপাশি ইদ্দত পালনকালীন সময়ে সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকা।

তাই নারীরা স্বামীর মৃত্যুর পর ৩দিন শোক পালন করবে। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে। অনেকে ৪০ দিন ইদ্দত পালনের কথা বলে থাকেন। না, ৪০ দিন নয় বরং ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। আর ইদ্দত পালনকালীন পুরো সময়ে সাজ-সজ্জা থেকে নিজেকে বিরত রাখাও জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير[70]

অর্থঃ 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে।থ

তবে শোক পালন ও সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা মানে এটি নয় যে, স্বামীর মৃত্যুর আগে থেকে ব্যবহৃত নাকফুল, কানের দুল, হাতের চুড়ি-কাকন কিংবা গলায় ব্যবহৃত গহনা খুলে ফেলতে হবে। আর এগুলো নাক-কান-গলা কিংবা হাতে থাকতে পারবে না। ইদ্দত পালন, শোক পালন ও সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে একাধিক হাদিসে এসেছে-

১. ইদ্দত-শোক পালনের নির্দেশ

হজরত উম্মে হাবিবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য তার স্বামী ব্যতিত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের

[70] সুরা বাকারা : আয়াত ২৩

বেশি সময় হিদাদ (শোক করা ও সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকা) বৈধ নয়। আর স্বামীর মৃত্যুতে (স্ত্রী) ৪ মাস ১০ দিন হিদাদ পালন করবে।' (বুখারি)

২. রঙিন পোশাক

হজরত উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো স্ত্রীর স্বামী ব্যতিত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে। আর এ সময় কোনো রঙিন কাপড় পরবে না। অবশ্য হালকা রংবিশিষ্ট পোশাক পরতে পারে। আর সুরমা ব্যবহার করবে না, এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। অবশ্য হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) থেকে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করতে পারে।' (আবু দাউদ)

৩. সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

হজরত উম্মে সালামা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদ্দতকালীন সময়ে রঙিন এবং কারুকার্যমণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরিধান না করে। আর সে যেন খিজাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।'

(আবু দাউদ)

স্বামীর মৃত্যুর পর করণীয় ও ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها

হিদাদ পালনের অর্থ হলো- নারীরা তার ইদ্দতকালীন সময়ে সুগন্ধি, সুরমা, মেহেদি, গহনাসহ পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে যাবতীয় সাজসজ্জা ত্যাগ করবে।'

(তাফসিরে কুরতুবি)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর গহনা ব্যবহারে স্বামীর কবর আজাব হয় কিংবা ছেলে সন্তানের আয়ু কমে যায় আবার স্বামী জীবিত থাকাকালীন সময়ে গহন না পরলে স্বামীর আয়ু কমে যায়; এসবই ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এসব ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার থেকে বিরত থাকাও নারীর জন্য একান্ত জরুরি।সুতরাং স্বামী মারা গেলেই নারীকে গহনা খুলে ফেলতে হবে এটিকে ইসলামের নির্দেশ মনে করে তা বাস্তবায়নকে আবশ্যক মনে না করা। বরং কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা মোতাবেক ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন, শোক পালন ও সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকাই হলো ইসলামের বিধান।

১২.৪.স্বপ্নে নাকফুল হারিয়ে গেলে বা খুলে গেলে স্বামীর ক্ষতি হয়

অনেকে মনে করে স্বপ্নে যদি দেখে যে,হঠাৎ নাকফুল টা খুলে পড়ে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে তাহলে জীবিত স্বামীর কোনো ক্ষতি হউয়া বুঝায়।এটাও একটা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা। এমন কিছুই হয়না স্বামীর। এমন

কুসংস্কার এড়িয়ে চলা উচিত। মুসলিম হলে এগুলো বিশ্বাস করাটাই তার জন্য ক্ষতির কারন হয়ে দাড়াতে পারে। কারন আল্লাহ মানুষকে সেই পথেই পরিচালিত করেন যে পথ সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।আল্লহুম্মাগফিরলি।

১৩.প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ : ।আস সালামু আলাইকুম। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কি তার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে? একইভাবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কি তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম। স্ত্রী ইন্তেকাল করলে স্বামী তাকে দেখতে পারবে, কিন্তু স্পর্শ করতে ও গোসল দিতে পারবে না। তবে স্বামী ইন্তেকাল করলে স্ত্রী গোসলও দিতে পারবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩১৪১, মুয়াত্তা মালেক : ১/২২৩)

প্রশ্ন ২: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ শায়খ। কিন্তু অনেক দ্বীনি মহলেই শুনি কোন স্ত্রীর জন্য নাকি ঘরের রান্নাবান্না করা, সন্তান লালনপালন ফরজ না (!)স্বামী এসব কাজ কর্মচারী রেখে করে নিবে।কিন্তু আমরা তো জানি, স্বামীর যেকোন জায়েজ হুকুম পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।একজন স্ত্রীর জন্য বিবাহের পর কি কি কাজ করা ফারজ বা ওয়াজিব তা জানতে পারলে উপকৃত হতাম।

উত্তরঃবিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অনেক অধিকার ও হক্ক রহিয়াছে।রান্নাবান্না করা, সন্তান দেখভাল করা যদিও ফিকহের উসূলমতে স্ত্রীর দায়িত্ব না, তবে সংসার দীর্ঘস্থায়ী করার এটি একটি মোক্ষম হাতিয়ার এবং ভদ্রতা ও সৌজন্যতা।

ঠিক তদ্রপ স্ত্রীর চিকিৎসা ব্যয়ভারও স্বামীর দায়িত্ব না।যদিও এটা তার জন্য বদান্যতার উত্তম পরিচায়ক।

মুফতী তাকী উসমানী রাহ প্রথমে এভাবে বলতেন।কিন্তু পরবর্তীতে উনি রান্না এবং চিকিৎসা ব্যয় কে সামনাসামনি দাড় করিয়ে স্ত্রীকে রান্নাবান্না করা ও সন্তান দেখভালের পরামর্শ দিয়েছেন।বিস্তারিত জানতে উনার ওয়েবসাইট muftitaqiusmani.com দ্রষ্টব্য।

পারিবারিক জীবন উদারতা এবং বদান্যতা এর উপর স্থিতিশীল। যতদিন উদান মনমানসিকা থাকবে ততদিন পরিবারে শান্তি থাকবে।বন্ধন অটুট থাকবে।

'এই এই স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই ' এ কথা শুধুমাত্র কোর্টকাছারির উঠানে প্রয়জনে উঠবে।শরীয়ত পুরুষদেরকে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, মহিলাকে যখন শরীয়ত এই এই বিষয়ের দায়িত্ব দেয়নি, এরপরও যখন তারা করছে সুতরাং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সকল পুরুষের জন্য কাম্য।এর অর্থ কখনো এ হতে পারে না যে,পুরুষকে সব দায়িত্ব পালন করতে হবে আর নারীরাই শুধু খাবে আর সন্তান জন্ম দিবে।তারপর তাদের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

হ্যা যখন ঝগড়া বেধে যাবে, তখন শরীয়ত নারীদের ফ্রী সম্পাদিত কাজগুলো পুরুষদের স্বরণ করিয়ে দিবে।

যেমন সদ্য তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যখন শিশুকে দুধ খাওয়াতে অস্বিকার, তখন তার এ অধিকার রয়েছে।স্বামী অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াবে।কিন্তু ঐ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যখন উক্ত সন্তানকে দুধ খাইয়ে দিবেন।তারপর যদি উনি সন্তানের পিতার নিকট পারিশ্রমিক এর দাবী করবেন।তখন শরীয়ত উনাকে উক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি দিবে না।

যাইহোক আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপত্রে যতক্ষণ না পূর্ণ ইসলামি শিক্ষা মন্থিত না হচ্ছে ততদিন নারীদের পক্ষ থেকে এমন দাবী উঠে না আসাই মঙ্গলজনক হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

প্রশ্ন ৩: আসসালামু আলাইকুম।সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব কার?মায়ের না পিতার?এক্ষেত্রে তালাকের পূর্বের বা পরের বিধান কি সমান?বিস্তারিত জানলে খুশি হতাম।

উত্তরঃ তালাকের পূর্বে হোক বা পরে হোক নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্ব হল স্ত্রীর তথা উক্ত সন্তানাদির মা।এসম্পর্কে অন্যতম ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বর্ণিত আছে.......

"أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الصَّغِيرِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ الْأُمِ.

[71]অর্থাৎ-নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের অগ্রাধিকার ভিত্ততে হক্বদার মা,চায় (উক্ত সন্তানাদির পিতার সাথে)বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকুক অথবা না থাকুক।

---

[71] ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া

তবে নিম্নোক্ত কারনসমূহের দরুণ মা তার অগ্রাধিকার হারাবে,অর্থাৎ তার লালন-পালনের আর অধিকার থাকবে না।

إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي. سَوَاءٌ لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا، فَإِنْ تَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ سَارِقَةً أَوْ مُغَنِّيَةً أَوْ نَائِحَةً فَلَا حَقَّ لَهَا .هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِق

মা যদি মুরতাদ হয়ে যায়,

অথবা চরিত্রহীনা ব্যভিচারিণী গোনাহগার হয়,

অথবা চুর-ডাকাত হয়

অথবা গায়িকা হয়

অথবা বিভিন্ন গোনাহের কাজে ভাড়াটে পেশাজীবী হয়

(তাহলে এমতাবস্থায় তার লালন পালনের অধিকার থাকবে না)।ফাতাওয়া হিন্দিয়া-১/৫৪১

(দারুল ফিকর (বাইরুত) মাকতাবা থেকে ৬ খন্ডে ১৩১০হিজরীতে প্রকাশিত)

.شُرُوطُ الْحَضَانَة

قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنَةِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً بَالِغَةً عَاقِلَةً أَمِينَةً قَادِرَةً، وَأَنْ تَخْلُوَ مِنْ زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ سِوَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ، هَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ.

অর্থাৎ-ইমাম রমলী রাহ বলেনঃ সন্তান লালন-পালনকারী(মা)এর জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকা একান্ত আবশ্যক,

আযাদ হওয়া,বালিগ হওয়া, জ্ঞানসম্পন্না হওয়া,নিরাপত্তা রক্ষাকারিণী হওয়া, লালন-পালনের সামর্থ্য থাকা,আজনবী অর্থাৎমাহরাম বা আত্মীয় নয় এমন কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ উনার বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া।(এ সমস্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে উনার অধিকার থাকবে নতুবা নয়)

উপরোক্ত শর্তাবলী ঠিক তেমনিভাবে পুরুষ হাযিন বা সন্তান লালন-পালনকারী পুরুষের জন্যও প্রযোয্য তবে শেষোক্ত শর্ত প্রযোয্য নয়।

-রদ্দুল মুহতার- ৩/৫৫৫(দারুল ফিকর বাইরুত, মাকতাবা থেকে ৬ খন্ডে প্রকাশিত,১৪১২হিঃ-১৯৯২ইং।)

সন্তান লালন পালনে মার অগ্রাধিকার থাকলেও এতে মা স্বাধীন, মাকে সন্তান লালন-পালন করতে জোড় করে বাধ্য করা যাবে না,

(وَلَا تُجْبَرُ) مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ (عَلَيْهَا إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ لَهَا) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ.

وَإِذَا أَسْقَطَتْ الْأُمُّ حَقَّهَا صَارَتْ كَمَيِّتَةٍ، أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ فَتَنْتَقِلُ لِلْجَدَّةِ بَحْرٌ.

অর্থাৎ-হাযিনা (শরয়ী সন্তান লালন-পালনকারী)কে সন্তান লালন-পালন করতে বাধ্য করা যাবেনা, তবে সন্তান অন্য কারো দুধ না খাওয়া ও তার পিতার টাকা না থাকার ধরুণ মার জন্য যদি লালন-পালন করা নির্দিষ্ট হয়ে যায়,তাহলে এক্ষেত্রে মাকে বাধ্য করা যাবে।

এবং যখন মা তার হক্ককে বিসর্জন দিয়ে দিবে তখন মৃতব্যক্তি বা বিবাহিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে এবং লালন-পালনের উক্ত দায়িত্ব সন্তানের নানীর কাছে চলে যাবে।আদ্দুররুল মুখতার,৩/৫৫৯;

মহিলা যদি ইদ্দতে না থাকে এবং সন্তানেরও পয়সা না থাকে তাহলে সে পিতার কাছ থেকে লালন-পালন বাবৎ টাকা নিতে পারবে যদি পিতার সামর্থ্য থাকে।অন্যথায় ছেলের সম্পদ থেকে নিবে,কিন্তু ইদ্দতে থাকাবস্থায় মজুরী বাবৎ টাকা নিতে পারবে না।আহসানুল ফাতাওয়া,৫/৪৭৪;ইমদাদুল আহকাম,২/৮৭৮;

লালনপালন কারী যেই হোক না কেন?কতক্ষণ পর্যন্ত লালনপালনের এই অধিকার তার থাকবে?

যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানাদি লালন পালনের মুখাপেক্ষী ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানাদি উক্ত লালনপালন কারীর কাছে থাকবে।

অবশ্য লালন পালনের সমস্ত খরছ পিতার উপর ই বর্তাবে।

দুর্রুল মুখতারে বর্ণিত আছে,

والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه)
الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا،

শরীয়ত যে মহিলাকেই লালনপালনের অধিকার দিবে,ঐ মহিলাই উক্ত সন্তানের লালনপালনের হকদার।

ছেলে হলে ঐ সময় পর্যন্ত সে লালনপালন পাবে যতক্ষণ না সে মহিলাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হচ্ছে।

ফুকাহায়ে কিরামগণ সে সময়কে সাত বৎসর উল্লেখ করেছেন।এবং এটার উপরই ফাতাওয়া।

যদি লালনপালনকারী এবং পিতার মধ্যকার উক্ত সন্তানের বয়স নিয়ে মতপার্থক্য হয়, তাহলে দেখতে হবে যদি সন্তান নিজে নিজে একাই খাওয়া দাওয়া করতে পারে,কাপড় পরিধান ও পস্রাব-পায়খানা করতে পারে তাহলে জোরজবরদস্তি মূলক হলেও উক্ত সন্তানকে পিতার নিকট সমঝিয়ে দেওয়া হবে।নতুবা দেওয়া যাবে না।

মেয়ের বয়স সীমা দুররুল মুখতারে এভাবে বর্ণিত রয়েছে ,

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ) لِأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ (أَحَقُّ بِهَا) بِالصَّغِيرَةِ (حَتَّى تَحِيضَ) أَيْ تَبْلُغَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.)

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي حَيْضِهَا فَالْقَوْلُ لِلْأُمِّ بَحْرٌ بَحْثًا.

وفي الشامية أى ردالمحتار

قوله: أي تبلغ) وبلوغها إما بالحيض، أو الإنزال، أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء) تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

প্রশ্ন ৪: যৌথপরিবার না একক পরিবার?এক্ষেত্রে ইসলামের পছন্দনীয় পদ্ধতি কোনটি ?

উত্তরঃ

بسْم الله الرّحْمن الرّحيْم

حامدا و مصليا ومسلما

ُسُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم

আপনি পবিত্র ! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি আমাদিগকে যা শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।(২/৩২)

আল্লাহ পাক সৃষ্টিকাল থেকেই প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিগত নিজস্ব কিছু অধিকার দান করেছেন।স্ত্রীর উপর স্বামীর কিছু অধিকারও হক্ব দান করেছেন যেমনঃ-চাহিবামাত্র স্বামীকে সঙ্গ দেয়া ও স্বামীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং লালন-পালন করা ইত্যদি স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ও হক্ব। তদরূপ স্বামীর উপর স্ত্রীরও কিছু অধিকারও হক্ব রয়েছে যেমনঃ- বিয়ের পর স্ত্রীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করে স্ত্রীকে একটি বাসস্থান ও খাদ্য এবং বস্ত্র দান করা। এটা স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ওহক্ব এবং শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব।

এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষনা হলঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।৪সূরা নিসা-১৯।

নারীদের সাথে সদ্ভাবে ব্যবহার করতে হলে তাদেরকে নিয়মমাফিক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান দিতে হবে, স্ত্রীর চিকিৎসা করানো স্বামীর উপর ওয়াজিব নয় এবং ঘরের রান্নাবান্না স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়।তবে উভয়টা একটি ভালো ও উত্তম এবং প্রশংসনীয় কাজ ।

স্ত্রীর বাসস্থান কি রকম হবে?

এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামদের নিম্নোক্ত কিছু আলোচনা লক্ষণীয়.....

আল্লামা হাসকফী রহ.বলেনঃ-

وَكَذَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ) سِوَى طِفْلِهِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْجِمَاعَ وَأَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ (وَأَهْلِهَا) وَلَوْ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ (بِقَدْرِ حَالِهِمَا) كَطَعَامٍ وَكُسْوَةٍ وَبَيْتٍ مُنْفَرِدٍ مِنْ دَارٍ لَهُ غَلْقٌ. زَادَ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْعَيْنِيِّ: وَمَرَافِقَ، وَمُرَادُهُ لُزُومُ كَنِيفٍ وَمَطْبَخٍ، وَيَنْبَغِي الْإِفْتَاءُ بِهِ بَحْرٌ (كَفَاهَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ هِدَايَةٌ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّارِ أَحَدٌ - مِنْ أَحْمَاءِ الزَّوْجِ يُؤْذِيهَا، وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْمُلْتَقَطِ كِفَايَتَهُ مَعَ الْأَحْمَاءِ لَا مَعَ الضَّرَائِرِ فَلِكُلٍّ مِنْ زَوْجَتَيْهِ مُطَالَبَتُهُ بِبَيْتٍ مِنْ دَارٍ عَلَى حِدَة -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৯৯;

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ উনার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী উক্ত আলোচনার বিস্তারিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করেন,যা নিচে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল,

قَوْلُهُ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهَا فِيهِ؛؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا وَيَمْنَعُهَاذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا هِدَايَةٌ

(স্ত্রীকে এমন একটি বাসস্থান দান করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব,যা স্বামীর পরিবার থেকে খালি থাকবে,কেননা সে অন্যর উপস্থিতির ধরুণ কষ্ট উপভোগ করবে,এবং তার মাল সামানা পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকবে না।তৃতীয় কারো উপস্থিতি স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন ও একান্ত সময় অতিবাহিত করতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। এ জন্য একটি পৃথক বাসস্থান স্ত্রীর মৌলিক অধিকার।তবে যদি সে তার নিজ অধিকার বিসর্জন দিতে রাজি হয় যায় তাহলে তার জন্য অনুমিত রয়েছে (যদি এক্ষেত্রে গোনাহের কোনো সম্ভাবনা না থাকে)

قَوْلُهُ وَبَيْتٍ مُنْفَرِدٍ) أَيْ مَا يُبَاتُ فِيهِ؛ وَهُوَ مَحَلٌّ مُنْفَرِدٌ مُعَيَّنٌ قُهُسْتَانِيٌّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْفَرِدِ مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِهَا لَيْسَ فِيهِ مَا يُشَارِكُهَا بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ (قَوْلُهُ لَهُ غَلَقٌ) بِالتَّحْرِيكِ: مَا يُغْلَقُ وَيُفْتَحُ بِالْمِفْتَاحِ قُهُسْتَانِي.

পৃথক বাসস্থানঃ-মানে যেখানে রাত্রিযাপন করা হয়,তা নির্দিষ্ট এককস্থান হতে হবে। পৃথক বাসস্থান মানে যা শুধুমাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এতে স্বামীর পরিবারের অন্যকেউ শরীক থাকবে না, এবং উক্ত বাসস্থানের চাবি শুধুমাত্র স্ত্রীর হাতেই থাকবে।

قَوْلُهُ زَادَ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْعَيْنِيِّ) وَإِذَا كَانَ لَهُ غَلَقٌ يَخُصُّهُ وَكَانَ الْخَلَاءُ مُشْتَرَكًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمَسْكَنٍ آخَرَ

(যদি স্বামী তার স্ত্রীর জন্য একটি একক বাসস্থান বরাদ্দ করে এবং স্ত্রীর হাতে চাবিও অর্পণ করে,কিন্তু বাসস্থানের উঠান তার ও অন্যকারো মধ্যে শরিকানা থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিযোগের কোনো সুযোগ থাকবেনা।

قَوْلُهُ وَمُفَادُهُ لُزُومُ كَنِيفٍ وَمَطْبَخٍ) أَيْ بَيْتِ الْخَلَاءِ وَمَوْضِعِ الطَّبْخِ بِأَنْ يَكُونَا دَاخِلَ الْبَيْتِ أَوْ فِي الدَّارِ لَا يُشَارِكُهَا فِيهِمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ.

স্ত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত ঘরে একটি এটাস বাথরুম ও রান্নাঘর হতে হবে যাতে অন্যকেউ শরীক থাকতে পারবে না।

বাসস্থানের ধরণ কি রকম হওয়া চাইঃস্ত্রীকে পৃথক ঘর দিতে হবে, নাকি পৃথক বাড়ী/বাসা দিতে হবে ?

এ সম্পর্কে ইবনে আবেদীন শামী রহ.বলেনঃ-

قُلْت: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَشْهُورَ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُتُونِ أَنَّهُ يَكْفِيهَا بَيْتٌ لَهُ غَلَقٌ مِنْ دَارٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي الدَّارِ ضَرَّتُهَا أَوْ أَحْمَاؤُهَا.

আমি মনে করি ফুকাহায়ে কিরামদের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে,বাসস্থানের জন্য পৃথক একটি রুম-ই যথেষ্ট হবে, যদি সেই রুমের সমস্ত কর্তৃত্ব স্বীকে দিয়ে দেয়া হয় ,চায় ঐ বাড়ির অন্যান্য রুম গুলাতে স্বামীর

আত্বীয়-স্বজন থাকুক অথবা স্বামীর অন্যকোনো স্ত্রী(সতীন)থাকুক।এতে কোনো অসুবিধা নেই (যদি শরয়ী অন্যান্য বিধি-বিধান লঙ্ঘনের আশংকা না থাকে)

لَا يَكْفِي ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الدَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَحْمَائِهَا يُؤْذِيهَا، وَكَذَا الضَّرَّةُ بِالْأَوْلَى

যদি স্বামীর আত্বীয়-স্বজন স্ত্রীকে কোনো কষ্ট দেয় অথবা শরয়ী বিধি-বিধান লঙ্ঘনের আশংকা থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে স্ত্রীকে পৃথক বাড়ী/ বাসা দিতে হবে, পৃথক রুম দিলে হবে ওয়াজিব আদায় হবে না।

أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، فَفِي الشَّرِيفَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَادِهَا فِي دَارٍ، وَمُتَوَسِّطِ الْحَالِ يَكْفِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ مِنْ دَارٍ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْإِعْسَارِ يَكْفِيهَا بَيْتٌ وَلَوْ مَعَ أَحْمَائِهَا وَضَرَّتِهَا كَأَكْثَرِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ الْقُرَى وَفُقَرَاءِ الْمُدُنِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ فِي الْأَحْوَاشِ وَالرُّبُوعِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُوَافِقُ، لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَسْكَنَ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ حَالِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى - {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق:]

তবে এ বিষয়টা স্থান-কাল-পাত্র বেধে ভিন্ন ও হতে পারে,সুতরাং স্ত্রী পর্দানশীন- সচ্চরিত্রা ও ধনী হলে তাকে পৃথক বাড়ী/বাসা দিতে হবে,মাধ্যম পর্যায়ের হলে পৃথক ঘর-ই যথেষ্ট হবে,আর একেবারে নিম্ন পর্যায়ের হলে একটি ঘর-ই যতেষ্ট হবে যদিও তাতে স্বামীর আত্বীয়-স্বজন(নারী) থাকে,যেমন বেদুইন জাযাবর,ও নেহায়েত গরীবদের পারিবারিক জীবনাতিপাথ।এ ব্যখ্যা-ই সূরা ত্বালাকের ৬নং আয়াত সাথে বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। "তোমরা তোমাদের সামর্থঅনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না"।

إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمَعْرُوفَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَنْظُرَ إلَى حَالِ أَهْلِ زَمَانِهِ وَبَلَدِهِ، إذْ بِدُونِ ذَلِكَ لَا تَحْصُلُ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى - {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن}

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।(সূরা নিসা-১৯)

এতে কোনো সন্দেহ নেই মা'রুফ বা সদ্ভাবে জীবন-যাপন স্থান-কাল-পাত্র বেধে ভিন্নতর হয়ে থাকে,সুতরাং মুফতী মহোদয় স্থান-কাল দেখে উক্ত বিষয়ে সিদ্বান্ত নিবেন।স্থান-কালের প্রতি লক্ষ্য না করে সিদ্বান্ত নিলে তা কখনো কোরআনে বর্ণিত সদ্ব্যবহার হবে না আর অসদ্ব্যবহার কখনো বৈধ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না।(রদ্দুল মুহতার৩/৫৯৯-৬০০-৬০১। (দারুল ফিকর বাইরুত, মাকতাবা থেকে ৬ খন্ডে প্রকাশিত, ১৪১২হিঃ-১৯৯২ইং।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে একক পরিবার ও যৌথপরিবার উভয়-ই ইসলামে স্বীকৃত,কোনোটিকেই বেদআত বা অনিসলামিক বলা যাবে না, যদি যৌথপরিবারে পুরোপুরি শরিয়তকে মানা হয়,এবং পর্দাপুশিদার পুরোপুরি এহতেমাম করা হয়, নয়তো পরিবারের অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা লেগেই তাকবে, গোনাহতো আছেই কেননা নবীজী সাঃদেবরকে তার ভাই স্ত্রীর(বাবির) সামনে যেতে নিষেধাত্মক ভয় দেখিয়েছেন।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে.....

عن عقبة بن عامر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ،

" فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت

হযরত উক্কবাহ ইবনে আমির রাঃথেকে বর্ণিত, নবীজী সাঃবলেনঃসাবধান তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকো,এক ব্যক্তি বলল হে রাসুলুল্লাহ সাঃদেবর সম্পর্কে হুকুম কি? (আমাদের বুলুন)নবীজী সাঃবললেন দেবর হল মৃত্যু সমতুল্য।[72]

সুতরাং স্ত্রীর জন্য জায়েয হবেনা স্বামীর কোনো পুরুষ আত্বীয়র সাথে নির্জনে বসবাস করা, আর যৌথভাবে বসবাস করলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।তবে যদি এত ছোট বা বড় হয় যাদের থেকে ফিতনার আশংকা থাকেনা তাহলে তাদের সাথে পর্দামত একবাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে অবস্থান করা যাবে, বৈধ আছে। যৌথপরিবারে থাকলে অনেক সময় শুধুমাত্র দেবর বা স্বামীর অন্যান্য পুরুষ আত্বীয়দের সাথে স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করতে হয় যা হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে.......

لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَم

কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে মহিলার মাহরাম না থাকা অবস্থায় নির্জনে একাকী বসবাস করতে পারবে না।(সহীহ বুখারী-৫২৩৩;সহীহ মুসলিম-১৩৪১)

---

[72] সহীহ বুখারী -৪৯৩৪;সহীহ মুসলিম-২১৭২

যৌথপরিবারে থাকলেও স্বামীর খেদমত ব্যতীত আর কারো খেদমত এমনকি সবার রান্নাবান্নার দায়িত্ব ও স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয় বরং তার নৈতিক দায়িত্ব।তবে রান্নাবান্না সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং বিষয়টা ব্যাখ্যা সাপেক্ষও । পারিবারিক দন্দ্ব,পরনির্ভরশীল মনমানসিকতা সৃষ্টি সহ আরো নানাবিধ কারণ যৌথপরিবারে রয়েছে যদ্দরুন থানবী রহ সহ অনেক ফেকাহবিদগণ এককপরিবারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অপরদিকে একক পরিবার প্রথা মানুষের জান মাল ও ঈমান রক্ষার্থে সব চেয়ে বেশী ভুমিকা রাখে। যেমনঃ-

সারাদিন কাজকর্মের শেষে মানুষ একটু নির্জনে আরাম করতে চায়,এবং প্রতিটা নারীই চায় তার পৃথিবীকে সে নিজের মত করে সাজাতে, এবং যখনই প্রয়োজন তখনই স্বামীর সাথে একান্তে সময় অতিবাহিত করতে, এটা একমাত্র একক পরিবারেই সম্ভব যৌথপরিবারে কখনো সম্ভব হবে না।

একক পরিবার হলে প্রতিটা মানুষ হালাল ত্বরিকায় তার পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকবে কারণ এখন তাকে অন্য কেউ খাওয়াবে না, তাই রুজি করতে হবে, এতে করে সে স্বনির্ভর হতে পারবে, কারো উপর বুঝা হবেনা বা হওয়ার চেষ্টা করবে না। প্রথমে সব কিছু পৃথক করে নিলে পরে ওরাসতের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হবেনা, সে পিতার সম্পত্তি থেকে যা কিছুই পাবে তা নিয়ে প্রথম থেকেই নিজের মনে করে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবে।

একক পরিবারের ব্যবস্থা হলে পর্দার মত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান মানা ও পালন করা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য সম্ভবপর হবে। তাছাড়া নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কিছু সময় মানুষ ঘরে তার বস্ত্র খোলে আরাম করবে এটা তার মৌলিক অধিকার যা কোরআন তাকে দিয়েছে এমতাবস্তায় কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি নিজ বালিগ সন্তাদি ও সেবক-সেবিকারাও প্রবেশ করতে পারবে না,যৌথ পরিবার হলে বস্ত্র খোলে আরাম করা কখনো সম্ভব হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

" হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বায়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সূরা নূর-৫৮)

অবশ্য এককপরিবার ব্যবস্থা হলেও মাতা-পিতা ও মা'যুর ভাই বোনদের লালন-পালন ও বোনকে বিয়ে দেয়ার(বাবার অনুপস্থিতে) দায়িত্ব আপনার উপরই,এবং আপনি ধনী হলে আপনার ভাই-বোনদেরকে পর্যাপ্ত পরিমান সাহায্য-সহযোগিতা করা আপনার একান্ত কর্তব্যও দায়িত্ব। আশরাফ আলী থানভী(র,) বলেন পুত্রবধুকে আলাদা করে দিন পারিবারিক অশান্তি অনেকটাই কমে যাবে। (ইরশাদাতে হাকিমূল উম্মতঃ৪০৯)

এমনকি ওয়াজিব খোরপোশের অভিন্ন একটি অংশই হল স্ত্রীকে পৃথক বাসস্থান দেওয়া!তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় একত্রে থাকতে সম্মত হলে ভিন্ন কথা। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মতঃ২।১৮৭)

শশুর-শাশুড়ীর খেদমত করতে যে সব স্বামীরা স্ত্রীর উপর আমানবিক নির্যাতন করে,তাদের জেনে রাখা উচিত - একেতো তাদের খেদমত স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়!দ্বিতীয়ত শশুরের খেদমতে ফিতনার আশংকা আছে! তাই স্বামী নিজে আপন মাতা-পিতার খেদমত করবে অথবা পারিশ্রমিক দিয়ে করাবে। স্ব ইচ্ছায় শাশুড়ীর খেদমত করা বধুর নৈতিক দায়িত্ব ,কিন্তু এক্ষেত্রে বধুর উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা যাবেনা,এবং বধুর খেদমতকে অনুগ্রহ বিবেচনা করাও শ্বাশুড়ীর নৈতিক দায়িত্ব।

মোটকথাঃ-

এককপরিবার ব্যবস্থা ও যৌথপরিবার ব্যবস্থা উভয়ই বৈধ। আমাদের দেশে যেহেতু পূর্ব থেকেই যৌথপরিবার ব্যবস্থা চলে আসছে, এবং এককপরিবার ব্যবস্থাকে মা-বাবা সহ অনেকেই মেনে নিতে পারেন না।এমনকি অনেকে এককপরিবার ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে ও নিন্দা মনে করে,তাই যৌথপরিবারই আমাদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে মাননসই ও গ্রহণযোগ্য হবে,তবে যাতে শরীয়তের কোনো বিধি-বিধান লঙ্ঘন না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি অত্যান্ত গুরুত্বতার সাথে রাখতে হবে, আল্লাহ না করুক যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়,সেক্ষেত্রে সমস্ত দায়-দায়িত্ব কিন্তু আপনার-ই। যখন আমাদের সমাজ এককপরিবার ব্যবস্থাকে মেনে নিবে তখন সেটাই সবার জন্য মঙ্গলজনক ও নিরাপদ হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

প্রশ্ন ৫০ঃ কোন আত্বীয়বাড়ি যেতে সে যদি আমার অনুমতি না নিয়ে, আমার আব্বার কাছে থেকে অনুমতি নেয় আর আমি যদি সেখানে যেতে বাধা দেই, তাতে যদি আমার আব্বা আমার প্রতি রাগ করেন তাহলে কি আমার গুনাহ হবে?

উত্তরঃ হাদীস শরীফে এসেছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْه-

“যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ’লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।”[73]

ইফকের ঘটনায় মা আয়েশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার হাদিস:

তিনি বলেন:

---

[73] ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৩; সহীহাহ হা/১২০৩

أتأذن لي أن آتي أبوي

“(হে আল্লাহর রাসূল,) আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন?” (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج

“কোন মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। পিতামাতা বা অন্য কারো নিকট নয়। কারণ এটি তার উপর স্বামীর হক। অবশ্য যদি শরিয়ত সম্মত বিশেষ কোনো কারণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।” (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/১৬৫)

তাই স্ত্রীর জন্য জরুরি হল, বিশেষ কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে স্বামীর নিকট অনুমতি নেয়া। স্বামী অনুমতি দিলে পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে এবং নিজেকে ফিতনা থেকে হেফাযতে রেখে স্ত্রী বাইরে যেতে পারে। দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে অবশ্যই তার পিতা, ভাই ইত্যাদি মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে যেতে নিষেধ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য তা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়। অন্যথায় সে স্বামীর ‘অবাধ্য’ হিসেবে গণ্য হবে এবং গুনাহগার হবে।আর আপনি বাধা দিলে এতে আপনার গুনাহ হবেনা।

প্রশ্ন ৬০ঃ স্বামী-স্ত্রী অন্তরঙ্গ কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো কি জায়েজ?

জবাবঃবিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

ক্বিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৪৩৪) হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

অন্য এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ، بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " .

আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩৪৩৫)হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

অর্থাৎ প্রশ্নোক্ত বিষয়টি অন্য কারো কাছে বলে বেড়ানো জায়েজ হবে না।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

প্রশ্ন ৭ঃ স্বামী মারা যাওয়া কতদিন পর্যন্ত স্বামীর বাড়িতে থাকতে হয়?

উত্তরঃ স্বামীর বাড়ীতে ৪মাস ১০ দিন থাকতে হয়।

প্রশ্ন ৮ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমাদের বিয়ে হয়েছে অনেক দিন। পরিবার থেকেই কাবিন হয়েছে । কিন্তু দুই পরিবার এর কোনো পরিবার ই চায় না, আমরা স্বামী স্ত্রী এখন এক সাথে থাকি।এমতাবস্থায় করনীয় কি?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে

তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা বাকারা-২২৩)

কুরআনে কারীম এবং হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম' থেকে অসংখ্য দলীল এ মর্মে পাওয়া যায় যে, বিয়ের পর থেকে স্বামী স্ত্রী একসাথেই বসবাস করবে।তাদেরকে কেউই বাধা দিতে পারবে না।বাধা দেয়ার পর উক্ত স্বামী স্ত্রীর কেউ যদি কোনো গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে এর দায়ভাড় বাধা প্রদাণকারীদের উপরই আপতিত হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

প্রশ্ন ৯০ঃ আমার আর আমার স্বামীর চ্যাটিংয়ে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে আমি বলি তাহলে এখন কি করবেন থাকবেন আমার সাথে? সে বলে যদি বলি না। তাহলে কি তালাক হয়ে যাবে। তার অন্তরে এমনটা ছিল না। আমি আবার বলছি তাহলে বাড়িতে কথা বলেন। আমি তর্ক করছিলাম অভিমানে সে বলেছে। প্লিজ মেহেরবানি করে উত্তর দিন শায়েখ।

উত্তরঃ শরীয়তে বিশেষ প্রয়োজনে,যখন স্বামী স্ত্রীর মাঝে বনিবনা কোনো ভাবেই সম্ভবপর হয়না,তখন এক তালাক দেওয়ার বিধান এসেছে। বিনা কারণে তালাক প্রদাণ করা হারাম। এর শাস্তি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই পেতে হবে।

তালাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত,

«عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

অর্থ:রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, “মহান আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে 'তালাক'।[74]

শরিয়তের পরিভাষায় প্রশ্নে উল্লেখিত জাতীয় শব্দে তালাক দেয়াটাকে বলা হয় ‘কেনায়া তালাক’ বা ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা তালাক। আর কেনায়া তালাকের ক্ষেত্রে নিয়ত তথা তালাকের ইচ্ছা থাকা অত্যাবশ্যক। আর কেনায়া তালাক দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হয় ।

সুতরাং যদি কেউ স্ত্রীকে এরূপ কথা বলে এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর যদি তালাকের নিয়ত না করে তাহলে তালাক হবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৩৭৫)

প্রশ্ন ১০ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর আগে মারা যায় এবং তাকে ভালোবাসা মহব্বত করা সত্যেও সে যদি বলে আমার স্ত্রী আমার কাছে ভালো ছিলো না তাহলে আল্লাহ কি স্ত্রীকে শাস্তি দিবেন ?

উত্তরঃ

হাদীসে এসেছে, মানুষের মৃত্যুর পর তার ভালো ও উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা।

ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ রাযি থেকে বর্ণিত,

---

[74] আবু দাউদ-২১৭৮

وعن وابصةَ بنِ مَعْبِدٍ قَالَ : أَتَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : « جِئْتَ تسأَلُ عنِ البِرِّ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : « اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرُّ : مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، والإِثمُ : مَا حاكَ في النَّفْسِ، وتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ » حديثٌ حسنٌ، رواهُ أحمدُ والدَّارمِيُّ في " مُسْنَدَيْهِما ".

তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট গেলাম।রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে বললেন,তুমি কি নেকীর কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছ?আমি বললাম জ্বী হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তখন তিনি আমাকে বললেন,তুমি তোমার অন্তরের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করো।নেকি হল সেটা যার উপর অন্তর প্রশান্তিবোধ করে,এবং যে জিনিষের উপর অন্তর শান্ত থাকে।আর গোনাহ হল সেটা,যা অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে নাড়িয়ে দেয়,এবং অন্তরকে দ্বিধান্বিত করে ফেলে।যদিও উক্ত কাজ সম্পর্কে মুফতিগণ বৈধতার ফাতাওয়া প্রদাণ করুক না কেন। (মুসনাদে আহমদ-১৭৫৪৫)

আপনার স্বামী আপনার মন্দ আলোচনা করলেও আপনার কোনো শাস্তি হবে না ইনশাআল্লাহ ।

প্রশ্ন ১১ঃ স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে?

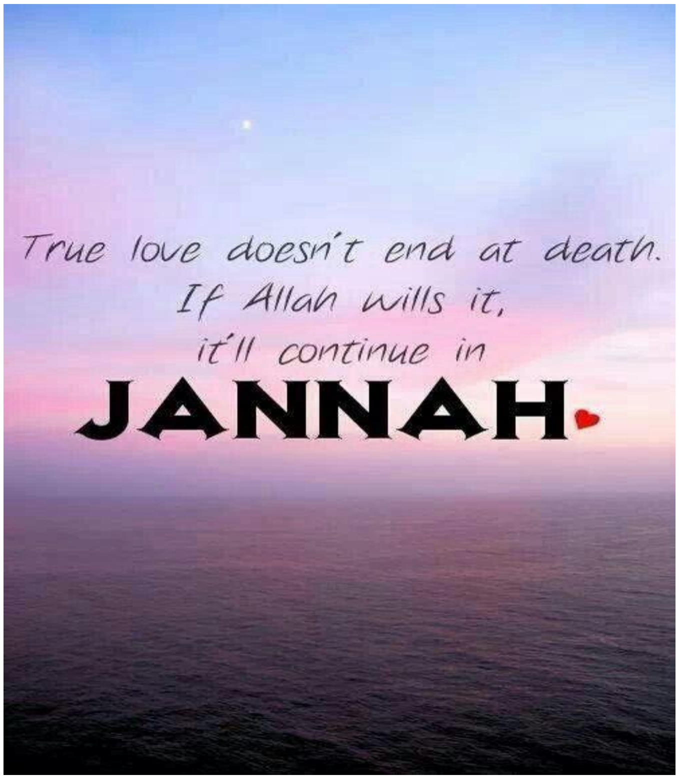
উত্তরঃ তালাক প্রদান করা সম্পূর্ণ স্বামীর অধীকার।হ্যা শরীয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিজের উপর তালাক প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে।যেমন,স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের অনুমতি প্রদান করলে,স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে।তাছাড়া স্বামী খোরপোষ না দিলে,স্ত্রী কাযী সাহেবের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।কিংবা স্বামী নিখোঁজ হলে বা ধ্বজভঙ্গ হলে কোর্ট বিবাহ ভঙ্গের রায় দিতে পারবে।

স্বামীর খোঁজখবর না থাকলে স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।চার বছর অপেক্ষার পরও যদি স্বামীর কোনো খোঁজখবর না মিলে,কোর্ট স্বামীর পক্ষ্য থেকে বিবাহ ভঙ্গ করে দিবে।স্ত্রী তালাক দিতে পারবে না।তালাক দেয়ার অধীকার স্ত্রীর নেই।আল্লাহ্ ভালো জানেন।

১৪.শেষ কথা

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে এমন একটি চুক্তি বিশেষ, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকার শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। এ চুক্তিতে শরিয়তের নির্ধারণের বাইরে কোনো কিছু কমানো-বাড়ানোর সুযোগ নেই।এমনকি স্বামী-স্ত্রী নিজেরাও কোনো কিছুর হেরফের করতে পারবে না, প্রচলিত প্রথাও বৈবাহিক দায়িত্বের কোনো কিছু বাড়াতে-কমাতে পারবে না।কোরআন ও হাদিসের আলোকে সংসার জীবনে স্ত্রীর যে সব দায়িত্ব ও করণীয় অবধারিত প্রমাণিত হয় সেগুলো হলো- স্বামীর কর্তৃত্ব ও অধীনতা মেনে নেওয়া, স্বামী যে ঘরে তাকে রাখে সেখানে অবস্থান করা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে না যাওয়া, স্বামীর সন্তান ও সম্পদ রক্ষা করা, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করা।কিন্তু নির্ঘাত বাস্তবতার কথা স্বীকার করে বলতে হয়, কোন পরিবার সমস্যাহীন কিংবা মতবিরোধ মুক্ত নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাব। এর বিপরীতে কেউ স্বীয় পরিবারকে নিষ্কণ্টক অথবা ঝামেলা মুক্ত কিংবা ফ্রেশ মনে করলে, ভুল করবে। কারণ, এ ধরাতে সর্বোত্তম পরিবার কিংবা সুখী ফ্যামিলির একমাত্র উদাহরণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার ও ফ্যামিলি।জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা।কারণ, তারা জানে যে কোন মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায় আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে

মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে।আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে ইসলামের ছায়াতলে থেকে নিজ মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।তবেই আমাদের একেকটা ঘর হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান। আল্লাহ যেন সকল স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে হেফাজত করেন, এবং দ্বীনের শ্রেষ্ঠ আদব সমূহ বোঝার এবং তা কাজে লাগিয়ে সংসার জীবনকে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার তৌফিক দেন।জান্নাতের স্বপ্ন আমাদের সবার ই আছে, আল্লাহ যেনো স্বামী স্ত্রীর এই বন্ধনকে একসাথে জান্নাত অব্দি নিয়ে যাবার তাউফিক দান করেন। আমী ন ইয়া রব্বুল আলামীন.



❖ তথ্যসূত্রঃ

*আল- কোরআন- সূরা বাকারা

*আল- কোরআন- সূরা নিসা

*আল- কোরআন- সূরা তাহরিম

*আল- কোরআন- সূরা আহযাব

*আল- কোরআন- সূরা আর র’দ

*আল- কোরআন- সূরা নাহল

*আল- কোরআন- সূরা বালাদ

*আল- কোরআন- সূরা জুম’আ

*আল- কোরআন- সূরা হুমাযাহ

*আল- কোরআন- সূরা ত্বহা

*আল- কোরআন- সূরা মায়েদা

*আল- কোরআন- সূরা তালাক

*আল- কোরআন- সূরা নুর

*সহী মুসলিম

*বুখারী শরীফ

*মুসনাদে আহমাদ

*সীরাতে আয়িশা

*মুখতাসুল কুদূরী, ২য় খন্ড

* দরসুল ফিক্হ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪.

*তাফসিরে মাজহারি

*মাআরেফুল কুরআন

*ফাতহুল কাদির

*ত্বাবারানী, ইবনে হিববান, সহীহ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৪নং)

*আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৮৩৮নং

*ইবনে আবী শাইবাহ ,নাসাঈ, তাবারানী, হাকেম , প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৫পৃঃ

*তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫নং

*হাকেম , ইবনে হিববান, ইবনে আবী শাইবাহ , সহীহুল জামে ৩১৪৮ নং

*ত্বাবারানী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫২৫৯নং

*ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিববান , আদাবুয যিফাফ ২৮৪পৃঃ

*ত্বাবারানী, হাকেম , আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮নং

*আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৫০নং

*বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৩পৃঃ

*ত্বায়ালিসী ২০৫৬, বাইহাকী ৪/৬৫-৬৬, ইবনে হিববান ৭২৫নং, মুসনাদে আহমদ ৩/১০৫-১০৬ প্রভৃতি। দেখুন, আহকামুল জানায়েয ২৪-২৬ পৃঃ

*আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৫৪২নং

*তামবীহাতুল মু'মিনাত ১৬২পৃঃ

*আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহ্বী সুলাইমান আল-আলবানী ১৬৯পৃঃ, সিফাতুল মু'মিনাতিস সা-দিক্বাহ, নাওয়াল বিন্ত্ আব্দুল্লাহ ৫০-৫১পৃঃ

*মুসলিম ২৭২৭নং

*বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৯ নং

*নাসাঈ, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৯নং

*ইরওয়াউল গালীল ২৬৪৬নং,ফাতাওয়াল মারআহ ৯২পৃঃ

*বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রভৃতি, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব, আল্লামা আলবানী ৯২৬-৯৩০নং

*জামিউ আহকামিন নিসা, ১/২৭৫-২৭৬

*ফাতাওয়াল মারআহ ১০৩পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ১৩১-১৩৩পৃঃ

*তিরমিযী ৩৪৯৭নং

*বুখারী, মুসলিম, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৯২৭নং

*আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৭ নং

*মুসলিম ২৮১৩নং

*ফিকহুস সুন্নাহ ২/১৮৫

*আবু দাঊদ, আল মারআতুল মুসলিমাহ ১৭৬পৃঃ

*তিরমিযী, হাদিস নং- ৩০৮৭

*বুখারী, হাদিস নং- ৮৫৩; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮২৮

*মুসলিম, হাদিস নং- ৩৬১৫

*বুখারী, হাদিস নং- ৩০৬৫; মুসলিম, হাদিস নং- ৩৬১৪

*আবূ দাউদ ও হাকেম; আর তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

*বুখারী, হাদিস নং- ৪৯০৪; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮২৮

*তিরমিযী, হাদিস নং- ৩০৮৭

*মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।

ছবি কৃতজ্ঞতাঃ Google , Pinterest

কালের কন্ঠ

মাসিক আল কাউসার

https://www.jagonews24.com/religion/article/473088

https://ifatwa.info/

আলহামদুলিল্লাহ্,আমি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচ এস সি কমপ্লিট করেছি। বর্তমানে ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসায় আলিম কোর্স এবং একাধিক প্রতিষ্ঠান এ তাজবিদ বিষয়ের ওপরে অধ্যয়নরত আছি । মহান আল্লাহ্ পাক এর কাছে কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করছি তিনি যেনো আমাকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করেন।আমীন

লুৎফুন্নাহার স্মৃতি

Batch : 201

Roll : 20102222

Email: smritymym@gmail.com

Mobile No: 01715 758787 , 01728 841046 , 01611 758787

বর্তমান ঠিকানাঃ বাসাঃ ৪৩/৯/৪ ,শেখেরটেক ৬,মোহাম্মদপুর ,ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানাঃ হোল্ডিং-১৭০, গ্রাম/রাস্তাঃ খাগডহর,ডাকঘরঃ ময়মনসিংহ, পোস্টঃ ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ-২২০০